স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বর্ষ ৪৯ ☐ সংখ্যা ৪৫ | শিলচর ☐ রবিবার ☐ ৩১ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ☐ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ☐ ১৪ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি ☐ ১২ পাতা ☐ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

কলেজে প্রবেশিকার পরীক্ষায়ও বড়সড় গাফিলতি, পিছোল টেস্ট

নিট, এসএসসি-র পর এবার আরেক কেলেঙ্কারি

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : নিট, এসএসসি-র পর এবার কলেজের প্রবেশিকা। ফের বড়সড় বিভ্রাট এক সর্বভারতীয় পরীক্ষায়। শনিবার দেশজুড়ে সিইউইটি-ইউজি পরীক্ষা ছিল। সেইমতো পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছেও গিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁরা জানতে পারলেন, যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে। ফলে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা। এই খবর পেয়েই পড়ুয়ারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কেন বারবার কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিচালিত পরীক্ষায় এমন বড়সড় ত্রুটি হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে তুলোধুনো করেছেন বিরোধীরা।

দিনকয়েক আগে প্রশ্নফাঁসের জেরে বাতিল হয়েছে মেডিক্যালের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা নিট। তারপর এসএসসি জিডি পরীক্ষা ঘিরে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। কোথাও আসনের তুলনায় বেশি পরীক্ষার্থীকে অ্যাডমিট দেওয়া, কোথাও প্রশ্নফাঁস, কোথাও পরীক্ষা চলাকালীন সিস্টেম ক্র্যাশ, নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। তার জেরে পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে। পরীক্ষার সিস্টেম বারবার হ্যাক হয়েছে বলেও শোনা গিয়েছে। এবার সমস্যা ধরা পড়ল সিইউইটি-ইউজি পরীক্ষা ঘিরে।

শনিবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফ থেকে জানানো হয়, অনলাইন পরীক্ষার কেন্দ্র টিসিএসে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। তার জেরে জন্য পিছিয়ে দিতে হয়েছে পরীক্ষা। বাড়তি সময় দেওয়া হবে বলেও জানায় এনটিএ। কিন্তু এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পড়ুয়ারা। একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। সকাল ৯টায় তাঁদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সাড়ে

এরপর ছয়ের পাতায়

সিইউইটি পরীক্ষাতেও বিশৃঙ্খলা, 'প্রযুক্তিগত ত্রুটি' বলল এনটিএ

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে শনিবার কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে সিইউইটি-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। পরীক্ষার প্রযুক্তিগত অংশীদার টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)-র পক্ষ থেকে এই সমস্যার কথা জানানো হয়।

এনটিএ-র দাবি, প্রযুক্তিগত ত্রুটি ইতোমধ্যেই মেরামত করা হয়েছে এবং কোনও পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হবে না। যেসব কেন্দ্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেখানে পরীক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ অতিরিক্ত সময় (কম্পেনসেটরি টাইম) দেওয়া হবে।

সংস্থা সংশোধিত সূচি প্রকাশ করে জানিয়েছে, দুপুরের সেশনের পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ প্রক্রিয়া শুরু হবে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। পরীক্ষা শুরু হবে বিকেল ৪টায়। আগে ওই পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকেল ৩টায়। এনটিএ আরও জানিয়েছে, সকালের সেশনের পরীক্ষার্থীদের

এরপর ছয়ের পাতায়

অরুণোদয়ের জেরে ১৬ শতাংশ কমেছে গার্হস্থ্য নির্যাতন, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩০ মে : অরুণোদয় প্রকল্প শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, গার্হস্থ্য হিংসা কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস)-৬ এর তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি জানান, অসমে বিবাহিত মহিলাদের বিরুদ্ধে স্বামীদের হিংসাত্মক আচরণের হার ১৬ শতাংশ কমেছে।

তাঁর দাবি, মহিলাদের হাতে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলার ফলেই এই ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। তাঁর মতে, কোনও মহিলার হাতে আর্থিক নিরাপত্তা পৌঁছে গেলে তার প্রভাব শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং গোটা পরিবার এবং সমাজ তার সুফল ভোগ করে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, মহিলারা যখন আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হন, তখন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পারিবারিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয় এবং পরিবারে মর্যাদা ও সম্মানের পরিবেশ গড়ে ওঠে।

এরপর ছয়ের পাতায়

কর্নাটকে কংগ্রেসের নেতা শিবকুমার, বুধে শপথ!

বেঙ্গালুরু, ৩০ মে : তিন বছর পর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি বদলের পথে কর্নাটক। সিদ্দারামাইয়ার ইস্তফার পর তোড়জোড় শুরু হয়েছে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের। জানা যাচ্ছে, আগামী বুধবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে পারেন বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। তাঁর আগে শনিবার কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। কংগ্রেস সূত্রের খবর, বুধে শিবকুমারের সঙ্গে শপথ নিতে পারেন আরও ১০ জন মন্ত্রী। তবে নয়া মন্ত্রিসভায় কাদের কাদের জায়গা হবে বিশেষ করে সিদ্দারামাইয়ার পুত্র যতীন্দ্রর জায়গা হবে কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে মোদির দরবারে হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ৩০ মে : অসমে এনডিএ ৩.০ সরকার গঠনের পর প্রথমবারের মতো নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নতুন সরকারের অগ্রগতি, আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে অসমের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমে উন্নয়নের নতুন গতি সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন এবং আগামী দিনগুলির জন্য তাঁর দিকনির্দেশনা ও আশীর্বাদ কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ বৈঠকের একটি ছবি প্রকাশ করে জানায়, অসমের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। পরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও সামাজিক মাধ্যমে বৈঠকের কথা তুলে ধরে লেখেন, 'আজ নতুন দিল্লিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলাম। অসমে এনডিএ ৩.০ সরকারের শুভ সূচনার মাধ্যমে উন্নয়নের যে নতুন গতি তৈরি হয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছি। পাশাপাশি গত কয়েক বছরে তাঁর নিরন্তর সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য অসমবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি এবং আগামী দিনেও তাঁর আশীর্বাদ ও দিকনির্দেশনা কামনা করেছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই দিল্লি সফরকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে

এরপর ছয়ের পাতায়

এনডিএ ৩.০ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একান্তে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

সরকার গঠনের পর প্রথমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, উন্নয়ন, পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রমে অনিশ্চয়তা, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইল আসু

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩০ মে : জাতীয় শিক্ষা নীতির আওতায় চালু হওয়া চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম (ফোর ইয়ার আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম) ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা ও সমস্যার বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ চাইল সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই নতুন পাঠ্যক্রম কার্যকর করায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উভয়ই নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

আসু-র বক্তব্য, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চতুর্থ বর্ষে গবেষণাভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালুর কথা বলা হলেও রাজ্যের অধিকাংশ কলেজে সেই ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। পর্যাপ্ত শিক্ষক, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার সুবিধা এবং অ্যাকাডেমিক পরিকাঠামোর

এরপর ছয়ের পাতায়

জনরোষের মুখে তৃণমূল নেতা অভিষেক

বেধড়ক মারধর, ছোড়া হয় ডিম, ইট ও জুতো

কলকাতা, ৩০ মে : ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রবল জনরোষের মুখে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোনারপুরে ভোট-পরবর্তী হিংসার বলি তৃণমূলের কর্মী সঞ্জু কর্মকারের বাড়িতে গিয়ে তিনি নিজেই আক্রান্ত হলেন। গাড়ি ছেড়ে বাইকে করে সোনারপুরে ঢোকার মুখে তাঁকে ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীরা। এরপরই চলে বেধড়ক মারধর। ছিঁড়ে দেওয়া হয় অভিষেকের জামা। তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিম, ইট ও জুতো। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

এই ঘটনার পর বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে যান আক্রান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে দেখতে সেখানে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সোনারপুরে গিয়ে চরম জনরোষের শিকার হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কামরাবাদ এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ড। বিক্ষোভ এতটাই প্রবল ছিল যে, শেষে ক্রিকেটের হেলমেট মাথায় দিয়ে তৃণমূল সাংসদ এরপরে হেঁটে এগোতে থাকেন। তারপরও ছাড়েনি গ্রামবাসীরা। একের পর এক তাঁকে লক্ষ্য করে উড়ে আসে ডিম, ইট, জুতো। তারপরও ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা সরাসরি হাত তোলেন অভিষেকের উপর। ছিঁড়ে যায় জামা। ওই অবস্থাতেও উঠে হেঁটে এগিয়ে যেতে দেখা যায় অভিষেককে। যদিও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে। আমি জায়গা ছেড়ে যাব না।

বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন অভিষেকের নিরাপত্তায় থাকা পুলিশকর্মীরা। যদিও ঘটনার সময় দেখা যায়নি কোনও পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। অভিষেকের অভিযোগ, বারবার পুলিশকে বলা সত্ত্বেও তারা আসেনি। শেষে দেখা

এরপর ছয়ের পাতায়

হাইলাকান্দিতে যুব কংগ্রেসের রোষে সোনাইর বিধায়ক আমিনুল

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩০ মে : হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস ভবনে শনিবার এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যুব কংগ্রেস কর্মীদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েন কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। দলীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত হওয়ার পরই একাংশ যুব কংগ্রেস সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি দেয় এবং তাঁকে কংগ্রেস ভবন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গত নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের একটি পর্যালোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণের উদ্দেশে আমিনুল হক লস্কর হাইলাকান্দি কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভবনে এসে বৈঠক শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই একাংশ যুব কংগ্রেস কর্মী তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদকারীরা উচ্চস্বরে 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

হাইলাকান্দি জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি শহিদুল ইসলাম অভিযোগ করেন, কিছুদিন আগে আমিনুল হক লস্কর সরভোগে বিজেপির কার্যালয়ে

এরপর ছয়ের পাতায়

হাইলাকান্দি কংগ্রেস ভবনে বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। শনিবার।

অ্যাকশন মুডে অধ্যক্ষ রণজিৎ, আরও ১৬ অস্থায়ী কর্মচারী ছাঁটাই

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩০ মে : বিধানসভার অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অ্যাকশন মুডে রণজিৎকুমার দাস। প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির আমলে বিধানসভা সচিবালয়ের কর্মচারী-আধিকারিকদের মধ্যে অবসরের পর যাদের চাকরির কার্যকাল নিয়ম বহির্ভূতভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছিল, তাঁদের ইতোমধ্যেই চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার প্রাক্তন সচিব দুলাল পেগু সহ মোট ১৩ জন কর্মচারী-আধিকারিককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে গত তিন দিনে। শনিবার দৈনিক মজুরিপ্রাপ্ত আরও ১৬ জন অস্থায়ী কর্মচারীকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্টদের পরিষেবা দেওয়ার আর কোনও প্রয়োজন নেই।

এদিন যাদের চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন— বর্ণালী শর্মা, বিদিশা কলিতা, ক্ষীরোদ পেগু, কৃষ্ণাঙ্গী বরুয়া, হীরক বর্মন, সূর্য বড়ো, অন্তরীপ মহন্ত, কমল রাভা, চারু বড়ো, নুরজাহান বেগম, ধীরাজ দোলে, শঙ্কু দাস, চক্রধর ব্রহ্ম, ডেভিড বড়ো, এডওয়ার্ড বাগলারি এবং সুশান্ত মধুকল্য। উল্লেখ্য, প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির আমলে দৈনিক মজুরিপ্রাপ্ত হিসেবে মোট ৪৫ জনকে অস্থায়ী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। রবিবার এবং ছুটির দিনগুলোতে মজুরি পেতেন না সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা। আর ৪৫ জনের মধ্যে এদিন ১৬ জনকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদেরও চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, অবসরের পর চাকরির কার্যকাল বৃদ্ধি পাওয়ায় বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে সচিব দুলাল পেগুকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। দু'দিন পর অর্থাৎ গত শুক্রবার একই কারণে আরও ১২ জন কর্মচারী-আধিকারিককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে অধ্যক্ষ রণজিৎকুমার

এরপর ছয়ের পাতায়

জুবাইরের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি শিলচর কংগ্রেস কার্যালয়ে, কাছাড়ে প্রবেশ না করতে হুঁশিয়ারি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : শনিবার হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কার্যালয় রাজীব ভবনে পর্যবেক্ষক হিসেবে দলীয় নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করতে যাওয়া সোনাইর দলীয় বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাক্রমের জেরে পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে কাছাড়ে। এদিন বিকেলে হাইলাকান্দি থেকে শিলচরে ফিরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময়

বিধায়কের হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন না আমিনুলও

আমিনুল ঘটনার পেছনে আলগাপুর-কাটলিছড়া আসনের বিধায়ক জুবাইর আনাম মজুমদারের হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি। এর পাশাপাশি আমিনুল সমর্থক সোনাইর কংগ্রেসিরা ইন্দিরা ভবনে জুবাইর আনামের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তাঁকে বিজেপির দালাল হিসেবে অভিহিত করেন। সোনাইর ওই কংগ্রেসিরা জুবাইর যাতে কাছাড়ে প্রবেশ না করেন, এনিয়ে হুঁশিয়ারিও দেন।

ইন্দিরা ভবনে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমিনুল

এরপর ছয়ের পাতায়

বিজেপির দায়িত্ব নিয়েই অভিষেক, উল্টোপাল্টা লিখলে কড়া ব্যবস্থা

সাময়িক প্রসঙ্গ, আগরতলা, ৩০ মে : ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার অঙ্গীকার করলেন ত্রিপুরার নবনিযুক্ত বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, বিদায়ী রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রভারী ডাঃ রাজদীপ রায়, একাধিক মন্ত্রী এবং দলের রাজ্যস্তরের প্রবীণ নেতাদের

এরপর ছয়ের পাতায়

'গণতন্ত্রে ভিন্নমত স্বাভাবিক', 'ককরোচ জনতা পার্টি' নিয়ে আরএসএস

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : ভারতীয় গণতন্ত্রে সকল কণ্ঠস্বর এবং আবেগকে স্থান দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। দেশের প্রতি আস্থা রয়েছে 'জেন জি'র। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে ভিন্নমত স্বাভাবিক। 'ককরোচ জনতা পার্টি'কে ঘিরে তৈরি হওয়া 'উদ্বেগ' উড়িয়ে এমনটাই বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতা সুনীল আম্বেকার।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুনীল বলেন, 'আমরা একটি সচেতন সমাজে বসবাস করি। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আমাদের স্বচ্ছ নির্বাচন, উন্মুক্ত গণমাধ্যম এবং এখন সামাজিক মাধ্যমও রয়েছে। তাই আমি বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে যে কোনও ধরনের আলোচনা এবং মত প্রকাশে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এগুলিকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারই একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।' তরুণ প্রজন্মের কথা বলতে গিয়ে আরএসএস নেতা বলেন, 'ভারতের যুবসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। আমাদের গণতন্ত্রে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর ও অনুভূতিকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। দেশের গণতন্ত্র এবং যুবসমাজের উপর আরএসএস-র পূর্ণ আস্থা আছে।'

গত কয়েক সপ্তাহে দেশের সবচেয়ে চর্চিত বিষয় 'ককরোচ জনতা পার্টি'। খাতায়কলমে কোনও রাজনৈতিক দল না হলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে দেশের বড় দলগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে এই 'পার্টি'। 'ককরোচ জনতা পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক কটাক্ষ করেন, 'বিজেপি নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম পার্টি হিসাবে দাবি করে। কিন্তু ওদের টপকে যেতে আমাদের মাত্র চারদিন লাগল।' এই পোস্ট করার

এরপর ছয়ের পাতায়

এসআইআর সাংবিধানিক, বললেন জ্ঞানেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সাংবিধানিক ও আইনি আজ্ঞা পূরণেও অত্যন্ত সফল, জোর দিয়ে বললেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। শনিবার নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৮ বছর বয়সি ভারতের সকল নাগরিককে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অন্তর্ভুক্ত করছে এবং যারা অযোগ্য যেমন মৃত, ভুয়ো, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত এবং বিদেশি ভোটার, তাদের পদ্ধতিগতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন:
২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

ইউএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Regd. Office: মেহেরপুর, শিলচর, আসাম-৭৮৮০১৫
ফোন: ০৩৮৪২ ২২৪৮২২/৯৯৬, **Fax-** ০৩৮৪২ ২৪১৫৩৯
ইমেল: **ufmindustries@rediffmail.com; ufm.investorgrievances@gmail.com;**
ওয়েবসাইট: **ufmindl.weebly.com; CIN : L15311AS1986PLC002539**

(লাখ টাকায়)

৩১শে মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

Particulars	Quarter ended 31.03.2026 Audited	Year ended 31.03.2026 Audited	Quarter ended 31.03.2025 Audited	Year ended 31.03.2025 Audited
Total Income from Operations	2,742.78	13,135.26	3,235.89	14,443.46
Net Profit/(Loss) before tax and exceptional items	6.62	161.87	73.08	153.03
Net Profit/(Loss) before tax after exceptional items	6.62	161.87	73.08	153.03
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	10.96	123.24	67.35	120.43
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	15.25	127.53	70.01	123.10
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	59,32,600	59,32,600	59,32,600	59,32,600
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	-	1,842.87	-	1,715.34
Earnings Per Share (of ₹10/- each)				
-Basic and Diluted (₹)	0.26	2.15	1.18	2.07

আর্থিক ফলাফলের নোট:
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা উপরোক্ত ফলাফলগুলির একটি অডিট করেছেন।
২. উপরোক্তটি SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং www.ufmindl.weebly.com-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

বোর্ডের আদেশে
ইউএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
মহাবীর প্রসাদ জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN- ০০৪৯৮০০১

স্থান: শিলচর
তারিখ: ৩০.০৫.২০২৬

পূর্ত বিভাগের তুঘলকি কাণ্ড! সাবওয়ে মেরামতের বদলে ‘রোড ক্লোজড্’ বোর্ড

মাগুরাছড়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দশ গ্রাম

মনোজ মোহান্তি, নিভিয়া, ৩০ মে : একদিকে কোটি টাকার সেতু নির্মাণের কাজ চলছে শম্বুক গতিতে, অন্যদিকে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার পরও সাবওয়ে মেরামতের উদ্যোগ নেই। বরং পূর্ত বিভাগের তরফে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘রোড ক্লোজড্’ বোর্ড। অথচ যে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্থানীয়দের দাবি সেই এলাকায় আদৌ কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। ফলে কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রায় দশটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসী।

রামকৃষ্ণনগর কেন্দ্রের নিভিয়া-মাগুরাছড়া সড়কের ১/১ নম্বর সেতুর কাজ শুরু হয়েছিল প্রায় দু'বছর আগে। বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে প্রায় ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই সেতু ঘিরে এলাকার মানুষের ছিল বিস্তর প্রত্যাশা। কিন্তু বাস্তবে সেই স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। সেতুর কাজ এখনও অসমাপ্ত। এরই মধ্যে ছড়ার উপর হিউমপাইপ বসিয়ে তৈরি করা অস্থায়ী সাবওয়েটি সামান্য বৃষ্টিতেই জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সেই সাবওয়ে পার হতে গিয়ে স্কুটি-সহ ছড়ার স্রোতে পড়ে যান এক যুবক। স্থানীয়দের তৎপরতায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তিনি।

কিন্তু ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরও সাবওয়ে সংস্কার বা যাতায়াত স্বাভাবিক করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি পূর্ত বিভাগ। বরং এলাকাবাসীর অভিযোগ, দায় এড়াতে সাবওয়ের মুখে সেঁটে দেওয়া হয়েছে ‘রোড ক্লোজড্’ বোর্ড। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, বোর্ডে বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হলেও বাস্তবে ওই অঞ্চলে কোনও বিকল্প সড়কই নেই। ফলে মাগুরাছড়া, হাতিডিপু, শ্রীরামপুর, জুমটিলা, রামানন্দপুর, কান্টানালা-সহ প্রায় দশটি গ্রামের হাজার হাজার মানুষ কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জল কমলেও সমস্যার সমাধান হয় না। সাবওয়ের উপর জমে থাকা কাদা ও পিচ্ছিল অবস্থার কারণে ছোট যানবাহন তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও চলাচল করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, রোগী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং সাধারণ মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, সাবওয়ে মেরামত করে চলাচল স্বাভাবিক করার পরিবর্তে শুধু একটি ‘রোড ক্লোজড্’ বোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে কি প্রশাসনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? মানুষের দুর্ভোগ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি কি একেবারেই গুরুত্ব পাচ্ছে না? দুর্ঘটনার পর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার বদলে রোড ক্লোজড্ বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এখন তীব্র সমালোচনার মুখে পূর্ত বিভাগ। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয় নাকি ক্ষোভ আরও বড় আন্দোলনের রূপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর এলাকার মানুষের।

MISSING

The above is the photograph of Munnalal Bhar C/O-Ramjanam Bhar of Vill- Singlacherra PS-Ratabari Dist-Sribhumi who has reportedly been missing from his house since 12/04/2023. Accordingly, a missing entry has been registered at Ratabari PS vide Ratabari PS GDE No 228/2023 Dated 12/04/2023 & Ratabari PS MMR No. 15/2023 Dtaed 12/04/2023 & enquiry is being carried out from this end.

Hence, efforts may kindly be made to trace out the men under your respective jurisdiction and intimate to this undersigned or OC Ratabari PS Insp Chitra Ranjan Borah (contact no-9864928373) found/traced, accordingly.

The descriptive roll of the victim is as under :
a) Age - 24 years
b) Height - 5 Feet approx
c) Complexation - Swarthy
d) Wearing cloth - Shirt Pant

Senior Superintendent of Police,
Sribhumi, Assam
DIPR/D/SMK22 31-May-26

AFFIDAVIT

I, **Smt. Kajali Chakraborty** aged about 62 years, W/o. Late Ajoy Chakraborty, Ex.No.F/2200911 Rfn (cook), 22 Assam Rifles, resident of Vill. & P.O. Harangajao, P.S. Harangao, Dist. N.C.Hills, State-Assam, Pin-788818. That my deceased husband Late Ajoy Chakraborty was serving in Assam Rifles who died on 12/12/2025. That in the service record/book of my deceased husband my name was inadvertently written as Smt. Kajal Chakraborty instead of my correct name Kajali Chakraborty further my date of birth was also inadvertently recorded as 03/07/1970 instead of 01/05/1963. Kajali Chakraborty DOB 01/05/1963 and Kajal Chakraborty DOB 03/07/1970 is one and same person. By this affidavit before the Magistrate, at Silchar, on this 9th day of March, 2026.

Kajali Chakraborty, Deponent

লামডিং মণ্ডলে সেস উন্নতকরণ কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৩৯ অফ ২০২৬ (আইটেম নং. ১ এবং ২)। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- ক্রমিক সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/I/লামডিঙের অধীনে যমুনামুখ-লংসোলিয়েট-সেস উন্নতকরণ কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৩০,৫৫,৮১৮.৮০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬১,১০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/জাগীরোডের অধীনে পানীখাইটি-কামপুর-সেস উন্নতকরণ কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৮৪,৪৭,৯৬২.২৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৬৯,০০০/- টাকা। ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৩-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ২২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

MISSING

The above is the photograph of Dibyajyoti Nath S/O-Lt Dinash Ch Nath of Vill- Paladahar PS- Ratabari Dist-Sribhumi who has reportedly been missing since 10/11/2025 from his house. Accordingly, a missing entry has been registered at Ratabari PS vide Ratabari PS GDE No 12/2025 Dated 25/11/2025 & Ratabari PS MMR No 56/2025 Dated 25/11/2025 & enquiry is being carried out from this end.

Hence, efforts may kindly be made to trace out the men under your respective jurisdiction and intimate to this undersigned or OC Ratabari PS Insp Chitra Ranjan Borah (contact no-9864928373) found/traced, accordingly.

The descriptive roll of the victim is as under:
a) Age - 41 years
b) Height - 5.5 Feet
c) Complexation - Fair
d) Wearing cloth - Gamasa

Senior Superintendent of Police,
Sribhumi, Assam
DIPR/D/SMK23 31-May-26

এসএস/এসএম-এর চেম্বার /রুমে আরএসি (স্প্লিট এসি)-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/০৫ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ২৭-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং.১; টেন্ডার নংঃ ইএল-এলএম-২৬-২৭-০৯, কাজের নামঃ লামডিং ডিভিশনেঃ এসএস/এসএম-এর চেম্বার/রুমে আরএসি (স্প্লিট এসি)-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০২,২৫,৩১২.০৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০৪,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায় খুলবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Lost

I have lost my original copy of Registration certificate bearing Registration number 17-110023087 of year 2011-2012 (Assam University) while I was travelling from India club,Tarapur to Annapurna hotel,Tarapur, Silchar. If anybody found please contact.

Ms Rithi Majumdar
D/O Ranadhir Majumder
Agartala,Tripura
Pin:-799006
Mob:- 6033311868

চলার পথে নতুন ভরসা

পিপিএফের উদ্যোগে শ্রীভূমির প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হাতে হুইলচেয়ার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : সমাজসেবার প্রকৃত অর্থ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন প্রয়োজনের মুহূর্তে কারও জীবনে স্বস্তি ও আত্মনির্ভরতার নতুন দরজা খুলে দেওয়া যায়। সেই মানবিক দায়বদ্ধতারই এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করল গুয়াহাটি ভিত্তিক সমাজসেবী সংগঠন প্রোগ্রেসিভ পিপল্‌স ফাউন্ডেশন (পিপিএফ)। সংগঠনের উদ্যোগে শ্রীভূমি জেলার রাতাবাড়ি থানার অন্তর্গত চেরাগি ডাকঘর এলাকার পাঁঠাখাউরি গ্রামের বাসিন্দা ইমদাদুর রহমানের হাতে একটি নতুন হুইলচেয়ার তুলে দেওয়া হয় শনিবার। ইমদাদুর ৬০ শতাংশ চলনক্ষমতা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন।

পিপিএফ-র ‘পিএমজি স্টুডেন্টস গ্রুপ’-র সদস্য এবং বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের এমবিবিএস ছাত্র, শ্রীভূমির বাসিন্দা শাহিদুজ্জামান সংগঠনের পক্ষ থেকে ইমদাদুরের হাতে হুইলচেয়ারটি তুলে দেন। জানা গেছে, সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি এই হুইলচেয়ারটি পিপিএফকে দান করে। পরবর্তীতে সংগঠনের প্রচেষ্টায় সেটি একজন প্রকৃত উপভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পিপিএফ-র মতে, এই হুইলচেয়ার ইমদাদুর রহমানের দৈনন্দিন চলাফেরা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করবে। পাশাপাশি তাঁর স্বাধীনভাবে চলাচলের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা সহজ হবে। মানবিক সহমর্মিতা, যত্ন ও সেবার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

এই মহৎ উদ্যোগে সহযোগিতার জন্য রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রোগ্রেসিভ পিপল্‌স ফাউন্ডেশন-র ভাইস চেয়ারম্যান রফিক আহমদ লস্কর। একইসঙ্গে পিপিএফের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণে নিয়মিত ও অসাধারণ সেবামূলক কাজের জন্য শাহিদুজ্জামানের ভূয়সী প্রশংসা ও বিশেষ ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।

ডাঃ ত্রিদীপ গায়ন প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ৩০ মে : হোজাই জেলার ডবকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ ত্রিদীপ গায়ন শনিবার ভোর প্রায় ৬টায় নগাঁওয়ে অবস্থিত তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ডাঃ গায়ন দীর্ঘদিন ধরে ডবকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে অসংখ্য রোগীর আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। প্রায় তিন বছর আগে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরও তিনি ডবকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা বর্তমানে চেন্নাইয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রী। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কন্যা চেন্নাই থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। ডাঃ ত্রিদীপ গায়নের অকাল প্রয়াণে ডবকা অঞ্চলের চিকিৎসক সমাজ, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

গৌরীপুরের বিশিষ্ট সমাজকর্মী আবু সালেহ প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ৩০ মে : ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর শহরের বিশিষ্ট সমাজকর্মী আবু সালেহ আর নেই। শুক্রবার রাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি আজীবন সমাজসেবার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর বাবা মুজিবুর রহমানের নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আধবিঘা জমি দান করেন তিনি। তাঁর মূল বাড়ি ভেরভেরি গ্রামে। ১৯৭০-র দশকে ভেরভেরি গ্রামে কোনও বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। ১৯৮১ সালে এই সমাজকর্মীর প্রচেষ্টায় ভেরভেরি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়। মৃত্যুকালে আবু সালেহ স্ত্রী, তিন পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক আশিকুর রহমানের বাবা আবু সালেহ।

বরপেটা রোডে অপরিচিত মরদেহ উদ্ধার

সাময়িক প্রসঙ্গ, বরপেটা রোড, ৩০ মে : বরপেটা রোড থেকে উদ্ধার হলো অপরিচিত মরদেহ। শুক্রবার বরপেটা রোড সিমলাগুড়ি উড়াল সেতুর নীচে ২৭ নং রাষ্ট্রীয় সড়কের উপর এক অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষের মরদেহ প্রত্যক্ষ করে স্থানীয়রা বরপেটা রোড পুলিশকে খবর দেওয়ায় ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যদিও এখন পর্যন্ত লোকটির কোনও ধরনের পরিচয় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। বর্তমান মরদেহটি বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : শিলচর রেলস্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। আনুমানিক বছর ৫০-র ওই ব্যক্তিকে শনিবার রেলস্টেশনের গেটের কাছে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর জিআরপি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

আনারস রফতানির সম্ভাবনা ও কৃষি প্রকল্প পর্যালোচনায় বরাক সফরে কৃষি উপসঞ্চালক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : সরকারি নির্দেশ অনুসারে কৃষি উপসঞ্চালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. এ আর আহমদ ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত বরাক উপত্যকার কাছাড়, শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দি জেলার সরকারি সফরে রয়েছেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো আনারসের রফতানি সম্ভাবনা মূল্যায়ন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উন্নত কৃষি পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ফলাফল পর্যালোচনা করা।

সফরের অংশ হিসেবে শনিবার তিনি কাছাড় জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্র পর্যায়ের কার্যক্রম ও প্রশাসনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। কাছাড় জেলা কৃষি আধিকারিক ড. রাহুল চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে তিনি বাঁশকান্দি কৃষি উৎপাদক সংস্থা (এফপিও) এবং লক্ষীপুরের মারকুলিন এলাকার আনারস চাষ অঞ্চল ও মার অ্যাগ্র- অর্গানিক উৎপাদক সংস্থা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন আধুনিক চাষ পদ্ধতি, ফসলের গুণমান, সংগ্রহোত্তর পরিকাঠামো এবং রফতানিমুখী উৎপাদনের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কৃষক উৎপাদক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। বিশেষভাবে আনারসের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়।

এদিন ড. আহমদ নবনিযুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ সহায়কদের জন্য আয়োজিত এক পর্যালোচনা ও ওরিয়েন্টেশন সভায়ও উপস্থিত ছিলেন। জেলা কৃষি দফতর এবং লক্ষীপুর কৃষি বিভাগীয় মহকুমা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলা কৃষি আধিকারিক ড. রাহুল চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য কৃষি আধিকারিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপসঞ্চালক ড. এ আর আহমদ।

সভায় ড. আহমদ কৃষি সম্প্রসারণ সহায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগীয় প্রকল্পের লক্ষ্য, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, নির্দেশিকা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। কার্যকর মাঠপর্যায়ের ব্যবস্থাপনা, সময়মতো তথ্য সরবরাহ, উন্নত কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার, কৃষক উৎপাদক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, কৃষক পরামর্শ সেবা এবং বাজার সংযোগ বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। দিনব্যাপী কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল আনারসের রফতানি প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী করা, বরাক উপত্যকায় অনুসৃত উন্নত কৃষি পদ্ধতির নথিভুক্তকরণ এবং নবনিযুক্ত কর্মীদের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

উল্লেখ্য, পরিদর্শন ও আলোচনায় শ্রীমৎ ইন্ডাস্ট্রিজের সহকারী ব্যবস্থাপক দীপক দাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সম্প্রসারণ এবং রফতানি উদ্যোগকে আরও গতিশীল করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

তপনকুমার দাস প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ৩০ মে : কাটলিছড়ার হরিশনগর জিপির কংগ্রেস নেতা তথা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তপনকুমার দাস (কুটু) প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। বৃহস্পতিবার রাতে বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র পুত্রবধূ, দুই মেয়ে, জামাতা, নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। যে কোনও মানুষের বিপদে পাশে থাকতেন।

দিনপঞ্জিকা

রবিবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ইং ৩১ মে, মুং ১৪ জিলকদ (ভাং তাং ১০ জৈষ্ঠ)। অ ১৬ জৈঠ, ফসলী মল ৩০ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ১৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক। ৪।৫৪।৫৯ গতে সূর্যোদয়, ৬।১২।৫৬ গতে সূর্যাস্ত। পূর্ণিমা তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।
বৃষ : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।
মিথুন : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।
কর্কট : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন।
সিংহ : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।
কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।
তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।
বৃশ্চিক : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।
ধনু : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।
মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।
কুম্ভ : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।
মীন : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

হাইকোর্ট বেঞ্চের দাবিতে সচেতনতা সভা ও গণস্বাক্ষর অভিযান

পাঁচ শতাধিক মানুষের স্বাক্ষর, দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিকে আরও জোরদার করতে হাইকোর্ট বেঞ্চ দাবি বাস্তবায়ন কমিটি, কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে শনিবার উধারবন্দের শ্রীশ্রীকাঁচাকান্তি বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে এক সচেতনতা সভা ও গণস্বাক্ষর অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, ছাত্র-যুব প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

দুপুর ১ টায় সচেতনতা সভার মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেব, উধারবন্দের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা, আইনজীবী শান্তনু নায়েক, শিক্ষাবিদ বিভাস দেব, আইনজীবী ধ্রুবকুমার সাহা, আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব, কাঁচাকান্তি বিদ্যামন্দিরের ডাইরেক্টর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হরিহর চক্রবর্তী, শিক্ষাবিদ সুমিত্রা ঘোষ, শিক্ষাবিদ কৌনিশ চক্রবর্তী, আইনজীবী সুমিতা পোদ্দার, আইনজীবী দেবোমিতা চক্রবর্তী, তুহিনা শর্মা, টিংকু বৈদ্য, রসরাজ দাস সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের স্বাক্ষর অভিযানে সই করছেন ধ্রুবকুমার সাহা। পাশে শান্তনু নায়েক সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন কাঁচাকান্তি বিদ্যামন্দিরের ডাইরেক্টর হরিহর চক্রবর্তী। তিনি বরাক উপত্যকায় হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিকে সময়োপযোগী, ন্যায়সঙ্গত এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিচারপ্রাপ্তির অধিকার সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার এবং সেই অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বরাকবাসীর এই দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

পরবর্তীতে হাইকোর্ট বেঞ্চ দাবি বাস্তবায়ন কমিটি, কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বরাক উপত্যকার প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষের জন্য একটি স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ সময়ের দাবি। বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে সাধারণ মানুষকে শত শত কিলোমিটার দূরে গৌহাটি যেতে হয়, যার ফলে সময়, অর্থ এবং শ্রমের অপচয় ঘটে। অনেক ক্ষেত্রেই বিচারপ্রার্থীরা বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হন এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ব্যাহত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উধারবন্দের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি আন্তরিক ও পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বরাকবাসীর এই দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটানোর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে, এই দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি তাঁর সামর্থ্য ও দায়িত্বের পরিসরের মধ্যে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তার হাত প্রসারিত করবেন। তিনি আরও বলেন, বরাক উপত্যকার জনগণের ন্যায্য দাবি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একদিন এই দাবি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

সভার অন্যতম আকর্ষণ ছিল আইনজীবী ধর্মানন্দ দেবের তথ্যসমৃদ্ধ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। তিনি ঐতিহাসিক তথ্য, সরকারি নথি ও বিচারব্যবস্থার বিবর্তনের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে হাইকোর্ট

এরপর সাতের পাতায়

নীলবাগানে সরকারি জমিতে অবৈধ দখল উচ্ছেদের দাবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ৩০ মে : হোজাই জেলার নীলবাগান ওভার ব্রিজের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি দখল করে অবৈধ ব্যবসা ও পার্কিং স্ট্যান্ড গড়ে ওঠার অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে চলে আসা এই জবরদখল ও অবৈধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সচেতন নাগরিকদের অভিযোগ, স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন বর্তমানে 'কুম্ভকর্ণ নিদ্রায়' আচ্ছন্ন। অভিযোগ অনুযায়ী, নীলবাগানে ওভার ব্রিজের নিচে এবং রাস্তার উপরে এক শ্রেণির অসাধু চক্র অবৈধ দোকানপাট গড়ে তুলে রমরমিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, অন্য একটি চক্র রাস্তার উপর বেআইনি পার্কিং স্ট্যান্ড তৈরি করে ছোট-বড় যানবাহন, অটোরিকশা ও ই-রিকশা থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করছে। এর ফলে পিএমশ্রী নীলবাগান মডেল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পথচারীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। জানা গেছে, ডবকা রাজস্ব সার্কেল আধিকারিক সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও পার্কিং উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রভাবশালী এক শ্রেণির লোক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ভাড়ার টাকা আদায় করে যাচ্ছে।

এরপর সাতের পাতায়

মেডিল্যান্ড এ.আর.টি (ART) অ্যান্ড ফার্টিলিটি ক্লিনিক
(মেডিল্যান্ড হসপিটাল, ইটখলা, শিলচর)
ফোন : ৯৪৩৫১৭১৬৪৩
এই অঞ্চলের সর্বপ্রথম এবং একমাত্র
বন্ধ্যাত্ব বিষয়ক চিকিৎসার আধুনিক প্রতিষ্ঠান
স্থাপিত : ২০০৮ ইং
বন্ধ্যাত্ব বিষয়ক চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
ডাঃ মাধব চন্দ্র দাস
DGO (MRCOG) U.K.
আগামী ২ জুন, ২০২৬ইং. রোগী দেখিবেন
ইচ্ছুক সন্তানহীন দম্পতিগণ অগ্রিম যোগাযোগ করুন।

মদনপুরে শিবমন্দিরে গরুর কাটা মাথা বদরপুর থেকে গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণনগর, ৩০ মে : রামকৃষ্ণনগর কেন্দ্রের আনিপুর সংলগ্ন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি অধ্যুষিত মদনপুর গ্রামে শিবমন্দিরের দানপাত্রের উপর গরুর কাটা মাথা রাখার চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল রামকৃষ্ণনগর পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দ্রুত তদন্ত, অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ এবং পালিয়ে যাওয়ার আগেই গ্রেফতারের ঘটনায় পুলিশের তৎপরতা এলাকাজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম মইন উদ্দিন ওরফে জাকির (৩২), পিতা- মৃত আব্দুল মালিক, গ্রাম- দুর্লভপুর, থানা- রামকৃষ্ণনগর এবং আবুল হুসেন ওরফে বাবুল (৪০), পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ,

গ্রাম- মদনপুর, থানা- রামকৃষ্ণনগর।

উল্লেখ্য, ঈদ-উল আজহার পরদিন সকালে মদনপুর গ্রামের শিবমন্দিরের উদ্দেশে সড়কের পাশে নির্মিত পাকা দানপাত্রের উপর একটি গরুর কাটা মাথা দেখতে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে রামকৃষ্ণনগর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কাটা মাথাটি

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমির বেহাল জাতীয় সড়ক সংস্কারে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সুব্রত-কৃপার

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীভূমি, ৩০ মে : শ্রীভূমি শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশ মরণফাঁদে পরিণত হওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ককে ঘিরে দুর্ঘটনা, যানজট ও জনদুর্ভোগের অভিযোগ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অজয় তামতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান সাংসদ কৃপানাথ মালা ও জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। এই রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাড়করি দিল্লির বাইরে অবস্থান করায় তাঁর পরিবর্তে প্রতিমন্ত্রীর কাছেই শ্রীভূমি শহরের রাস্তার করুণ অবস্থার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পাঠানো একটি চিঠিও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় তামতার হাতে স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন সাংসদ কৃপানাথ মালা ও সুব্রত ভট্টাচার্য। শনিবার।

বর্তমানে এনএইচআইডিসিএল-এর অধীনে থাকা জাতীয় সড়কটির অবস্থা গত দেড় বছর ধরে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শহরের মেইন রোড এলাকায় রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু জায়গায় পিচ সম্পূর্ণ উঠে গিয়েছে। ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহনের চলাচলে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও

এরপর সাতের পাতায়

বাঙালি জনগোষ্ঠীর সার্বিক বিকাশে সরকারকে আর্জি জানাল বরাকবঙ্গ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : অসমে বসবাসকারী বাঙালি জনগোষ্ঠী এ রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা করার পরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হচ্ছে বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করে সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলো সুরক্ষায় এবং সমবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছে বরাকবঙ্গ। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক পরিতোষচন্দ্র দত্ত বিগত হাইলাকান্দি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষকে পত্র লিখে এই আর্জি রেখেছেন।

চিঠিতে সাধারণ সম্পাদক দত্ত লিখেছেন, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালিরা সমান অংশীদার হয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাঙালিকে প্রান্তিকায়িত করার জন্যে এ রাজ্যে প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা চলছে। সম্মেলনের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এই জাতি গোষ্ঠীর ভাষিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের পরিসর ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে এ রাজ্যে। নাগরিকত্বের প্রশ্ন মীমাংসা করার জন্য দেশের শীর্ষ আদালতের তত্ত্বাবধানে এনআরসি নবায়ন হলেও আজও তা সরকারি মান্যতা না পাওয়ায় যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক দত্ত অধিবেশনের প্রস্তাবের কথা তুলে

এরপর সাতের পাতায়

আজ এস এস কলেজে দিব্যাঙ্গ সনাক্তকরণ শিবির

দিব্যাঙ্গদের সেবা ঈশ্বরের কাজ : মিলন দাস

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩০ মে : গুয়াহাটিস্থিত ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় এবং অধিকার মন্ত্রকের অন্তর্গত সংযোজিত ক্ষেত্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন, পুনর্বাসন এবং দিব্যাঙ্গজন সাবলম্বীকরণ কেন্দ্র (সিআরসি) এর উদ্যোগে এবং সর্বভারতীয় দিব্যাঙ্গ জন সহকারী সামাজিক সংগঠন সক্ষম এর সহযোগিতায় শনিবার হাইলাকান্দির ইটিসিতে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সচেতনতা সভায় অংশগ্রহণ করেন জেলার শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। এতে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস।

বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক ড. মিলন দাস। পাশে উপস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

এদিন মিলন দাস উপস্থিত হয়ে ভারত সরকারের এই বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি বিধানসভায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও দাবি রাখবেন বলে তাদের আশ্বস্ত করেন। পাশাপাশি হাইলাকান্দি জেলায় দিব্যাঙ্গজনের কাজে সচেষ্ট থাকা সামাজিক সংস্থা সক্ষম-এর প্রশংসা করেন।

এদিন বিধায়ককে বিভাগীয় পক্ষে সম্মান জানানো হয়। সভার শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বিভাগীয় সঞ্চালক ড. লানু ওয়ানবয় আইমুল বলেন, দিব্যাঙ্গ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই তারা বরাক উপত্যকায় এসেছেন। তিনি এদিন নিজের সেন্টার সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের জন্য সমন্বিত আঞ্চলিক কেন্দ্র গুয়াহাটিতে

এরপর সাতের পাতায়

মাগুরাছড়া এলপি স্কুলে পাঁচ মাস ধরে বন্ধ মধ্যাহ্ন ভোজন, প্রশ্নের মুখে রামকৃষ্ণনগর শিক্ষা বিভাগ

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ৩০ মে : শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে এবং চা-বাগান এলাকার আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে সরকার একের পর এক প্রকল্প গ্রহণ করছে। কিন্তু সেই সরকারি উদ্যোগের বাস্তব চিত্র যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। রামকৃষ্ণনগর শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত ৭৬৩ নং মাগুরাছড়া এলপি স্কুলে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আজ পর্যন্ত টানা পাঁচ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প। ফলে প্রতিদিন স্কুলে আসা ১১০ জন খুদে পড়ুয়া তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১১০ জন ছাত্রছাত্রীর পাঠদানের দায়িত্বে রয়েছেন চারজন শিক্ষক। অথচ দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ থাকলেও এ নিয়ে দৃশ্যত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট সিআরসিসি, রামকৃষ্ণনগরের খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক কিংবা শ্রীভূমি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের দফতরকে।

জানা গেছে, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের হিসাব নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় বিভাগীয় নির্দেশে অসম গ্রামীণ ব্যাংকের নিভিয়া বাজার শাখায় থাকা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

এরপর সাতের পাতায়

বরমবাবার মন্দিরের পুকুরে কচ্ছপ অবমুক্ত করলেন দলীয় কার্যকর্তারা

বরমবাবা মন্দিরে পুকুরের সামনে বিধায়ক কিশোর নাথ, পুরোহিত সহ দলীয় কর্মকর্তারা। শনিবার শিলকুড়িতে।

জওহর লাল পাণ্ডে

শিলকুড়ি, ৩০ মে : বড়খলা কেন্দ্রের বিধায়ক কিশোর নাথের রাজনৈতিক জীবনের এক আবেগঘন অধ্যায়ের সাক্ষী থাকল আজ বরমবাবার মন্দির প্রাঙ্গণ। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় কার্যকর্তা ও কিশোর নাথ ফ্যানস ক্লাবের সদস্যারা বরমবাবার চরণে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন কিশোর নাথ দলীয় টিকিট লাভ করেন এবং জনগণের আশীর্বাদে বিজয়ী হয়ে মানুষের সেবার সুযোগ পান।

সেই প্রার্থনা ও মানত পূরণ হওয়ার পর আজ তারা গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে বরমবাবার মন্দিরের পুকুরে একটি কচ্ছপ অবমুক্ত করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত সকলের চোখেমুখে ছিল আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও আবেগের ছাপ।

উল্লেখ্য, এর আগেও বড়রামপুর এলাকার দলীয় কার্যকর্তারা একই ধরনের মানত পূরণ করে মা কাঁচাকান্তি মায়ের মন্দিরের পুকুরে

এরপর সাতের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অসম সাহিত্যসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

ড. ভূপেন হাজরিকা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জমি চাচালের পরিবর্তে অন্যত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩০ মে: গুয়াহাটি শহরের ব্যস্ততম এলাকায় ভিআইপি রোডের পাশে ১৯৯৩ সালে অসম সাহিত্যসভাকে বরাদ্দ করা জমি নিয়ে শনিবার অসম সাহিত্যসভা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠক করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সাহিত্যসভার সভাপতি এবং মহাসচিবের সঙ্গে বিশ্বকোষ সহ বিভিন্ন দুর্লভ বইয়ের পুনর্মুদ্রণ সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। সাহিত্যসভার সভাপতি ড. বসন্তকুমার গোস্বামী জানান, অসম সাহিত্যসভার নামে আবণ্টন করা জমি যদিও জলাশয়ের আওতায় পড়ে তবুও অসম সাহিত্যসভার সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই গুয়াহাটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দখল নিয়ে গেছে। জিএমডিএ জলাধার দ্বারা আচ্ছাদিত জমিতে বিশাল ভবন নির্মাণ করে সাহিত্যসভার জমি দখল করেছে। সম্প্রতি, গুয়াহাটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জিএমডিএ) সভার নামে বরাদ্দ করা জমিতে একটি বড় জলাধার খনন করেছে। তারা ওই জমির একাংশে অবস্থিত সাহিত্যসভার কার্যালয় ভবন এবং সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় ভবনও দখল করতে চলেছে। গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার দিনে, গুয়াহাটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (জিএমডিএ) ঠিকাদাররা সাহিত্যসভার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না করেই সাহিত্যসভার কার্যালয় এবং সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ভেঙে ফেলে। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয় সভায়। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, চন্দ্রকান্ত সন্দিকৈ ভবনের শতবর্ষ মহোৎসবের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অসম সাহিত্যসভার ৩৩টি জেলা কার্যালয় নির্মাণ, গুয়াহাটিতে ভগবতী প্রসাদ বরুয়া ভবনের হীরক জয়ন্তী উদযাপন এবং ভবনটিতে একটি অতিথিশালা নির্মাণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও লক্ষীপুর জেলায় থাকা 'জাতীয় বাড়ি' প্রকল্পের চারপাশে নিরাপত্তা বেড়া নির্মাণের বিষয়টিও উত্থাপন করা হয়। সভা চলাকালে মুখ্যমন্ত্রীকে অসম

এরপর সাতের পাতায়

'হারমনি অ্যান্ড হেরিটেজ'-এর পথচলা শুরু

রোটারির আন্তর্জাতিক সনদ পেল শিলচরের নতুন রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

রোটারেক্ট ক্লাবকে আন্তর্জাতিক সনদ তুলে দিচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ডাঃ কামেশ্বর সিং এলেংবাম।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রজন্মের উদ্যম আর সমাজসেবার অঙ্গীকারকে সঙ্গী করে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল 'রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব শিলচর হারমনি অ্যান্ড হেরিটেজ'। গত ২৩ মে, শনিবার কাছাড় ক্লাবে আয়োজিত রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৩২৪০-র জেলা মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেমিনার 'স্নেহবন্ধন'-এর উদ্বোধনী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নবগঠিত এই রোটার‍্যাক্ট ক্লাবকে আন্তর্জাতিক সনদ প্রদান করা হয়।

সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ অনুষ্ঠিত এই চার্টার প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৪০-র ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ডাঃ কামেশ্বর সিং এলেংবাম, প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ডাঃ মোহন শ্যাম কোঁওর, শিলচর রোটারি ক্লাবের সভাপতি, আইনজীবী দেবাশিস সোম এবং সম্পাদক ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি নাথ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় শপথ গ্রহণ করেন নবগঠিত ক্লাবের সভাপতি নিরুপম বড়ভূইয়া। তাঁর সঙ্গে শপথ

এরপর সাতের পাতায়

সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য : পরিমল

সঞ্জন দত্ত

ধলাই, ৩০ যে : মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সেটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও দায়িত্বশীল মানুষ বা সুনাগরিক ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, এমনটাই বলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। শুক্রবার ধলাই পিএমশ্রী বিএনএমপি এইচ এস স্কুলে আয়োজিত স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হয়ে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন তিনি। নিজের অভিমতে সাংসদ বলেন, শিক্ষা মানুষের মনের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে সমাজে সাম্য, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে। উপযুক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা মানুষকে কর্মক্ষেত্রে যোগ্য করে তুলে। ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'শিক্ষা অর্জনকে শুধু স্কুল থেকে সাক্ষ্যপত্র তুলে নেওয়ার উদ্দেশ্য বলে ভাবা ঠিক নয়। সবসময় এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে শিক্ষা আমি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে গ্রহণ করলাম, যে শিক্ষা আমি পুঁথি থেকে অর্জন করলাম সেই শিক্ষার প্রতিফলন যেন ঘটাতে পারি দেশ ও সমাজের কাজে। তবেই সেই শিক্ষা হবে প্রকৃত শিক্ষা। কারণ ছাত্রছাত্রীরা দেশ গড়ার কারিগর। দেশ, জাতি ও সমাজ তাকিয়ে রয়েছে তোমাদের দিকে। তোমরা শিক্ষা অর্জন করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' প্রাকৃতিক সম্ভারে সমৃদ্ধ আমাদের এই ভারতমাতৃকার অপরূপ রূপকে আরও সুন্দর ভাবে গড়ে তুলবে।'

সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে যারা কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়, কিন্তু এই কৃতিত্বকে এখানেই থামিয়ে রাখলে চলবে না, এই সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আরও উঁচুতে। এই ব্রত নিয়ে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পিএমশ্রী বিএনএমপি এইচ এস স্কুলটিকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

জনৈক ছাত্রের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য ও বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস।

শিক্ষার্জনের পাশাপাশি চরিত্র গঠনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ধলাইর বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস। তিনি বলেন, যতই উচ্চ শিক্ষিত হও না কেন চরিত্র যদি সুগঠিত না হয় তখন সেই শিক্ষার কোনও মূল্য নেই, সমাজেও সেই শিক্ষার মূল্যায়ন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বাণী ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে তিনি তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা হল, মানুষের মধ্যে নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ। শিক্ষা কেবল পুস্তকের জ্ঞান, পাঠ্যবইয়ের তথ্য মুখস্থ করা ও ডিগ্রি অর্জনের বিষয় নয়। মানুষের ভিতরে যে জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধি, নৈতিকতা, চরিত্র ও আত্মবিশ্বাস জন্মগতভাবে নিহিত থাকে, প্রকৃত শিক্ষা সেই সুপ্ত শক্তিকেই জাগ্রত করে। স্বামীজি বলেছেন, মানুষের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে বিকশিত করাই হচ্ছে শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। কাজেই নিজেদের ভিতরের সম্ভাবনাকে বিকশিত করে সমাজে সেটা বিতরণ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে মানুষ গঠনের শিক্ষা, শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্য নয়। এটাও মাথায় রাখতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কখনও কোনও কিছুকে অসম্ভব মনে করো না, এটা আমার দ্বারা হবে না বা আমি পারবো না। এটা মনে করলে কখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না। সবসময় এটা মনে রাখবে, আজ আমরা যা করেছি এর থেকেও আরও বেশি ভালো করবো আগামীদিনে। এই কথা বলে ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আশীর্বাদ দেন বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস।

ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যে সন্তোষ ব্যক্ত করেন

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪৫, রবিবার, ৩১ মে, জ্যৈষ্ঠ ১৬, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

অসম-মেঘালয় সীমান্ত সমস্যা মেটার সম্ভাবনা

দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসায় সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান শীঘ্রই ঘটবে, এমনটা আশা করা অনুচিত হবে না।

অসম-মেঘালয় সীমান্ত সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সমস্যা নিয়ে অতীতে দুই রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। এক রাজ্যের এলাকাকে অন্য রাজ্য নিজের এলাকা বলে দাবি করে এসেছে। ফলে, এই সমস্যা দুর করার জন্য অসম মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটির নেতৃত্বে বারকয়েক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সমাধানসূত্র বের হয়নি। এবার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সীমান্ত নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। শুক্রবার গুয়াহাটির লোকসেবা ভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সীমান্ত সংক্রান্ত অমীমাংসিত বিষয়, সাম্প্রতিক উত্তেজনা এবং দুই রাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই আলোচনায় সমস্যা সমাধানের এপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের পর মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী লাপাংগাপ এলাকা এবং সংলগ্ন গ্রামগুলোতে সম্প্রতি তৈরি হওয়া উত্তেজনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। সাংমা বলেন, সীমান্তের দুই পাশের বাসিন্দাদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বলেন, দু'টি রাজ্যের সরকারই একটি স্থায়ী সমাধানের দিকে এগোতে চায় এবং সেই লক্ষ্যে দুই সরকার একসঙ্গে কাজ করবে। তিনি আরও জানান, সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের উদ্বেগ দূর করা এবং ভবিষ্যতে যাতে এধরনের উত্তেজনা না তৈরি হয়, সে বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করার আশ্বাস দিয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এজন্য তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান।

বৈঠককে 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ' বলে উল্লেখ করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, দুই রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সমস্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমান্ত নির্ধারণের চলমান প্রক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উভয়েই একমত হয়েছেন। এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে দুই রাজ্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমস্যা ঝুলে থাকলে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের মধ্যে ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। কারণ, সম্প্রতি এধরনের সংঘাতের পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে।

কেন্দ্রের 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসম ও মেঘালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করছে। দুই রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে নতুন সহযোগিতার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে। কনরাড সাংমাও বলেন, সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং 'অষ্টলক্ষ্মী' অঞ্চলের বিকাশে দুই রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়টি বৈঠকে গুরুত্ব রয়েছে। রাজনীতিতে ভিন্ন মত থাকলেও উন্নয়নের প্রশ্নে সহমত গড়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। অসম ও মেঘালয়ের মধ্যে ৮৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের একাধিক অংশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ রয়েছে। ২০২২ সালে দুই রাজ্য প্রথম দফায় ছয়টি বিতর্কিত এলাকার মধ্যে কয়েকটির সমাধানে সমঝোতায় পৌঁছলেও এখনও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে সীমান্ত নির্ধারণের কাজ বাকি রয়েছে। সাম্প্রতিক লাপাংগাপ উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবারের বৈঠককে সেই প্রক্রিয়াকে নতুন গতি দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সমস্যা দূর হয়ে গেলে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা ঝামেলামুক্ত থাকতে পারবেন। উন্নয়নের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকা খুবই জরুরি। দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসায় সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান শীঘ্রই ঘটবে, এমনটা আশা করা অনুচিত হবে না। এটা উভয় রাজ্যের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে তুলতেও সহায়ক হবে বলে আশা করা অসঙ্গত নয়।

পরমাণু ঘাঁটির পাশে চিনের নতুন নির্মাণে ঢোক গিলছে বিশ্ব

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : চিনের প্রত্যন্ত মরুভূমির বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দ্রুত তৈরি হচ্ছে এক বিশাল সামরিক পরিকাঠামো। সাম্প্রতিক উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, এই নির্মাণকাজের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি পরমাণু প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা, যাতে ভবিষ্যতে কোনও সম্ভাব্য মার্কিন হামলা হলেও চিন পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। চিনের হাতে ইতোমধ্যেই এমন আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, যা আমেরিকার যে কোনও শহরে পৌঁছতে সক্ষম। তবে নতুন উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দেশের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত সাইলো ঘিরে আরও বিস্তৃত নিরাপত্তা বলয় তৈরি করছে বেজিং। মরুভূমির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গড়ে উঠছে উৎক্ষেপণ ক্ষেত্র, বাঙ্কার, যোগাযোগ কেন্দ্র এবং বিভিন্ন সামরিক নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামো। বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অন্তত ৮০টিরও বেশি নতুন কংক্রিটের মঞ্চ বা উৎক্ষেপণ ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। এগুলো ভবিষ্যতে চলমান ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ যান, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিংবা অন্য সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েনের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। পাশাপাশি এমন কিছু স্থাপনাও তৈরি হয়েছে, যা বৈদ্যুতিন যুদ্ধ ব্যবস্থা, উপগ্রহ যোগাযোগ এবং সামরিক কমান্ড পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্মাণকাজের পরিধি অত্যন্ত বড়। হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই পরিকাঠামো চিনের স্থলভিত্তিক পরমাণু শক্তিকে আরও সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই তৈরি হচ্ছে। এর ফলে দেশটির তথাকথিত 'দ্বিতীয় আঘাত' বা পাল্টা পরমাণু হামলার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। চিনের সরকারি অবস্থান দীর্ঘদিন ধরেই 'প্রথমে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করা' নীতির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, তারা দাবি করে যে, কোনও সংঘর্ষে প্রথমে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না।

তবে পশ্চিমি কূটনীতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের সংঘাত তৈরি হলে পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নিতে পারে। সম্প্রতি চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছেন, তাইওয়ান প্রশ্নে দুই দেশের মতপার্থক্য ভুলভাবে সামলানো হলে তা বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। যদিও তাইওয়ানের সরকার চিনের সার্বভৌমত্বের দাবি প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এই নতুন সামরিক পরিকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দু'টি অষ্টভুজাকৃতি স্থাপনা, যা গত ছয় বছরে শিনচিয়াংয়ের পূর্বাংশে নির্মিত হয়েছে। দু'টি কেন্দ্রই হামি অঞ্চলের পরমাণু সাইলো ক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। একটি প্রায় ১৪০ কিলোমিটার এবং অন্যটি প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দূরে। উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, এই অষ্টভুজাকৃতি কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সেনাকর্মীদের থাকার ব্যবস্থা, বড় সামরিক যান রাখার পরিকাঠামো, সুরক্ষিত অস্ত্রভাণ্ডার, বাঙ্কার, বিমানঘাঁটি এবং রেল সংযোগ। এসব পরিকাঠামো সরাসরি পরমাণু সাইলো ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত।

বাংলার লৌকিক সমাজ ও সমন্বিত সংস্কৃতি

আয়াজ আহমদ বাঙালি

শাস্ত্রের শুষ্ক পাতা যেখানে অনুশাসনের কঠোর রেখা টেনে মানুষকে পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, বাংলার আর্দ্র পলিমাটি সেখানে পরম মাতৃস্নেহে সবাইকে একই আঙিনায় বেঁধে রাখে। এই শ্যামল জনপদের আসল ইতিহাস রাজদরবারের রাজকীয় নথিতে কিংবা শাস্ত্রকারদের অহঙ্কারী ফতোয়ায় খোদাই করা নয়, নদীর ভাঙাগড়ায় ছিটকে পড়া মানুষের কাঁধে কাঁধ মেলানো যূথবদ্ধ জীবনের অলিখিত মহাকাব্যেই তা খোদাই করা। বাংলার গ্রাম্য সমাজ কখনও কৃত্রিম কাঁটাতারের সীমানায় বা সঙ্কীর্ণ ধর্মের গণ্ডিতে বন্দি হয়নি। নদী যখন দু'কূল প্লাবিত করে জনপদকে উর্বর পলি উপহার দেয়, তখন কোনও চাষির নাম কিংবা উপাসনালয়ের খোঁজ নেওয়ার অবকাশ থাকে না তার, প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য তখন সব লৌকিক আঙিনাকে এক সমতলে এনে মেলায়। মাঠের সবুজ ধান যখন আশ্বিনের বাতাসে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি প্রান্তিক কৃষকের বুকেই নবান্নের একই আদিম ও মধুর স্বপ্ন স্পন্দিত হয়। এই জনপদে মানুষের যাপিত জীবনই পরম আরাধনা। আষাঢ়ের সজল মেঘ দেখে মাঠে লাঙল দেওয়া হিন্দু চাষির পিঠ বেয়ে পড়া ঘামের ফোঁটা এবং জ্যৈষ্ঠের তপ্ত খরায় বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে মোনাজাত করা মুসলিম দিনমজুরের চোখের জল— একই মাটির তৃষ্ণা মেটায় এবং একই ফসলের জন্ম দেয়। উভয়ের শ্রম এবং সমবেত দীর্ঘশ্বাসে সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকে না, থাকে না কৃত্রিম মানচিত্রের ব্যবধান। এই মাটির শাশ্বত সুর মন্দিরের শঙ্খধ্বনির একাকীত্ব কিংবা মসজিদের মিনারের উদাস আজানের সুরে আলাদা হয়ে থমকে দাঁড়ায় না। বরং তা হয়ে ওঠে দুই সুরের অন্তরালে বয়ে চলা এক মরমি মোহনা, যেখানে মানুষের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ অবিভাজ্য লৌকিক যুগলবন্দিতে গান বেঁধে নেয়। যুগ-যুগান্তরের অবিনশ্বর প্রবাহে এই জনপদের আর্দ্র কাদামাটি, বহমান জল এবং মানুষের চেতনাকে অদৃশ্য মরমি সুতোয় বেঁধে রেখেছে যে সমন্বিত জীবনদর্শন, তা গ্রাম্য সংস্কৃতির নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, লৌকিক আচারে ও মাটির গানে অবিরত স্পন্দিত। ইতিহাসের নির্মোহ আলোয় চোখ রাখলে স্পষ্ট দেখা যায়, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কালখণ্ড পর্যন্ত গ্রাম্য বাংলার সমাজমানসে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সৌহার্দ্য কোনও তাত্ত্বিক উপদেশের ওপর নির্ভর করেনি, তা ছিল যাপিত জীবনের এক সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য সত্য। লোকায়ত ঐতিহ্য, প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার উপাদান এবং গণমানুষের যৌথ আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিলগুলো বিশ্লেষণ করলে গ্রাম্য বাংলার এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক গভীর, মনস্তাত্ত্বিক ও উচ্চাঙ্গের রূপরেখা উন্মোচিত হয়। এই সমন্বিত সমাজ-মানসের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও প্রথম বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্দরে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের পরিধি গ্রামগঞ্জে বিস্তৃত হয়নি, তখন মক্তব কিংবা পণ্ডিতের পাঠশালাগুলো ছিল পাড়ার সর্বজনীন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এই ঐতিহাসিক সত্যের সবচেয়ে প্রামাণ্য ও কালজয়ী উদাহরণ বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শৈশব জীবন। ১৮২৪ সালে যশোরের সাগরদাঁড়ির এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি ঘটেছিল পারিবারিক পরিমণ্ডলে এবং পার্শ্ববর্তী মক্তবভিত্তিক পাঠশালায়। তাঁর দূরদর্শী পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তৎকালীন দাফতরিক, প্রশাসনিক ও আইনি জগতের প্রধান মাধ্যম ফার্সি ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করে শিশু মধুসূদনের জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' এবং গবেষক গোলাম মুরশিদের 'আশার ছলনে ভুলি' জীবনীগ্রন্থের প্রামাণ্য তথ্যানুযায়ী, শিশু মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা মূলত সাগরদাঁড়ির পারিবারিক পরিমণ্ডলেই সম্পন্ন হয়েছিল। তৎকালীন উচ্চবর্ণের সামাজিক প্রথা ও আদালতের রাজভাষা ফার্সির উপযোগিতা মাথায় রেখে তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত বাড়িতেই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানে মৌলভি লুৎফুর হকের (কারও মতে মুফতি লুৎফুল হক বা জনৈক রেয়াজাতুল্লাহ) নিবিড় সান্নিধ্যে শিশু মধুসূদন ফার্সি ও বাংলা ভাষার আদি পাঠ গ্রহণ করেন। যদিও পরবর্তীকালে যশোর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদফতরের দাফতরিক নথিতে এই শিক্ষাগুরুর মক্তব পরিচালনার সূত্রে নিকটবর্তী শেখপুরা জামে মসজিদের প্রাঙ্গণটিকে কবির বাল্যশিক্ষার পুণ্যভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তবে জীবনীকারদের মতে পারিবারিক আবহে গৃহশিক্ষকের নিপুণ পরিচর্যাই ছিল কবির বহুভাষিক মনন গড়ে ওঠার আসল বুনিয়াদ। যশোর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণী থেকে জানা যায়, সাগরদাঁড়ির নিকটবর্তী শেখপুরা গ্রামের তিন গম্বুজবিশিষ্ট প্রাচীন শেখপুরা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যে ঐতিহাসিক পাঠশালাটি পরিচালিত হতো, শিশু মধুসূদন সেখানেই ফার্সি ও বাংলার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে নথিভুক্ত করে এবং এর ফলকে শিশু মধুসূদনের ফার্সি শিক্ষার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টি খোদাই করা রয়েছে। উল্লেখ্য, এই মসজিদের সামনে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের পক্ষ থেকে একটি দাফতরিক সাইনবোর্ড বা ফলক লাগানো রয়েছে, যাতে স্পষ্ট অক্ষরে খোদাই করা আছে, 'এ মসজিদে শিশু মধুসূদন ফার্সি ভাষা শিখতেন। মসজিদটির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮ শতক।' একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদার পরিবারে একজন মুসলিম শিক্ষকের অধীনে ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নেওয়ার এই যে সাবলীল সামাজিক রীতি, তা তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ-মানসের অখণ্ডতার পরিচয় দেয়। এই বহুভাষিক ও সমন্বিত শিক্ষাই পরবর্তীতে মধুসূদনকে লাতিন, গ্রিক, হিব্রু ও ফরাসির মতো ১২ থেকে ১৪টি ভাষা আয়ত্ত করে একজন বিশ্বমানের বহুভাষাবিদ ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-র মতো যুগান্তকারী মহাকাব্য রচনার মনস্তাত্ত্বিক সহজতা দান করেছিল।

এই একই ধারার ঐতিহাসিক বাস্তবতার বুনিয়াদ ছিল তৎকালীন সামাজিক ও দাফতরিক নিয়ম, যার কারণে উচ্চবর্ণের হিন্দু সন্তানরা বাড়িতে গৃহশিক্ষক বা স্থানীয় মুন্সিদের কাছেই ফার্সি শিখতেন, যা তাঁদের চিন্তাধারায় বহুত্ববাদী মানসিকতা তৈরি করত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দিকে তাকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনেও এই ফার্সি শিক্ষার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর শৈশবে গৃহশিক্ষকের কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ফার্সি সাহিত্য শিক্ষা করেছিলেন এবং সুফি কবি হাফিজের 'দীওয়ান' থেকে আধ্যাত্মিক কবিতা আবৃত্তি করাকে পরম আনন্দের অংশ মনে করতেন। একই ঐতিহ্যের বিপরীতমুখী স্রোতে দাঁড়িয়ে কবি কাজি নজরুল ইসলামের জীবন তো দুই সম্প্রদায়ের মিলনের এক জীবন্ত উপাখ্যান। বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামের মক্তব থেকে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও ফার্সি ভাষার পাঠ নেওয়া নজরুল যখন লেটো দলের কবিয়াল হয়ে উঠলেন, তখন তিনি গ্রামীণ জনপদের মিশ্র লোকসংস্কৃতির রস আস্বাদন করে একাধারে যেমন কালজয়ী ইসলামি গজল সৃষ্টি করলেন, তেমনই তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হলো বাংলার সবচেয়ে মধুর শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণব পদাবলি। জ্ঞান ও বিদ্যাকে তৎকালীন গ্রাম্য সমাজ সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় ফ্রেমে বন্দি করেনি, তা ছিল সূর্যের আলোর মতো সবার জন্য উন্মুক্ত।

বিদ্যাচর্চার এই সমান্তরাল ধারা যখন গ্রামীণ মানুষের প্রতিদিনের বিশ্বাস, লৌকিক আচার এবং লোকশিল্পের আঙিনায় এসে পৌঁছত, তখন শাস্ত্রীয় ধর্মের কৃত্রিম দেয়ালসমূহ নিমেষেই ধসে পড়ত। বাংলার লোকায়ত ধর্মের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পীর-দরগাহ এবং লোক-দেবতার প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাবোধ। সুন্দরবনের শ্বাপদসংকুল গহিন অরণ্যে যখন বাওয়ালি (কাঠুরে) কিংবা মৌয়ালিরা (মধু সংগ্রহকারী) প্রবেশ করে, তখন বাঘের হাত থেকে জীবন রক্ষার আদিম আকুতিতে তারা কোনও শাস্ত্রীয় পরিচয় খোঁজে না। সেখানে মুসলিমরা যাকে 'বনবিবি' বলে ভক্তি জানায় এবং হিন্দুরা তাকেই 'বনদুর্গা' বা 'বনদেবী' হিসেবে বরণ করে নেয়— শাহ জাঙ্গলির উদ্দেশে দেওয়া শিরনি এবং দেবীর থানে দেওয়া মাটির প্রদীপ সেখানে একইসঙ্গে জ্বলে ওঠে। ওলাওঠা (কলেরা) কিংবা বসন্তের মড়কে যখন গ্রাম উজাড় হতো, তখন ওলাবিবি কিংবা শীতলা দেবীর চৌকাঠে এসে বাংলার মায়েরা সন্তানের আরোগ্য কামনায় যৌথভাবে লৌকিক আচারে অংশ নিতেন। গ্রামীণ লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান বাহক পটুয়া সম্প্রদায়ের জীবনধারা ও নান্দনিক সৃষ্টি লক্ষ্য করলে এক অপূর্ব বিস্ময়ের জন্ম হয়। বীরভূম বা মেদিনীপুরের গ্রামীণ জনপদে বসবাসকারী পটুয়ারা এমন এক ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের ধারক, যেখানে তাঁরা ঐতিহ্যগতভাবে মুখের কথায় ও ঘরোয়া আচারে মিশ্র লৌকিক রীতিনীতি পালন করলেও দাফতরিক ও ধর্মীয় পরিচয়ে নিজেদের ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ পেশাগত কারণে তাঁরা আজও পরম মমতায় কাপড়ের ওপর তুলির টানে ফুটিয়ে তোলেন রামায়ণ, মহাভারত বা মনসামঙ্গলের প্রাচীন আখ্যান, আবার অন্যদিকে আঁকেন মুসলিম গাজি পীরের অলৌকিক বীরত্বগাথা বা কারবালার কারুণ্য। গ্রামীণ মেলার ধুলোমাখা উঠোনে দাঁড়িয়ে যখন তাঁরা এই 'গাজির পট' প্রদর্শন করে গান ধরতেন, তখন সমাজের আপামর মানুষ ধর্ম-বর্ণ ভুলে এক গভীর নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক রসে মগ্ন হতো। বাংলার লোকসঙ্গীতের ইতিহাসে এই সম্প্রীতির সুর যেন আরও বেশি গভীর এবং উচ্চাঙ্গের দর্শনে সমৃদ্ধ।

বৈষ্ণব পদাবলির মধুর রস এবং সুফিবাদের মরমি তত্ত্ব যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সেই আখড়াই হলো গ্রামবাংলার আসল হৃৎপিণ্ড। বাউল সম্রাট লালন শাহের ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় জাতপাতের কোনও ভেদাভেদ ছিল না, সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ একইসঙ্গে পুণ্যসেবায় অংশ নিতেন এবং আত্মিক সাধনা করতেন। লালন সাঁইয়ের এই সর্বজনীন ভাবাদর্শ ও তাঁর প্রধান খলিফা ভোলাই শাহের সাধনধারার সমান্তরালে, নদীয়ার ভাবান্দোলনের অন্যতম স্বতন্ত্র স্তম্ভ মরমি কবি পাঞ্জু শাহের বিশুদ্ধ সুফি ও মারফতি তত্ত্ব এবং লালনশিষ্য দুদ্দু শাহের দেহতত্ত্ব ও সমাজ-চেতনার গান গ্রাম্য সমাজে অনন্য আধ্যাত্মিক দর্শনের সহাবস্থান তৈরি করেছিল, যাঁদের এই মরমি সুর শোনার জন্য গ্রামবাংলার হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মাঠের মাঝে রাতের পর রাত জেগে থাকত। লোকসংস্কৃতি গবেষক ও সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে-র মাঠপর্যায়ের অক্লান্ত ও জীবনপণ অনুসন্ধান এবং ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সুযোগ্য ও দূরদর্শী সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র পালাগুলো গ্রামবাংলার অখণ্ড সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অবিনশ্বর প্রামাণ্য দলিল। এই সংকলনের প্রতিটি পঙক্তি রাজদরবারের কৃত্রিম ইতিহাসকে অস্বীকার করে মাটির কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষের অন্তরের মিলনগাথাকে ধারণ করেছে। এই গীতিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত 'মহুয়া' পালার মূল রচয়িতা ছিলেন দ্বিজ কানাই নামের এক হিন্দু লোককবি— আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পালার লৌকিক ভাষা, লোকজ উপমা এবং আবহমান গ্রাম্য জীবনের বর্ণনায় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির এমন এক নিবিড় ও অকৃত্রিম মেলবন্ধন ঘটেছিল যে, তৎকালীন গ্রাম্য মুসলিম বয়াতিরা কোনও শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর না মেনে, পরমানন্দে ও গভীর আত্মিক টানে গ্রামে গ্রামে এই গান গেয়ে সাধারণ মানুষের উঠোন মাতিয়ে রাখতেন। শিল্পের এই সর্বজনীনতা আনন্দ আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা মানুষের সমবেত কান্নার গভীরেও এক সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করেছিল। একইভাবে, মনসুর বয়াতি নামক এক মুসলিম লোককবির হৃদয় নিংড়ানো সৃষ্টি 'দেওয়ানা মদিনা' পালার যে অসামান্য ট্র্যাজেডিতে নায়িকা মদিনার বুকভাঙা বিরহ-বেদনা যখন মেঠো সুরের আসরে আসরে ঝরে পড়ত, তখন তা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের একচেটিয়া কান্না হয়ে থাকত না। মদিনার সেই চরম মানবিক দুঃখের আখ্যান শুনে আসরে বসা সাধারণ হিন্দু চাষি ও প্রান্তিক মানুষদের চোখও সমানভাবে অশ্রুসজল ও আকুল হয়ে উঠত। সুর, শিল্প এবং কান্নার এই যে কোনও সীমারেখা না জানা অখণ্ড ধারা, তা-ই প্রমাণ করে যে প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্র বা রাজনীতি যেখানেই বিভেদের প্রাচীর তুলেছে, লোকায়ত বাংলার সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সেখানে সব মানুষের হৃদয়কে এক পরম মানবিক আত্মীয়তার সুতোয় বেঁধে পরম শান্তিতে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিলেটের মরমি সাধক রাধারমণ দত্তপুরকায়স্থ জন্মসূত্রে সনাতন বৈষ্ণব ঘরানার কবি ও ধামাইল নৃত্যের প্রবর্তক হলেও তাঁর গানের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক আকুতি সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃহত্তর সিলেটের লোকজ ঐতিহ্যের প্রামাণ্য ধারা অনুযায়ী, তাঁর প্রবর্তিত ধামাইল গান ও নৃত্য মূলত নারী-সমাজের অন্তরে এক পরম সামাজিক মিলন ঘটিয়েছিল, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম রমণীরা গ্রামীণ উৎসবের আঙিনায় ভেদাভেদ ভুলে চক্রাকারে করতালি দিয়ে গীত-নৃত্যে মেতে উঠতেন, অন্যদিকে তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা কীর্তন, বাউল ও দেহতত্ত্বের জলসাগুলোতে গ্রামের মুসলিম পুরুষ ও যুবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়ে দোতারা, মন্দিরা ও করতালির তালে সেই সুরের ধারাকে আত্মার অংশ করে নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনই পরবর্তী প্রজন্মে বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের জীবন ও সৃষ্টি ছিল এই অখণ্ড লোকায়ত ঐতিহ্যেরই এক মহিমান্বিত মৌলিক রূপান্তর। তাঁর গানে শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক নামভিত্তিক রূপক সরাসরি স্থান না পেলেও 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম' কিংবা 'বন্দে মায়া লাগাইছে'র মতো কালজয়ী মরমি সৃষ্টি ও গণমুখী গান যখন ভাটি অঞ্চলের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতো, তখন শোষিত ও মেহনতি মানুষের সেই কণ্ঠস্বরের টানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ সব সামাজিক দূরত্বের দেয়াল ভেঙে এক অবিচ্ছেদ্য সমতলে এসে মেতে উঠত। বাংলার রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের 'আলকাপ' এবং মালদহের 'গম্ভীরা' লোকনাট্য বা বিনোদনের মাধ্যমই ছিল না, এগুলো গ্রামীণ জনপদের সুস্থ ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা এবং সামাজিক প্রতিরোধের অবিনশ্বর দলিল ছিল। লোকসংস্কৃতি গবেষকদের প্রামাণ্য নথির আলোকে এই দুই শিল্পমাধ্যমের সমাজতাত্ত্বিক গভীরতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোর শক্তির মূল উৎস ছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গ্রামের মেহনতি মানুষের সহজাত শ্রেণি-অবস্থান ও শোষণ-প্রতিরোধী চেতনা। ভৌগোলিক ও আঙ্গিকগত দিক থেকে এই দুই লোকনাট্যের চরিত্র ভিন্ন হলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত সামাজিক দর্শন ছিল এক। মালদহের (এবং বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ) লোকায়ত ঐতিহ্য 'গম্ভীরা'র আদি উৎস শিবের গাজন বা চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কালক্রমে তা এক শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের (Satire) মাধ্যমে রূপান্তর লাভ করে। গম্ভীরার আসরে 'নানা-নাতি' (দাদু ও নাতি) নামক দু'টি রূপক চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন গ্রামীণ অভাব-অনটন, মহাজনী শোষণ, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও সামাজিক ভণ্ডামিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করা হতো। এই আসরগুলোর সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হলো, এর শ্রেষ্ঠ 'সরকার' বা ওস্তাদদের মধ্যে যেমন ছিলেন সনাতন ধর্মের সাধকেরা, তেমনই ছিলেন বহু মুসলিম লোকশিল্পী। তাঁরা একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছাড়াই সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা বলতেন।

অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বীরভূম অঞ্চলের লোকায়ত নাটক 'আলকাপ' গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গ্রামীণ মেজাজে। আলকাপের মূল ভিত্তি ছিল আসর বন্দনা, ছড়া, বৈঠকি গান এবং 'কাপ' বা ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন। যদিও আলকাপের আসরে দীর্ঘকাল ধরে এক ধরনের লোকজ আদিরসের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু এর অন্তরালে লুকিয়ে থাকত প্রান্তিক মানুষের যাপিত জীবনের তীব্র হাহাকার। ভূস্বামী বা জোতদারদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আলকাপের তাৎক্ষণিক সংলাপে যে প্রতিবাদী সুর ধ্বনিত হতো, তা গ্রামীণ সমাজকে সচেতন করার এক প্রধান চালিকাশক্তি ছিল। আলকাপের প্রতিটি দলে হিন্দু-মুসলিম যুবকেরা একসঙ্গে ছোকরা (মেয়ে সেজে অভিনয়) বা সং সেজে অভিনয় করত এবং ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দেয়াল ভেঙে এক যৌথ সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তুলত। তৎকালীন সময়ে এখনকার মতো গণমাধ্যম না থাকায় গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের বাক-স্বাধীনতা, মনের ক্ষোভ প্রকাশ এবং সুস্থ চিত্তবিনোদনের একমাত্র ভরসা ছিল এই আসরগুলো— যা রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির লৌকিক সমাজকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করেছে।

বাঙালির এই শাশ্বত যৌথ আত্মিক বন্ধন উৎসবের আঙিনা, মেলার আনন্দ-উল্লাস কিংবা শরতের আল্পনার রঙেই রঙিন ছিল না। এর আসল শক্তি ও মহিমা শাণিত হয়ে উঠেছিল মহাকালের চরম অর্থনৈতিক সংকটে, যখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল। সেই ঘোর অমাবস্যার দিনেও গ্রামের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে, নিজের যৎসামান্য অন্ন ভাগ করে একে-অপরকে বাঁচিয়ে রাখার এক পরম মানবিক ব্রত গ্রহণ করেছিল। শুধু বেঁচে থাকার লড়াই-ই নয়, এই অবিনাশী ঐক্য মূর্ত হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুকের রক্ত ঢেলে দেওয়ার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ময়দানে। যখনই কোনও শোষক, নীলকর কিংবা বিদেশি শাসক গ্রামীণ জনপদের অধিকার ও মর্যাদা হরণ করতে চেয়েছে, তখনই এই সাধারণ মেঠোপথের মানুষগুলো একতাবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাঁশের লাঠি এবং কাস্তের ধারালো ফলায় তারা লিখেছে প্রতিরোধের অবিনাশী ইতিহাস। গান ও উৎসব যেখানে ছিল তাদের হৃদয়ের কোমল প্রীতি, শোষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই একই হৃদয় হয়ে উঠেছিল বজ্রের চেয়েও কঠোর এবং অপরাজেয়। ১৮৫৯-৬০ সালের বিখ্যাত নীল বিদ্রোহের দিকে তাকালে দেখা যায়, ব্রিটিশ নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন নদীয়া ও যশোরের কৃষকেরা দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহের দামামা বাজিয়েছিলেন, তখন সমান্তরালভাবে মালদহ ও পাবনার মাটিতে মাঠপর্যায়ের প্রধান বীর যোদ্ধা ও সংগঠক হিসেবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রফিক মণ্ডল ও কাদের মোল্লার মতো প্রান্তিক মুসলিম কৃষকেরা। ভৌগোলিক দূরত্ব থাকলেও ধর্মীয় পরিচয় সেখানে তাঁদের ভাগ্যকে পৃথক করতে পারেনি— শোষকের চাবুকের দাগ সবার পিঠেই সমান ছিল। এর প্রায় এক শতাব্দী পর, ১৯৪০-র দশকে উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগের দাবিতে যখন কৃষকেরা রাজপথে নেমেছিলেন, তখন নাচোলের মাটিতে কম্যুনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র যেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনই দিনাজপুরের মাঠে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কমরেড কম্পরাম সিং এবং হাজি মোহাম্মদ দানেশের মতো অবিসংবাদিত কৃষক নেতারা। একই সময়ে ময়মনসিংহের সুসং দুর্গাপুর ও নেত্রকোণা অঞ্চলে, কম্যুনিস্ট নেতা মণি সিংহের নেতৃত্বে ধানের মাধ্যমে অন্যায্য খাজনা আদায়ের শোষক 'টঙ্ক প্রথা' উচ্ছেদের জান কবুল লড়াইয়ে সম্মুখসমরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীর হাজং মাতা রাসিমণি। ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে এক কৃষক রমণীকে রক্ষা করতে গিয়ে রাসিমণি তাঁর কাস্তে হাতে শহিদ হন, যা বাংলার গ্রামীণ মেহনতি মানুষের শ্রেণি-অবস্থান ও আপসহীন লড়াইর ইতিহাসে এক অবিনশ্বর দলিল হয়ে রয়েছে। মেহনতি মানুষের এই আন্দোলনগুলো প্রমাণ করে যে, গ্রামবাংলার মানুষের কাছে মাটির টান এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের ঐক্য কৃত্রিম ধর্মীয় বিভাজনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, বাস্তব ও ঐতিহাসিক ছিল।

দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আচার, খাদ্যাভ্যাস এবং মুখের ভাষার দিকে তাকালে এই সম্প্রীতির মাধুর্য আরও বেশি স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। পহেলা বৈশাখ বা চৈত্র সংক্রান্তির সকালে গ্রামের মায়েরা যখন নতুন হাঁড়িতে জল ও চাল ভিজিয়ে প্রকৃতির বন্দনায় অসাম্প্রদায়িক 'আমানি' উৎসবের প্রস্তুতি নিতেন, তখন সেখানে কোনও মন্ত্র বা কলমার বিভেদ থাকত না— থাকত অখণ্ড কল্যাণ কামনাই। কোনও পীরের দরগাহ বা মাজারে মানতের সুমিষ্ট 'সিন্নি'র স্বাদ যেমন হিন্দু পরিবারগুলো পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করত, ঠিক তেমনই হিন্দুদের সত্যনারায়ণের পূজা (যা গ্রামে অনেক সময় সত্যপীরের পুজো নামেও সমাদৃত ছিল) বা হরিলুটের বাতাসা-কলা মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে সানন্দে বিলি করা হতো। পাড়ার ছোটরা যখন বড়দের 'কাকা', 'জ্যাঠা' কিংবা 'মাসি' এবং 'খালা' বলে সম্বোধন করত, তখন সেই ডাকের মধ্যে কোনও শাস্ত্রীয় দূরত্বের দেয়াল থাকত না— তা ছিল রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর এক সামাজিক আত্মীয়তা। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার আলো পৌঁছনোর আগে গ্রামের মানুষের রোগ-বালাইয়ের প্রধান ভরসা ছিলেন স্থানীয় কবিরাজ এবং বৈদ্য বা ওঝারা। কোনও হিন্দু গুণিন যখন সাপে কাটা রোগীর বিষ নামানোর জন্য মন্ত্র পড়তেন, তখন মুসলমান পরিবারও তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখত, আবার কোনও মুসলিম ফকিরের দেওয়া 'পানি পড়া' বা 'তাবিজ' গ্রামের হিন্দু মায়েরা পরম বিশ্বাসে তাঁদের সন্তানের গলায় পরিয়ে দিতেন। লাঠিখেলা বা হাডুডুর মাঠে যখন উভয় দলের খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে মাঠ কাঁপাতেন, তখন পুরো গ্রাম এক হয়ে করতালি দিত। মুখের ভাষায় যখন 'জল' এবং 'পানি'-র মধুর সহাবস্থান হতো, কিংবা জমি-জমার দলিল-দস্তাবেজে 'আমিন', 'খাজনা' বা 'হালখাতা'-র মতো আরবি-ফার্সি শব্দগুলো বাংলা ভাষার অন্দরে স্থায়ী আসন করে নিত, তখন তা এক জীবন্ত সমন্বিত সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করত। কান্তজিউ মন্দিরের নিখুঁত পোড়ামাটির ফলক কিংবা বহু প্রাচীন গ্রামীণ মসজিদের গম্বুজ নির্মাণে হিন্দু-মুসলিম কারিগরদের যে যৌথ শ্রম ও নান্দনিকতা জড়িয়ে আছে, তা বাংলার স্থাপত্য শিল্পেরও এক অসাম্প্রদায়িক দলিল।

আজকের এই আধুনিক ও জটিল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায়, যখন কৃত্রিমভাবে সাম্প্রদায়িকতার দেয়াল তুলে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার নানামুখী প্রচেষ্টা চলে, তখন গ্রামবাংলার শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য পরম আলোকবর্তিকা ও সময়োপযোগী জীবনদর্শন হয়ে ওঠে। লালন, নজরুল, মধুসূদন এবং সাধারণ কৃষকদের এই যে যৌথ জীবনবোধ, তা এই পলিভূমির নিজস্ব স্বভাব ও অন্তরের গভীরতম সত্য। নদী যেমন পলি জমিয়ে দুই তীরের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, ঠিক তেমনই বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্যকে তার নিজস্ব রস-মাধুর্য দিয়ে চিরকাল উর্বরা করে রেখেছে। প্রদীপের মৃদু আলো এবং চাঁদের অবারিত জোছনা যেমন একইসঙ্গে গ্রামের উঠোন উদ্ভাসিত করে, ঠিক তেমনই এই দুই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি গ্রামবাংলাকে এক অনন্য সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক সুষমায় মণ্ডিত করেছে, যা চিরকাল মানবিকতার এক সর্বজনীন ও উচ্চাঙ্গের দলিল হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ও মানুষের হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকবে।

তামাকমুক্ত সকাল, বিষমুক্ত ফুসফুস

চম্পক সাহা

তামাক সেবনকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে আত্মহনন বা নীরব হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক বিষ, যা মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে মেরে ফেলে না, বরং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভেতরের দিক থেকে ক্ষয় করে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

তামাকজাত দ্রব্য, যেমন— সিগারেট, বিড়ি, জর্দা কীভাবে একজন মানুষকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়! ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রতিবছর তামাকের ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি তুলে ধরতে এবং তামাক ব্যবহারের হার কমিয়ে আনতে একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য নিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করে। এবারের মূল সুর একটাই, তামাকের বিষাক্ত ছোবল থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা এবং একটি সুস্থ, তামাকমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা। তামাক কেবল একজন ধূমপায়ীর জীবন কেড়ে নেয় না, এটি একটি নীরব ঘাতক, যা পরিবার, সমাজ এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮০ লক্ষাধিক মানুষ তামাকের কারণে অকালে প্রাণ হারান। এর মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ নিজেরা ধূমপান না করেও কেবল পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে মারা যান। এ দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাকের সঙ্গে যুক্ত। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া থেকে শুরু করে জর্দা, সাদাপাতার মতো ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার এ দেশের ঘরে ঘরে। হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্যান্সার, ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ এবং ডায়াবেটিসের মতো মারাত্মক রোগগুলোর অন্যতম প্রধান অনুঘটক এই তামাক। ধূমপানের সময় তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে আলকাতরার মতো চটচটে পদার্থ ফুসফুসে প্রবেশ করে। এটি ফুসফুসের ভেতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতাস থলি এবং শ্বাসনালীর চুল সদৃশ অংশকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা কমতে থাকে। সামান্য হাঁটলেই মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এটি ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের মতো মারণব্যাধিতে রূপ নেয়, যেখানে রোগী প্রতি মুহূর্তে অক্সিজেনের জন্য ছটফট করে। তামাকে থাকা নিকোটিন রক্তে মেশার সঙ্গে সঙ্গে রক্তনালীগুলোকে সংকুচিত ও শক্ত করে ফেলে। একইসঙ্গে তামাকের বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে রক্তচাপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। রক্তনালীতে চর্বি জমে ব্লক তৈরি হয়। হৃৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত রক্ত ও অক্সিজেন না পৌঁছানোর কারণে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক এবং মস্তিষ্কে স্ট্রোকের মতো ঘটনা ঘটে, যা মানুষকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়। তামাকের ধোঁয়া এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকের জর্দার মধ্যে অন্তত ৭০টি সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান থাকে। তামাক সেবনের ফলে কোষের ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি পায়।

সাধারণত ধূমপায়ীরা ফুসফুস, গলা, খাদ্যনালী এবং মূত্রাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। যারা জর্দা, খৈনি ব্যবহার করেন, তাদের মুখগহ্বর, মাড়ি, জিহ্বা এবং গালের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। এই ক্ষতগুলো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তামাক শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকে পুরোপুরি দুর্বল করে দেয়। এর ফলে সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে শুরু করে যক্ষ্মা বা যে কোনও সংক্রমণ শরীরের দ্রুত বাসা বাঁধে। তামাক সেবনের ফলে মানুষের ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়, অকালে বলিরেখা পড়ে এবং মানুষ তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বয়োবৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ দেখায়। নিকোটিন একটি চরম আসক্তিকর বস্তু। এটি গ্রহণের পর মস্তিষ্কে সাময়িক ডোপামিন বা ফিল গুড হরমোন নিঃসৃত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মাত্রা কমে গেলে তীব্র ছটফটানি, মেজাজ খিটখিটে হওয়া এবং অবসাদ তৈরি হয়। ফলে মানুষ মানসিক সাম্য হারাতে থাকে এবং বিষণ্ণতার আবর্তে ডোবে। তামাকের কারণে একজন মানুষের শেষ জীবনটা অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে। ক্যান্সারের তীব্র যন্ত্রণা, কেমোথেরাপির ধকল, কৃত্রিম অক্সিজেন সিলিন্ডারের ওপর বেঁচে থাকা কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা, এই প্রতিটি পরিস্থিতি রোগীকে তিলে তিলে মারার পাশাপাশি তার পুরো পরিবারকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত এবং চিকিৎসকের খরচ মেটাতে মেটাতে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দেয়। তামাক মানুষকে এক নিমেষে মারে না, এটি প্রতিদিন, প্রতি টানে মানুষের আয়ু থেকে একেকটি মুহূর্ত কেড়ে নেয় এবং জীবন প্রদীপকে ধুঁকে ধুঁকে নিভিয়ে দেয়। তাই, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। প্রতিটি পরিবারকে সচেতন হতে হবে। সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। ধূমপান যে কোনও স্মার্টনেস বা স্টাইল নয়, বরং এটি যে একটি মারণব্যাধি ও দুর্বলতা, এই বোধটি তরুণদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তামাকের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আমাদের সবুজ পৃথিবী, বিলীন হচ্ছে অসংখ্য পরিবারের স্বপ্ন। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের অঙ্গীকার, আমরা নিজে তামাক বর্জন করব এবং চারপাশের মানুষকেও এটি থেকে দূরে রাখব। তামাকমুক্ত সকাল, বিষমুক্ত ফুসফুস এবং সুস্থ একটি আগামীর জন্য এখনই রুখে দাঁড়ানোর সময়। কারণ, জীবন একটাই, আর তামাকের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

পলকে

আজ মন কি বাত

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১৩৪-তম পর্ব। রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সব ক'টি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে কী বার্তা দেন, তা শোনার অপেক্ষায় দেশবাসী।

বজ্রপাতে মৃত ৭

পাটনা, ৩০ মে : বিহারের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। শনিবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিহারের গয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝড়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ঔরঙ্গাবাদে দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সরণ ও খাগারিয়া জেলা থেকে একজন করে মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। নিহতদের নিকটাত্মীয়দের প্রত্যেককে ৪ লক্ষ টাকা করে এককালীন অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাজা বোমা উদ্ধার

জব্বলপুর, ৩০ মে : মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ডুমনা বিমানবন্দরের কাছে গদেরি গ্রামে বাড়ি নির্মাণের জন্য খননকাজ চলাকালীন মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা একটি তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে খামারিয়া থানার পুলিশ ও বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাটি উদ্ধার করে সেনা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়।

শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গদেরি গ্রামের বাসিন্দা সুনীল যাদবের প্লটে বাড়ি তৈরির কাজ চলছিল। পিলারের জন্য প্রায় ৩ থেকে ৪ ফুট গভীর খননের সময় শ্রমিকদের নজরে আসে লোহার মতো একটি সন্দেহজনক বস্তু। প্রথমে সেটিকে লোহার স্ক্র্যাপ বলে মনে হলেও কাছ থেকে পরীক্ষা করে বোমা বলে সন্দেহ হয়। এরপরই বাড়ির মালিক পুলিশকে খবর দেন। মাটির নীচে বোমা উদ্ধারের খবর দ্রুত গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় স্থানীয় মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সেনাবাহিনীকে খবর দেয়।

বাড়ল দাম

মুম্বই, ৩০ মে : মুম্বইয়ে আরও বাড়ল গ্যাসের দাম। শনিবার রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস বিতরণ সংস্থা মহানগর গ্যাস লিমিটেড (এমজিএল) বাড়ির কাজে ব্যবহারের পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি)-র দাম ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সা এবং কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি)-র দাম প্রতি কেজিতে ২ টাকা বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করে। এর ফলে মুম্বই, থানে, নবি মুম্বই-সহ মুম্বই মেট্রোপলিটন রিজিয়ন (এমএমআর)-র বিভিন্ন এলাকায় পিএনজি-র দাম এখন বেড়ে দাঁড়াল ইউনিট প্রতি ৫২ টাকা। অন্যদিকে, সিএনজি-এর নতুন মূল্য হল প্রতি কেজি ৮৬ টাকা।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : পঞ্জাব ও হরিয়ানা-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। শনিবার আইএমডি-র বিজ্ঞানী অখিল শ্রীবাস্তব বলেন, আইএমডি আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিল, একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতকে প্রভাবিত করবে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটাবে। গত দুই থেকে তিন দিন ধরে দেশের সমতলভূমি, পূর্বাঞ্চল এবং মধ্য ভারতে একটানা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে তাপমাত্রা ক্রমাগত কমছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা-সহ বেশ কয়েকটি আবহাওয়া উপবিভাগের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যেখানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং প্রবল বাতাসের আশঙ্কা রয়েছে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু এলাকার জন্য শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের হিমালয় অঞ্চলেও বজ্রঝড় ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরলম, তামিলনাড়ু এবং লাক্ষাদ্বীপের কিছু অংশে প্রবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আগ্রায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা

আগ্রা, ৩০ মে : মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা টিফানি ট্রাম্প তাঁর স্বামীর সঙ্গে শনিবার উত্তর প্রদেশের আগ্রায় পৌঁছালেন এবং তাজমহল দর্শন করলেন। এই ভ্রমণকালে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরও তাঁদের সাথে ছিলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

টিফানি ট্রাম্প এবং তাঁর স্বামী মাইকেল শনিবার সকাল আনুমানিক ১১:১৫ নাগাদ আগ্রা সিভিল এয়ারপোর্টে পৌঁছান। এয়ারপোর্ট থেকে তাঁরা সরাসরি তাজগঞ্জ থানা এলাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে যান। সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার পর হোটেল থেকে সোজা শিল্পগ্রামে পৌঁছান। এরপর শিল্পগ্রাম থেকে ব্যাটারিচালিত গলফ কার্টের মাধ্যমে স্বামীর সাথে তাজমহলের পূর্ব গেটে পৌঁছান এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তাজমহল চত্বরে প্রবেশ করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির কন্যা ও জামাতা বিশ্বখ্যাত ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য তাজমহলের অভূতপূর্ব সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। এই সুন্দর মুহূর্তটিকে তাঁরা ক্যামেরাবন্দিও করেন। বিখ্যাত 'ডায়ানা বেঞ্চে' বসে দু'জনে ছবিও তোলেন। উল্লেখ্য, টিফানি ট্রাম্পের তাজমহল দেখার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি আজ বিকেলে ছিল। কিন্তু আগ্রার আজকের মনোরম আবহাওয়া এবং তুলনামূলক কম গরমের কথা মাথায় রেখে কর্মসূচিতে কিছুটা বদল করা হয় এবং দুপুরের কড়া রোদ ওঠার আগেই তাঁরা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। টিফানি দুপুর ১২টা নাগাদ তাজমহলে পৌঁছান এবং প্রায় ৩৫ মিনিট ধরে তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করার পর সরাসরি হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির পরিবার হওয়ার কারণে এই সফরকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছিল।

তাজমহলে কর্মরত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (এএসআই) বরিষ্ঠ সমীক্ষা আধিকারিক কলন্দর ভিজ জানান, প্রায় ছয় বছর আগে ২০২০ সালে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প, কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প এবং জামাতা জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে আগ্রায় এসেছিলেন। সেই সময় ট্রাম্প পরিবার তাজমহল ঘুরে দেখার পাশাপাশি ছবিও তুলেছিলেন। এবার প্রায় ছয় বছর পর ট্রাম্প পরিবারের দ্বিতীয় কন্যা টিফানি ট্রাম্পও তাজমহল দর্শন করতে এলেন।

গণতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা ঘিরে নেপালে জল্পনা

কাঠমাণ্ডু, ৩০ মে : নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ পরপর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস, গণতন্ত্র দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসে জনগণের উদ্দেশে কোনও শুভেচ্ছাবার্তা না দেওয়ায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। নেপালে দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা দেশবাসীর উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও বার্তা প্রদান করেন। কিন্তু চলতি বছরে ২৪ এপ্রিল পালিত গণতন্ত্র দিবস এবং ২৯ মে পালিত প্রজাতন্ত্র দিবস, কোনও উপলক্ষেই প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ প্রকাশ্যে কোনও বার্তা দেননি। এছাড়া প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানেও সরকারপ্রধান হিসেবে তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেননি। রাজধানী কাঠমাণ্ডুর টুন্ডিখেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

সরকারি মহলের দাবি, প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক প্রতীক হিসেবে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়াই যথাযথ ছিল। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাধারণ মানুষের একাংশের প্রশ্ন, দেশের দুই গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণ কী? এরই মধ্যে সরকারের আরেকটি সিদ্ধান্ত নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। দেশের বৃহত্তম পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কের নাম পরিবর্তন করে প্রয়াত রাজা মহেন্দ্রের নামে 'মহেন্দ্র রাজপথ' রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। নেপালকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সংযুক্ত করা এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নামকরণকে কেউ ঐতিহাসিক স্বীকৃতি হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ এর মধ্যে রাজনৈতিক বার্তা খুঁজছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী শাহ বা সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এমন কোনও সরকারি বক্তব্য দেওয়া হয়নি, যাতে রাজতন্ত্রের প্রতি সরকারের ঝোঁকের ইঙ্গিত মেলে। তবু গণতন্ত্র দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা এবং মহেন্দ্র রাজপথ নামকরণের সিদ্ধান্ত নেপালের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করেছে।

মার্কিন ড্রোন ধ্বংস করছে ইরানের প্রবাদপ্রতিম যোদ্ধা

ফের যুদ্ধের হুমকি দিয়েও সন্ত্রস্ত ট্রাম্প!

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : ইরান-আমেরিকার যুদ্ধবিরতি এখনও বলবৎ থাকলেও নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতের ধাক্কায় পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হতে শুরু করেছে। তেহরানকে ফের যুদ্ধের হুমকি দিতে শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে দু'দেশের শান্তিচুক্তি এখনও বহুদূর। কিন্তু লাগাতার হুমকি দিলেও আদৌ কি স্বস্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট? বিশেষজ্ঞদের মতে, তেমনটা নয়। ইরানের কাছে থাকা 'ট্রাম্প কার্ডে' তিনি সন্ত্রস্ত। কিন্তু কী এই 'ট্রাম্প কার্ড'? এটি হল ইরানের হাতে থাকা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। বহু বছর ধরেই পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের লক্ষ্যে রয়েছে ইরান। সেই জন্য তারা ইউরেনিয়াম মজুত করছে। কিন্তু গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় আমেরিকা-ইজরায়েল।

ওয়াশিংটনের দাবি, সেই অভিযানে মজুত থাকা ইউরেনিয়ামের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও কিছুটা রয়ে গিয়েছে। তা দিয়েই পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করতে চাইছে তেহরান। এই বেঁচে যাওয়া ইউরেনিয়ামকেই 'ট্রাম্প কার্ড' বলছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের অন্যতম উপকরণ হল ইউরেনিয়াম। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তথ্যানুযায়ী, আমেরিকার হামলার আগে ইরানের হাতে ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছিল ৪৪০.৯ কেজি, ২০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছিল ১৮৪.১ কেজি, ৫ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছিল ৬০২৪.৪ কেজি এবং ২ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছিল ২৩৯১.১ কেজি। যুদ্ধবিরতির জন্য ট্রাম্প ইরানকে যে শর্তগুলি দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল, হরমুজ প্রণালীতে অবাধে জাহাজ চলাচল করতে দেওয়ার অনুমতি এবং তেহরানের হাতে যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে, তা ওয়াশিংটনকে হস্তান্তর করতে হবে। ইরানকে পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু আমেরিকার এই শর্তগুলি নামতে নারাজ তেহরান। এর জেরেই সমঝোতায় আসতে পারছে না দু'দেশ।

এদিকে, নতুন করে যুদ্ধের দামামার মাঝেই আমেরিকার অত্যাধুনিক 'এমকিউ-৯ রিপার' ড্রোন ধ্বংস করেছে ইরান। আমেরিকাকে জব্দ করতে এই অভিযানে তারা ব্যবহার করেছে এক নতুন আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। যার নাম 'আরাশ-ই-কামানগির'। ফার্সি ভাষায় যার অর্থ 'তীরন্দাজ আরাশ'। ইরানের লোকগাথাইয় আরাশ হলেন এক কিংবদন্তি যোদ্ধা।

ইরানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, হরমুজের কেশম দ্বীপের কাছে এই মার্কিন ড্রোনটি ধ্বংস করা হয়। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'আরাশ-ই-কামানগির' আকাশ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে এই সাফল্য মিলেছে বলে দাবি। শুধু তাই নয়, দাবি করা হচ্ছে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রথম কোনও যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কিছুদিন পরই আমেরিকা দাবি করেছিল দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ইরানের আস্তিনে আর কী কী মারণাস্ত্র লুকোনো রয়েছে?

'আরাশ-ই-কামানগির' আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইরান প্রশাসনের তরফে বিশদে কিছু জানানো না হলেও জানা যাচ্ছে, এই অস্ত্র রাডারকে ফাঁকি দেওয়া 'স্টিলথ' প্রযুক্তিকে সনাক্ত করতে সক্ষম। হরাইজন এনগেজের নিরাপত্তা বিশ্লেষক অ্যালেক্স আলমেইদা আল-জাজিরাকে বলেন, এই ব্যবস্থা সম্ভবত ইরানের অন্যান্য স্বল্পপাল্লার সমরাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, 'আমার ধারণা, এটি আগের কোনও ব্যবস্থারই উন্নত সংস্করণ।' এটি প্রথাগত রাডারের নির্দেশের উপর নির্ভর করে না। হতে পারে এতে রয়েছে তাপ সনাক্তকরণ (হিট-সিকিং) প্রযুক্তি। এটি যে কোনও যায়গায় মোতায়েন এবং ভূমি থেকে আকাশে সহজে নিক্ষেপ করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এই অস্ত্র প্রমাণ দেয় যে, ইরান নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্র নকশায় স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। তাদের গোপন এই মারণাস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বুকে ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট।

জানা যাচ্ছে, ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'আরাশ-ই-কামানগির' নামকরণ করা ইরান উপকথার এক বীর যোদ্ধার নামে। ইরানের উপকথা অনুযায়ী, ইরান ও তুরানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের যুদ্ধ অবসানের জন্য একটি চুক্তি হয়। ঠিক হয়, ইরানের একজন তীরন্দাজ পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি তীর ছুড়বেন এবং সেটি যেখানে গিয়ে পড়বে, সেটাই হবে দুই দেশের সীমানা। দেশের সীমানা সর্বোচ্চ দূরত্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরাশ ধনুকের ছিলায় তীর বসান। এরপর সর্বশক্তি দিয়ে তা নিক্ষেপ করেন। তীর নিক্ষেপের পর মৃত্যু হয় আরাশের। আর এই তীর অলৌকিকভাবে কয়েক দিন ধরে বাতাসে উড়ে শত শত মাইল দূরে অক্সাস নদীর তীরে একটি আখরোট গাছে গিয়ে বেঁধে। আরাশের আত্মত্যাগের এই কাহিনি ইরানি সংস্কৃতিতে ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। লোকগাথায় এই যোদ্ধার কীর্তি দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে সমাদৃত।

সিবিএসই-র মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন রমেশের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় চালু হওয়া অন-স্ক্রিন মূল্যায়ন (ওএসএম) পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তাঁর অভিযোগ, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই তড়িঘড়ি এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যার ফলে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে জয়রাম রমেশ দাবি করেন, চলতি বছরের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থী সার্থক সিদ্ধান্তের উত্তরপত্র-সংক্রান্ত অভিযোগ এবং আরও একটি পর্যালোচনায় মূল্যায়ন পদ্ধতির একাধিক ত্রুটি সামনে এসেছে। তাঁর প্রশ্ন, পরীক্ষার মাত্র ৭৪ দিন আগে কেন সিবিএসই ওএসএম চালুর সিদ্ধান্ত নিল, যখন পরীক্ষামূলক পর্যায়েই ৩৬টি প্রযুক্তিগত ও মূল্যায়ন-সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত হয়েছিল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, দরপত্রের শর্ত পরিবর্তন করে কালো তালিকাভুক্ত কিছু সংস্থাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত। তাঁর দাবি, দরপত্রে সংস্থার ন্যূনতম বার্ষিক লেনদেন ৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাতে নির্দিষ্ট একটি সংস্থা যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

কংগ্রেস নেতা জানান, দরপত্রের বিভিন্ন মানদণ্ড একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল ক্যাপাবিলিটি ম্যাচিউরিটি মডেল ইন্টিগ্রেশন (সিএমএমআই) স্তর লেভেল-৫ থেকে কমিয়ে লেভেল-৩ করা, বৃহৎ সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মূল্যায়নের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্থার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিজস্ব ডেটা সেন্টার থাকা সংস্থার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অনুমোদিত ডেটা সেন্টার ব্যবহারকারী সংস্থাগুলিকে সুবিধা দেওয়া।

তামিলনাড়ুতে বিধায়ক কেনাবেচার অভিযোগ সিবিআই তদন্তের দাবি এআইএডিএমকের

চেন্নাই, ৩০ মে : তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বিধায়ক কেনাবেচা বা 'হর্স ট্রেডিং'-র অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে শাসক দল টিভিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে বিষয়টির সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

শনিবার চেন্নাইয়ের রাজভবনে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকরে সঙ্গে দেখা করে এআইএডিএমকের একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি জমা দেয়। স্মারকলিপিতে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও বিধানসভার সচিবের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব এবং পুরো বিষয়টি সিবিআইর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এআইএডিএমকে বিধায়ক এগ্রি কৃষ্ণমূর্তি, রাজ্যসভার সাংসদ এম থাম্বিদুরাই, প্রাক্তন বিধানসভার অধ্যক্ষ পি ধনপাল-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা।

এআইএডিএমকের অভিযোগ, শাসকদল টিভিকে বিরোধী দলের বিধায়কদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করছে। দলের দাবি, বিরোধী বিধায়কদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে দলবদলে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এগ্রি কৃষ্ণমূর্তি অভিযোগ করেন, দলত্যাগী কয়েকজন বিধায়ককে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকজন এআইএডিএমকে বিধায়ককে দলবদলের জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টিভিকে ১০৮টি আসনে জয় পায়। পরে কংগ্রেস, ভিসিকে, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ এবং বাম দলগুলির সমর্থনে সরকার গঠন করে। অন্যদিকে ডিএমকে পায় ৫৯টি এবং এআইএডিএমকে ৪৭টি আসন। সরকার গঠনের পর আস্থা ভোটে এআইএডিএমকের কয়েকজন বিধায়ক সরকারের পক্ষে ভোট দেওয়ায় দলের অভ্যন্তরীণ মতভেদ প্রকাশ্যে আসে। পরে দলের চার বিধায়ক ইস্তফা দিয়ে টিভিকে-তে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়। তবে পরে এসপি ভেলুমণি গোষ্ঠীর অসন্তুষ্ট বিধায়করা দলের সাধারণ সম্পাদক এডাপাডি কে পালানিস্বামীর নেতৃত্ব মেনে দলীয় ঐক্য বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তবুও বিরোধী বিধায়কদের ভাঙানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ এআইএডিএমকের।

স্মারকলিপিতে তামিলনাড়ু সচিবালয়ের অপব্যবহারের অভিযোগও তুলেছে বিরোধী দল। তাদের দাবি, সরকারি কাজের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও দলীয় স্বার্থে সচিবালয় ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি সম্পদ ব্যবহার করে বিধায়কদের রাজনৈতিক আনুগত্য বদলানোর চেষ্টা করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে তারা।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের এগ্রি কৃষ্ণমূর্তি জানান, এআইএডিএমকের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাডি কে পলানিস্বামীর নির্দেশেই এই অভিযোগ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বিধানসভার মর্যাদা রক্ষায় অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।

এআইএডিএমকের অভিযোগের পর তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যদিও শাসকদল টিভিকে এখনও পর্যন্ত অভিযোগগুলির বিষয়ে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিযোগের তদন্ত শুরু হলে তা রাজ্যের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে রাজ্যপালের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর রয়েছে সকলের।

ভবিষ্যতের সংঘাত শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না : সেনাপ্রধান দ্বিবেদি

পুনে, ৩০ মে : ভবিষ্যতের সংঘাত শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদি। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে। সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি চলছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তিন বাহিনীই অপারেশন সিঁদুর ২.০-র জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে।' সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদি শনিবার সকালে পুনের খাদকওয়াসলায় অবস্থিত ত্রি-বাহিনী অ্যাকাডেমি ক্যাম্পাসে জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমির ১৫০-তম কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড (পিওপি) অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই প্যারেডের মাধ্যমে ৩৫৫ জন ক্যাডেট ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হলেন।

সেনাপ্রধান এদিন বলেন, 'ভবিষ্যতের সংঘাত শুধু প্রচলিত যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই সংঘাত স্থল, আকাশ, সমুদ্র, মহাকাশ, সাইবার, তড়িৎচুম্বকীয় এবং জ্ঞানীয় ক্ষেত্র জুড়ে সংঘটিত হবে। অপারেশন সিঁদুর ভারতের দৃঢ় সংকল্প এবং সশস্ত্র বাহিনীর একটি পরিমিত, সুনির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক জবাব দেওয়ার সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এই অভিযানটি সমন্বিত পরিকল্পনা, রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য, নির্ভুল লক্ষ্যভেদ, শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা, সুরক্ষিত যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আমরা এই রূপান্তরের দশকে নিজেদের একটি ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত বাহিনীতে রূপান্তরিত করছি, যেখানে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।'

অভিষেককে ১ জুন তলব সিআইডি-র

কলকাতা, ৩০ মে : তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করলো সিআইডি। বিধানসভায় সই জালের অভিযোগের তদন্তে আগামী সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে সিআইডি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আগামী সোমবার (১ জুন) দুপুর বারোটা নাগাদ অভিষেককে ভবানী ভবনে (পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সদর দফতর) ডেকে পাঠিয়েছে সিআইডি। শনিবার দুপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন সিআইডি আধিকারিকেরা। সেখানে অভিষেক ছিলেন না। তিনি কুণাল ঘোষের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বেলেঘাটায় ভোটপরবর্তী হিংসায় নিহত তৃণমূলকর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে কালীঘাটের বাড়িতে ফিরে অভিষেক জানিয়ে দেন, তিনি শান্তিনিকেতনে থাকেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে সিআইডিকে কালীঘাটের বাড়িতে আসতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানেও পৌঁছে যায় সিআইডি। বাড়ির নীচে থাকা এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নোটিশ অভিষেককেই দিতে চান সিআইডি অফিসারেরা। সে কথা অভিষেককে জানানো হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে বলেছেন। কিছুক্ষণ পরে অভিষেক নীচে নেমে আসেন। সিআইডি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

সূত্রের খবর, সোমবার ভবানী ভবনে অভিষেককে তলব করেছে সিআইডি। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রসঙ্গে তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বলেন, 'ওরা যা খুশি করুক। ওরা যা খুশি করতে পারে। ব্যাপারটা এভাবে বুঝুন, আগে শুধু ইডি, সিবিআই ছিল, আর এখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সঙ্গে পুলিশও আছে।

১ থেকে ৩০ জুন দেশজুড়ে 'খেত বাঁচাও' অভিযান

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে আগামী ১ জুন থেকে দেশজুড়ে শুরু হতে চলেছে 'খেত বাঁচাও' অভিযান। এই কর্মসূচির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শনিবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বৈঠকে তিনি জানান, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হবে সারের সুষম ও যুক্তিযুক্ত ব্যবহার, আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখে কৃষকদের সময়োপযোগী পরামর্শ দান, পঞ্চায়েত স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা সরাসরি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

বৈঠকে চৌহান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন যে, রাসায়নিক সারের, বিশেষ করে অনিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্যহীন ব্যবহার কমানোই হবে এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষকদের মাটির পরীক্ষা (সয়েল টেস্ট)-ভিত্তিক সুষম ও সঠিক পরিমাণে সার ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করা হবে। এর পাশাপাশি সবুজ সার, জৈব ও জৈব-পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার প্রদর্শনী আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে আবহাওয়া সংক্রান্ত যে সমস্ত উদ্বেগের কথা বলা হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেওয়া হবে। তাঁরা কী করবেন, কী করবেন না, কোন্ ফসল চাষ করবেন, কোথায় ফসলের বৈচিত্র্যায়ন ঘটাবেন এবং কম জল বা ঝুঁকির পরিস্থিতিতে কোন্ বিকল্পগুলি বেছে নেওয়া ভালো হবে, এই সমস্ত বিষয়ে কৃষকদের খেত-স্তরে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া হবে।

বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পঞ্চায়েত স্তরে এই অভিযানকে একটি মজবুত ভিত্তি দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত স্তরে কৃষিকাজের আধুনিক যন্ত্রাংশ বিতরণ, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা এবং যেখানে সম্ভব সরকারি কর্মসূচির প্রত্যক্ষ সুবিধা (ডিরেক্ট বেনিফিট) এই অভিযানের সঙ্গেই যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান।

তিনি জানান, এই অভিযানকে কেবল কোনও একটি সরকারি দফতরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। এর জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ জানানো হবে। পাশাপাশি মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণও সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে, যাতে এই অভিযান একটি প্রশাসনিক কর্মসূচির গণ্ডি পেরিয়ে এক বিরাট গণ-অংশগ্রহণের মডেলে পরিণত হতে পারে।

বৈঠকে জানানো হয়েছে, এই অভিযানের জন্য 'কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র'-কে সমস্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়ক (কো-অর্ডিনেটর) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য দেশজুড়ে ১,৬০০-রও বেশি টিম গঠন করা হয়েছে। যে ১০০টি জেলায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, সেগুলির জন্য ৫০০টি বিশেষ টিম তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে কেভিকে, আইসিএআর প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী এবং কৃষি দফতরের আধিকারিকরা থাকবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌহান বলেন, এই অভিযান কেবল সার ব্যবস্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধাও সরাসরি খেত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে। কিষান ক্রেডিট কার্ড, পিএম-কিষান যোজনা থেকে বাদ পড়া উপভোক্তাদের এই তালিকায় যুক্ত করা, ডাল ও তৈলবীজ মিশন, অয়েল পাম, কটন মিশন, মাটির স্বাস্থ্য ও জল-সংরক্ষণ এবং অঞ্চল-ভিত্তিক কৃষি পরামর্শের মতো বিষয়গুলিকে সমন্বিত রূপ দেওয়া হবে, যা এই অভিযানকে বহুমুখী ও কার্যকর করে তুলবে।

তেলেঙ্গানায় চলন্ত বাসে আগুন

হায়দরাবাদ, ৩০ মে : তেলেঙ্গানায় আগুন ধরে গেল একটি চলন্ত বাসে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ওই বাসে থাকা যাত্রীরা। আগুন দেখতে মাত্রই যাত্রীরা বাস থেকে নেমে পড়েন। শনিবার ভোরে নালগোন্ডা জেলার চিতিয়াল মণ্ডলের পেধা কাপার্থির কাছে বিজয়ওয়াড়া জাতীয় সড়কে একটি চলন্ত বেসরকারি বাসে আগুন লেগে যায়। বাসটি হায়দরাবাদ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ যাচ্ছিল, যখন ভোররাত ৩টে নাগাদ আগুন লাগে। যাত্রীরা আগুন দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে যান। একটি দমকলের ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে, এই ঘটনায় বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। দমকল বিভাগের এক কর্তার মতে, 'শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ একটি চলন্ত বেসরকারি বাসে আগুন লাগে। বাসটি হায়দরাবাদ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ যাচ্ছিল এবং নালগোন্ডা জেলার চিত্যাল মণ্ডলের পেধা কাপার্থির কাছে জাতীয় সড়কে এতে আগুন ধরে যায়।

একের পাতার পর

কলেজে প্রবেশিকার পরীক্ষায়ও

১১টায় পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে পারেন। দীর্ঘ সময় পরে তাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারেন। দুপুরের পরীক্ষা দুপুর তিনটের পরিবর্তে চারটে থেকে শুরু হবে বলে জানায় এনটিএ।

গোটা ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আপ নেত্রী আতিশী। তাঁর কথায়, শিক্ষামন্ত্রীর অনবদ্য অপদার্থতা! লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে শেষে শুনছে পরীক্ষা পিছিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। যদিও গোটা ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী এখনও চুপ। প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার এই সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলিতে ত্রুটি দেখা যাচ্ছে? পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ কেন সুরক্ষিত করছে না নিয়ামক সংস্থা?

সিইউইটি পরীক্ষাতেও বিশৃঙ্খলা

প্রশ্নপত্র সমাধানের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ সময় দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে কাউকে কেন্দ্র থেকে বের হতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এনটিএ জানিয়েছে, পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (সিইউইটি-ইউজি ২০২৬) পরীক্ষায় শনিবার দেখা দেওয়া বিশৃঙ্খলা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি অভিযোগ করেছেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে সরকার।

শনিবার সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে রাহুল গান্ধী লেখেন, 'নিট, সিবিএসই, এসএসসি এবং এখন সিইউইটি, চারটি পরীক্ষা, এক কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী, অথচ একটি পরীক্ষাও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা গেল না।' তাঁর দাবি, সরকার নিজেদের সেরা বলে প্রচার করলেও বাস্তবে একটি পরীক্ষাও ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, 'যে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আজ নষ্ট করা হচ্ছে, সেই প্রজন্মই একদিন সরকারের কাছে জবাব চাইবে।'

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) পরিচালিত সিইউইটি-র প্রথম দিনেই দেশজুড়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে। অনলাইন মাধ্যমে প্রশ্নপত্র আপলোডে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সকালের শিফটের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে শুরু হয়। জয়পুর-সহ দেশের একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে এই সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক তথ্যের অভাবে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং বহু কেন্দ্রে ক্ষোভ প্রকাশ পায়।

এনটিএ জানিয়েছে, পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সার্ভারে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়। সার্ভারে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সময়মতো প্রশ্নপত্র আপলোড করা সম্ভব হয়নি। ফলে সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষা শুরু হয় বেলা ১১টা ২০ মিনিটে। এছাড়া দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষার সময়ও পরিবর্তন করা হয়েছে। দুপুর ৩টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সংশোধিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হয় বিকেল ৪টায়।

অরুণোদয়ের জেরে ১৬ শতাংশ

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এনএফএইচএস-৬ এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী অসমে বিবাহিত মহিলাদের উপর স্বামীদের নির্যাতনের ঘটনা ১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই পরিবর্তনের পেছনে অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের হাতে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়াকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। ২০২০ সালে চালু হওয়া অরুণোদয় বর্তমানে অসম সরকারের অন্যতম বৃহত্তম প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হল আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মহিলা সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর করা। শুরুতে সীমিত সংখ্যক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরবর্তীতে ধাপে ধাপে প্রকল্পটির পরিধি বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমানে অরুণোদয় ৩.০-র আওতায় রাজ্যের প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে এই আর্থিক সহায়তা বহু পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভরসা হয়ে উঠেছে বলে দাবি সরকারের। সরকারের মতে, অরুণোদয় প্রকল্পের প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। এর ফলে তাঁদের সামাজিক অবস্থান, আত্মবিশ্বাস এবং পারিবারিক মর্যাদাও শক্তিশালী হচ্ছে বলে সরকারের দাবি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নারী ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করেই আগামী দিনেও সরকার বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তাঁর কথায়, 'মহিলারা আর্থিকভাবে শক্তিশালী হলে পরিবার শক্তিশালী হয়, আর শক্তিশালী পরিবারই একটি উন্নত ও সুস্থ সমাজ গঠনের ভিত্তি তৈরি করে।'

কর্নাটকে কংগ্রেসের নেতা

বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে বসেন সিদ্দা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিবকুমারও। ওই বৈঠকেই বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পাশাপাশি উত্তরসূরি হিসাবে শিবকুমারের নাম অনুমোদন করেন। বৈঠক শেষে সিদ্দার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন শিবকুমার। এরপরই লোকভবনে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দেন সিদ্দা। যদিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। রাজ্যপালের সচিবের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন সিদ্দা।

এরপর শুক্রবার দিল্লির ১০ জনপথে রাহুল গান্ধীর বাসভবনে আরও একদফা বৈঠক হয়। রাহুল ও খাড়গের উপস্থিতিতে সেই বৈঠকে নিজের দাবি দাওয়া পেশ করেন সিদ্দারামাইয়া। এমএলসি পদে নিয়োগের জন্য নামের তালিকা পেশ করেন। এর পাশাপাশি মন্ত্রিসভায় কাদের নিয়োগ করতে হবে সে তালিকাও দেওয়া হয় হাইকমান্ডকে। এছাড়াও তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে দফতরগুলি শিবকুমারের হাতে ছিল সেগুলি যাতে সিদ্দাপুত্র যতীন্দ্রকে দেওয়া হয়, সেই দাবিও রাখেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। এই তালিকায় রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অনগ্রসর জাতি কল্যাণ, শিল্প বা জলসম্পদ দফতর। এদিকে, শিবকুমারের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করলেও হাইকমান্ডের তরফে তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর পরিকল্পনা করা হলেও সে প্রস্তাব খারিজ করেছেন সিদ্দা। জানিয়ে দিয়েছেন, কর্নাটক রাজনীতিতে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকতে চান তিনি। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়লেও কর্নাটক কংগ্রেসের রাশ নিজের হাতে রাখতে আগ্রহী সিদ্দারামাইয়া। কংগ্রেস সূত্রে জানা যাচ্ছে, বুধে শিবকুমারের সঙ্গে আট থেকে দশজন মন্ত্রী শপথ নিতে পারেন। সেই তালিকায় যতীন্দ্রর জায়গা হতে পারে। জানা যাচ্ছে, রাজ্যসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে ১৮ জুনের পরে মন্ত্রিসভার বাকি সম্প্রসারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে মোদির

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রশাসনিক সংস্কারকে সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। লিখিত প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকে সেই পরিকল্পনাগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা বলেই মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিনও মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা করেছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে। এবার মন্ত্রিসভা হবে আগে থেকে অনেকটাই সংকুচিত এবং নতুন মুখের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন পুরানো দল থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এই তালিকায় পীযূষ হাজরিকা থেকে শুরু করে জয়ন্ত মল্লবরুয়া, কৌশিক রায়, অশোক সিংঘলের মতো নাম থাকছে। একইসঙ্গে সম্প্রতি দলে যোগ দেওয়া প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের মতো নাম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী মাসে প্রথম সপ্তাহে এই তালিকা ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকের পর তিনি জানিয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে অসমের উন্নয়নের যাত্রায় কেন্দ্র সরকারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্যও একটি সুস্পষ্ট উন্নয়ন রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকর্ষণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি জানান। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তখন বলেছিলেন, গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রের সহযোগিতায় অসম যে উন্নয়নের নতুন অধ্যায় রচনা করেছে, আগামী পাঁচ বছরে সেই গতি আরও বাড়ানো লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন।

শনিবারের সফরে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তিনি জানান, অসমে রেল যোগাযোগ এবং রেল পরিকাঠামো সম্প্রসারণ নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১,৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথ নতুন ও সম্প্রসারিত রেলপথের কাজ চলছে। পাশাপাশি ৫০টিরও বেশি অমৃত ভারত স্টেশনের উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'অসমে রেল নেটওয়ার্ক এবং রেল পরিকাঠামো সম্প্রসারণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। চলমান ১,৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথ সম্প্রসারণ এবং ৫০টিরও বেশি অমৃত ভারত স্টেশনের উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।' রাজ্য সরকারের বর্তমান অগ্রাধিকারের তালিকায় সড়ক ও যান ক্ষেত্র হল যোগাযোগ পরিকাঠামো। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই), এনএইচআইডিসিএল এবং এনএইচআইএমএল-র শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেসওয়ে, গহপুর-নুমলীগড় টুইন টিউব টানেল, কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডর এবং কামাখ্যা রোপওয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাজের গতি বাড়ানো এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার নির্দেশও দিয়েছেন।

শুধু পরিকাঠামো নয়, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রেও নতুন সরকারের পরিকল্পনা স্পষ্ট করতে শুরু করেছে প্রশাসন। সম্প্রতি অর্থ দফতরের সঙ্গে বৈঠকে আসন্ন বাজেট এবং নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে বৈঠকে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, হাসপাতালগুলিতে জনবলের ঘাটতি পূরণ, চা-বাগান হাসপাতালগুলির উন্নয়ন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফেরার পর এনডিএ সরকার এখন উন্নয়নকেই প্রধান রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে সামনে রাখতে চাইছে। সম্প্রতি সম-নাগরিক সংহিতা (ইউসিসি) বিল পাস করিয়ে বিজেপির দীর্ঘদিনের একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পর সরকার এখন পরিকাঠামো, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে।

পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এই বৈঠক শুধু একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, বরং আগামী পাঁচ বছরে অসমের উন্নয়নের গতি আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উন্নয়ন, বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে যে বৃহত্তর রোডম্যাপ নিয়ে এনডিএ ৩.০ সরকার এগোতে চাইছে, শনিবারের দিল্লি বৈঠক সেই বার্তাকেই আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

ধুলোঝড়ে লণ্ডভণ্ড মরুরাজ্য

প্রবল বাতাস বইতে থাকে এলাকায়। বালি ও ধুলোর ঘন মেঘ ঢেকে ফেলে আকাশ। মুহূর্তের মধ্যে ধুলোর চাদরে ঢেকে যায় সমস্ত এলাকা। দৃশ্যমানতা না থাকায় ব্যাহত হয় যান চলাচল। জানা যাচ্ছে, এই ধুলোঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার। ধুলোর জেরে চোখ জ্বালা ও শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা তৈরি হয় সাধারণ মানুষের। গোটা ঘটনায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে। সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই রাজস্থানের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির উপরে ঘোরাফেরা করছিল। শুক্রবার তা ৪৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে সক্রিয় হচ্ছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। যার জেরে আগামী কয়েকদিনে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নামতে পারে তাপমাত্রাও। এর ঠিক পর রাজ্যজুড়ে ধূলিঝড়ের তাণ্ডব দেখল রাজস্থান।

অ্যাকশন মুডে অধ্যক্ষ রণজিৎ

দাস স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও ধরনের বেআইনি কাজকর্ম বরদাস্ত করবেন না তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের রণজিৎকুমার দাস বলেন, 'অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কয়েকজন আধিকারিক বলেন, গত কয়েক বছরে অবসরের পর অনেকের চাকরির কার্যকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলে অনেককেই পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। যা মেনে নেওয়া যায় না। ২০১৬ সালে যখন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলাম, তখনই বলেছিলাম অবসরের পর কারও যেন চাকরির কার্যকাল বৃদ্ধি করা না হয়। তাই গত কয়েক বছরে অযৌক্তিকভাবে যাদের মাস্টাররোল, ক্যাজুয়াল এবং চুক্তিভিত্তিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' এখানেই শেষ নয়, বিধানসভার সচিবালয়ে আর্থিক অনিয়ম নিয়েও শীঘ্রই তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলেও স্পষ্ট জানান তিনি। এই মন্তব্যে যা বোঝানোর তা বুঝিয়ে দিয়েছেন অধ্যক্ষ দাস। এদিকে, বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরী বলেন, গত কয়েক বছরে বিধানসভা সচিবালয়ে অবসরের পর অনেকের চাকরির কার্যকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা ভাল হয়নি। কিন্তু বর্তমানের অধ্যক্ষ কড়া পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। ভাল হয়েছে। এর ফলে নতুন যুবক-যুবতীরা কাজের সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে বিধানসভার সচিবালয়ে খাওয়া দাওয়া, ফুল সহ অন্যান্য বিষয়ে আর্থিক অনিয়মের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তের ঘোষণা করা উচিত বলেও দাবি করেন বিরোধী দলনেতা চৌধুরী।

জনরোষের মুখে তৃণমূল নেতা

গেল প্রায় ঘণ্টা খানেক অবরুদ্ধ থাকার পর শেষে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় ঢুকেছে। অভিষেক বলেন, পুলিশকে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও সহায়তা পাইনি। এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। দেখছেন তারা গণতন্ত্রের কথা মুখে বলে, আর কাজে কী করছে।

অভিষেক আরও বলেন, 'এদের পরিবারের তরফে আমাকে বারবার বলা হয়েছিল যেন না আসি। এখানে আমার উপর হামলা হবে জানতাম, এত ভয় কীসের? ডবল ইঞ্জিন সরকার, গণতান্ত্রিক সরকার তো এত ভয় কেন? আমিও এখানে বসে থাকব যতক্ষণ না বাহিনী পুলিশ এসে এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না করে। আমরা আইনেরও দ্বারস্থ হব। আদালতে যাব সব ফুটেজ নিয়ে।'

অভিষেকের পাল্টা অবশ্য রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এসব ব্যাপারে বিজেপি নেই। আর এসব সুস্থ সমাজে কাম্য নয়। উদ্ধত্য মানুষ চিরদিন বরদাস্ত করে না এই নির্বাচনই তার প্রমাণ। কারও কোনও ক্ষোভ থাকতেই পারে কিন্তু এ ধরনের কোনও কাজ সভ্য সমাজে কাম্য নয়। এর সঙ্গে দূরদূরান্ত বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা সংযত ছিলাম, আছি বলেই আজ তৃণমূল কংগ্রেস অক্ষত। আর তৃণমূল আসলে বিরোধীদের বিবৃতি দেওয়ার অবস্থায় থাকত না।

তিনি আরও বলেন, পুলিশকে বিষয়টা দেখতে বলব। তৃণমূলের কোনও রাজনৈতিক নৈতিকতা নেই এসব নিয়ে কথা বলার। যে অত্যাচার চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে। তিনজন সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতির গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, শুভেন্দু অধিকারীকে গাড়িতে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে। আজ কোথায় ডিজে, কোথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত? তবে শান্ত থাকুন। ভদ্রভাবে রাজনীতিকরা কাজ করুন। হিংসা বন্ধ করুন।

ঘটনার প্রায় ঘণ্টা খানেক পর কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করে বারুইপুর জেলার পুলিশ। পুলিশ প্রথমে এসে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করে। অভিষেক যে আক্রান্ত তৃণমূল নেতার বাড়িতে ঢুকেছে তা ঘিরে ফেলেছিল সাধারণ মানুষ। পুলিশ এসে সেই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সরানোর কাজ শুরু করে। বাড়ি-সহ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও এলাকাবাসীদের দাবি, সাধারণ মানুষকে জবাব দিয়ে তবেই এলাকা ছাড়তে পারবেন অভিষেক। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ ঘিরে অভিষেককে বের করে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে পরিকল্পিত হামলা বলে দাবি করা হয়েছে। দলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, বিরোধী শক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তৃণমূল নেতৃত্বকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। যদিও বিজেপির সাফ দাবি, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এই বিক্ষোভ। ফলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

বিজেপির দায়িত্ব নিয়েই

উপস্থিতিতে রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই ৪৪ বছর বয়সি অভিষেক দেবরায় বলেন, বুথ স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে আরও সুসংহত করার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। মূল লক্ষ্য, ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচন। তাঁর আহ্বান, ওই নির্বাচনে বিজেপিকে আরও ভালো ফল করতে হবে। সেজন্য সবাইকে ঝাঁপাতে হবে।

পাশাপাশি দলীয় কর্মী ও সদস্যদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে দল বা দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফেসবুক সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের উল্টোপাল্টা মন্তব্য দলের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব দলীয় কর্মীদের কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক মাধ্যমের মন্তব্যের ওপর নজর রাখছেন। যারা দল ও শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা অভিষেক দেবরায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, একজন তরুণ নেতাকে রাজ্য সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করায় আরও বেশি যুবক বিজেপিতে যোগ দিতে উৎসাহিত হবে।

জুবাইরের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি

বলেন, পর্যালোচনা সভায় জাহান উদ্দিন বড়ভূইয়া নামের হাইলাকান্দির এক যুব কংগ্রেস কর্মকর্তা নির্বাচনী ফলাফলকে ঘিরে নিজের বক্তব্য তুলে ধরার সময় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈর নামে অভিযোগ করতে থাকেন। জাহান উদ্দিন বলতে শুরু করেন, নির্বাচনে আলগাপুর- কাটলিছড়া আসনের দলীয় প্রার্থী জুবাইর এনাম জয়ী হন, তা চাননি খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নামে এমন আপত্তিজনক কথাবার্তা শুনে তিনি আপত্তি জানান। এতে জাহান উদ্দিন সহ তাঁর সঙ্গী হাইলাকান্দি যুব কংগ্রেসের অন্যান্য আরও কয়েকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উচ্চবাচ্য শুরু করেন। তাঁরা গৌরব গগৈর নাম নিয়ে একের পর এক আপত্তিজনক কথাবার্তা বলতে শুরু করার পাশাপাশি একসময় মারমুখী হয়ে ওঠেন। এতে বিগড়ে যায় পরিস্থিতি।

আমিনুল বলেন, জাহান উদ্দিন সহ অন্যান্য যে কয়েকজন এদিন গণ্ডগোল পাকিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনেও এরা দলীয় প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তখনই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে আজ এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পর্যালোচনা সভায় গণ্ডগোল পাকানো জাহান উদ্দিনরা যেহেতু জুবাইর এনামের সূত্র ধরে গৌরব গগৈর নাম নিয়ে গালিগালাজ করেছেন, তাই ঘটনার পেছনে জুবাইর এনামের হাত থাকার সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছেন না। এনিয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন আমিনুল। সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন তিনি বলেন, আলগাপুর-কাটলিছড়া আসনে দলীয় প্রার্থী বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন এটা ঠিক। ওই এলাকার ভোটারদের সমর্থনেই এমন জয় সম্ভব হয়েছে। তবে অন্য কেউ প্রার্থী হলে হয়তো ব্যবধানটা আরও বেশি হতে পারতো।

ইন্দিরা ভবনের ভেতরে বসে আমিনুল যখন হাইলাকান্দির ঘটনাকে ঘিরে এভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরছিলেন, তখন বাইরে সোনাই এলাকার কংগ্রেসিদের দেখা যায় জুবাইর এনামের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি দিতে। সোনাই ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি নাসিম আহমদ লস্কর, সোনাই যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি গালিব লস্কর সহ অন্যান্যরা জুবাইর এনামের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সরাসরি অভিযোগ করেন, পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে হাইলাকান্দিতে এদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাটা ঘটিয়েছেন জুবাইর এনাম। তাঁকে বিজেপির দালাল বলে অভিহিত করতেও পিছিয়ে থাকেননি তাঁরা। নাসিমরা অভিযোগ করেন, জুবাইর এনাম বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু করেছেন। এই অভিযোগ করে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, জুবাইর যেন কাছাড়ে প্রবেশ না করেন।

হাইলাকান্দিতে যুব কংগ্রেসের

উপস্থিত হয়ে অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ রণজিৎকুমার দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। যুব কংগ্রেসের একাংশ সদস্যের অভিযোগ, কংগ্রেসের বিধায়ক হয়েও বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা দলীয় আদর্শের পরিপন্থী। সেই কারণেই তাঁদের ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়েছে। প্রতিবাদের সময় একাধিক যুব কংগ্রেস কর্মী আমিনুল হক লস্করকে 'বিজেপির দালাল' বলেও আখ্যা দেন। তাঁদের দাবি, কংগ্রেসের পতাকা ও আদর্শের নামে নির্বাচিত হয়ে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়টি দলীয় কর্মীরা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেন না।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অন্দরে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বিশেষ করে বরাক উপত্যকার কংগ্রেস রাজনীতিতে এই ঘটনা নতুন রাজনৈতিক জল্পনার জন্ম দিয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আলোচনা আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রমে

অভাবে বহু প্রতিষ্ঠান কার্যত চতুর্থ বর্ষের পাঠদান নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বহু কলেজে এখনও শিক্ষক শূন্যপদের সমস্যা রয়েছে। কোথাও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই, কোথাও আবার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গড়ে ওঠেনি। ফলে নতুন পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরি হয়েছে।

আসু আরও দাবি করেছে, চার বছরের পাঠ্যক্রমের শেষে কোন্ শিক্ষার্থী 'ডিগ্রি (অনার্স)' এবং কে 'ডিগ্রি (অনার্স উইথ রিসার্চ)' পাবেন, সেই বিষয়েও এখনও স্পষ্টতা নেই। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত নির্দেশিকার অভাবে সমস্যায় পড়ছে বলে সংগঠনটির দাবি। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে নতুন শিক্ষা নীতি চালু করা হলেও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ ও পরিকাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যথায় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আসু দাবি করেছে, চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার আগে রাজ্যের কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। একইসঙ্গে ডিগ্রি প্রদানের নিয়মাবলি এবং গবেষণাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের কাঠামো নিয়ে উচ্চশিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তরফে স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়েছে। আসু-র সভাপতি উৎপল শর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক সমীরণ ফুকনের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রমের প্রথম ব্যাচ শীঘ্রই চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করতে চলেছে। তার আগে কলেজগুলির প্রস্তুতি এবং ডিগ্রির কাঠামো নিয়ে স্পষ্টতা না এলে বিভ্রান্তি আরও বাড়তে পারে বলে শিক্ষা মহলের একাংশের আশঙ্কা।

এসআইআর সাংবিধানিক

(এসআইআর) শুধুমাত্র ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের যাচাই-বাছাইয়েই উত্তীর্ণ হয়নি, বরং এটি সাংবিধানিক ও আইনি আজ্ঞা পূরণেও অত্যন্ত সফল হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমার বলেন, আমি আপনাদের এটাও জানাতে চাই, এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন সমস্ত জাতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক দলের জেলা ও রাজ্য সভাপতিদের পাশাপাশি ১৫ লক্ষেরও বেশি বুথ-স্তরের এজেন্টের কড়া তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি ১১ লক্ষেরও বেশি বুথ-স্তরের কর্মকর্তা, সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাঁরা সকলেই রাজ্য সরকারের কর্মচারী এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশনে থেকে একসঙ্গে কাজ করছেন সমগ্র বিশ্বের অন্যতম এবং আমি আবারও বলছি, অন্যতম, সঠিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য।'

'গণতন্ত্রে ভিন্নমত স্বাভাবিক'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যায়, এক্স থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র হ্যান্ডেল। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রের নির্দেশেই বন্ধ করা হয়েছে সিজেপির এক্স অ্যাকাউন্ট। আইবি-র তরফ থেকে দাবি করা হয়ে, এই অ্যাকাউন্টটি জাতীয় সুরক্ষার জন্য বিপজ্জনক। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠাতা অভিজিতের কথায়, 'এই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও অন্যায় মন্তব্য করা হয়নি, উসকানিমূলক পোস্টও করা হয়নি। কিছু সামাজিক ইস্যুতে পোস্ট করা হয়েছে স্রেফ। তা হলে কেন রুখে দেওয়া হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টের কার্যাবলি? উত্তর দেয়নি কেন্দ্র।'

শ্রীভূমিতে বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞান জেউতি'র হীরকজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৩০ মে : আসাম বিজ্ঞান সমিতির দ্বি-মাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞান জেউতি'র হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রীভূমির স্থানীয় মহর্ষি বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে শনিবার দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল আসাম বিজ্ঞান সমিতি, শ্রীভূমি শাখা। দিনের শুরুতে আসাম বিজ্ঞান সমিতির সদস্য-সদস্যা, জেলার বিশিষ্টজন, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন আসাম বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. অরূপকুমার মিশ্র। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী আসাম প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ সহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে আয়োজিত বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

মঞ্চে উপাচার্য অধ্যাপক মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী সহ বিশিষ্টজনেরা।

প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আসাম বিজ্ঞান সমিতি, শ্রীভূমি শাখার সভাপতি দেবারতি নাথ। স্বাগত ভাষণ দেন মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ ও সমিতির উপ-সভাপতি দিবাকর দাস। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্মলকুমার সরকার। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল আসাম বিজ্ঞান সমিতি, শ্রীভূমি শাখা প্রকাশিত বাংলা জনবোধ্য বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞান দর্পণ'-র আবরণ উন্মোচন। পত্রিকাটির সম্পাদক ড. শুচিস্মিতা দত্ত সরকার এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

এসময় 'বিজ্ঞান জেউতি', 'বিজ্ঞান দর্পণ' এবং আসামে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে আসাম বিজ্ঞান সমিতির ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. অরূপকুমার মিশ্র। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ও সম্ভাব্য কর্মপন্থা নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির শ্রীভূমি শাখার সম্পাদক নিরোজিৎ দাস। পরবর্তীতে আয়োজিত বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন সমিতির উপ-সভাপতি সত্যজিৎ দাস, পাথারকান্দি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তানভির আহমদ, টেগোর স্কুল অব স্টাডিজ, বদরপুরের অধ্যক্ষ সুস্মিতা দাস নন্দী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে পুরস্কার ও শংসাপত্র লাভ করে 'ক' বিভাগ (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি) প্রথম হয়েছে শ্রীভূমির লিটিল অ্যাঞ্জেল স্কুল, দ্বিতীয় ফ্রন্টিয়ার স্কুল, শ্রীভূমি ও তৃতীয় হয় মহর্ষি বিদ্যামন্দির, শ্রীভূমি। 'খ' বিভাগ (নবম-দ্বাদশ শ্রেণি) প্রথম হয়েছে মহর্ষি বিদ্যামন্দির, শ্রীভূমি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় শ্রীভূমির সরস্বতী বিদ্যানিকেতন, ও বদরপুরের টেগোর স্কুল অব স্টাডিজ। 'গ' বিভাগ (স্নাতক স্তর) প্রথম করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, শ্রীভূমি ও দ্বিতীয় হয়েছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়, শ্রীভূমি। অন্যদিকে বিশেষ পুরস্কার করিমগঞ্জ পলিটেকনিক, শ্রীভূমি। অনুষ্ঠানটি জেলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞানচর্চাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা মত প্রকাশ করেন।

প্রয়াত সিন্ধু কর্মকারের বাড়িতে গেলেন কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি

সাময়িকপ্রসঙ্গ, কালাইন, ৩০ মে : কাটিগড়ার জালালপুর বাগানের বাসিন্দা স্বনামধন্য ফুটবলার সিন্ধু কর্মকারের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী। শনিবার তিনি প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন। সুব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিলেন কুশিয়ারকুল জিপি সভাপতি প্রীতম পাল, বুথ সভাপতি জহর দে, বিজেপি কার্যকর্তা নির্মল রায়, দীপক দেব প্রমুখ। প্রয়াতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সুব্রত বলেন, নব্বইয়ের দশকে সিন্ধু কাটিগড়ার ডাকসাইটে ফুটবলার ছিলেন। কাছাড়ের বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। আরও বলেন, আগামীতে সিন্ধু কর্মকারের নামে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত বুধবার সিন্ধু শিলচর ক্যান্সার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৪। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে সহ আত্মীয়-পরিজন ও অনেক গুণমুগ্ধ। উল্লেখ্য, সিন্ধু বেশ কয়েকবার অসমের মাস্টার্স গেমসে অংশ নিয়েছিলেন।

চিপরসাঙ্গনে জলে ডুবে দুই কিশোরের মৃত্যু, শোক নদওয়ার

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩০ মে : হাইলাকান্দি জেলার চিপরসাঙ্গন প্রথম খণ্ড এলাকার মণিপুরি বস্তিতে এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় দুই কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ফুটবল খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই মেধাবী শিক্ষার্থীর অকাল প্রয়াণে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছে। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে হাইলাকান্দি জেলা এমারতে শরয়িয়া ও নদওয়াতুত তামির। শনিবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মওলানা হিফজুর রহমান মজুমদারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল চিপরসাঙ্গন প্রথম খণ্ডের মণিপুরি বস্তিতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানায়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ও সাহস ধারণের আহ্বান জানান। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারত ফিকহ কাউন্সিলের সম্পাদক ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. মওলানা জলাল উদ্দিন চৌধুরী, জেলা এমারতে শরয়িয়া ও নদওয়াতুত তামিরের সম্পাদক মওলানা কামরুল ইসলাম বড়ভূইয়া, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী মুজিবুর রহমান বড়ভূইয়া সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি নিহত দুই কিশোরের আত্মার শান্তি কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ মে চিপরসাঙ্গন প্রথম খণ্ড এলাকার বাসিন্দা সুকান্ত সিন্‌হার একমাত্র পুত্র অভিনব সিন্‌হা (নবম শ্রেণির ছাত্র) এবং প্রদীপ সিন্‌হার ভাগিনা অনুপম সিন্‌হা (দশম শ্রেণির ছাত্র) ফুটবল খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত জলে পড়ে যায়। স্থানীয়দের দ্রুত উদ্ধার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ
আজ শিলচরে তৃতীয় পর্বের অনুষ্ঠান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বরাক এন্টারটেনমেন্ট সোসাইটি। 'স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ্য-চর্চা'; এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে আগামী ৩১ মে শিলচরের শিবালিক পার্ক শ্রীশ্রী দুর্গা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হতে চলেছে এই ধারাবাহিক কর্মসূচির তৃতীয় পর্ব। অনুষ্ঠানের যৌথ আয়োজক হিসেবে রয়েছে শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটি।

উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর ২০২৫-এ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সূচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিলচর মধ্যসহর সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রেক্ষাগৃহে। পরবর্তীতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কোরাস নাট্য সংস্থার সহযোগিতায় টিকরবস্তিতে দ্বিতীয় পর্বের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর কালজয়ী চলচ্চিত্র অযান্ত্রিক প্রদর্শিত হয়েছিল।

আগামী ৩১ মে সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে মাসরুল বারি ও কৃশানু ভট্টাচার্যের সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা ঋত্বিক ঘটক বিষয়ক একটি বিশেষ স্থিরচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র মেঘে ঢাকা তারা-র একটি আবেগঘন রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। আলোচনা সভার পর প্রদর্শিত হবে দেশভাগ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট, অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘে ঢাকা তারা'।

আজ শ্রীভূমিতে সেকেন্ডারি টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৩০ মে : অল অসম হায়ার সেকেন্ডারি টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, অসম-র রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভা আগামী ৩১ মে (রবিবার) শ্রীভূমির করিমগঞ্জ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই সভায় সংগঠনের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পদাধিকারী ও সদস্যরা অংশগ্রহণ করবেন। সভায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি, শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি-দাওয়া এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই সভায় বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও, একইদিন বিকেল ৫টায় শ্রীভূমির রমণী রোডস্থিত শিক্ষক ভবনে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান নানা ইস্যু এবং সংগঠনের আগামী দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

বিশ্ব তামাকবিরোধী দিবসে হাইলাকান্দিতে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

সামরিক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩০ মে : বিশ্ব তামাকবিরোধী দিবস উপলক্ষে শনিবার হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুরের এমএইচসিএম প্রেক্ষাগৃহে এক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযান-এর জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ শাখার উদ্যোগে, আসাম ক্যান্সার সেবা ফাউন্ডেশন, এমএইচসিএইচ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (আলগাপুর) এবং হাইলাকান্দি রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ বছরের বিশ্ব তামাকবিরোধী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'নিকোটিন ও তামাকাসক্তির মোহ উন্মোচন এবং তার প্রতিরোধ'। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল তামাক ও নিকোটিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তামাকমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসাম ক্যান্সার সেবা ফাউন্ডেশনের জেলা সমন্বয়ক রুহুল আমিন চৌধুরী, মুখ ও দন্ত শল্যচিকিৎসক ডা. অহিমিক বিশ্বাস, জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের অসংক্রামক রোগ শাখার জেলা কর্মসূচি সমন্বয়ক জৌদীপ সিনহা, উত্তম দেব এবং স্টাফ নার্স

তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে সচেতনতা যাত্রার একাংশ।

সাংকিমি নাংলাই। এছাড়াও রোটারি ক্লাবের সম্পাদক ড০ কামাল হোসেন চৌধুরী সহ সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা তামাক সেবনের ফলে সৃষ্ট নানা স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে মুখগহ্বরের ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগ এবং শ্বাসযন্ত্রের জটিল অসুস্থতার কথা তুলে ধরে তাঁরা শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের তামাকজাত ও নিকোটিনজাত দ্রব্য থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। কর্মসূচির অংশ হিসেবে তামাকমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারপাশে একশ মিটার এলাকার মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন সড়কে হলুদ সীমারেখা অঙ্কন করা হয়। উপস্থিতদের জানানো হয়, আইন অনুযায়ী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একশ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা তামাকমুক্ত জীবনযাপনের শপথ গ্রহণ করেন এবং সমাজে তামাকবিরোধী সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বক্তারা বলেন, তামাকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে আগামী প্রজন্মকে ক্যান্সার সহ নানা দূরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানের শেষে একটি তামাকমুক্ত, সুস্থ ও ক্যান্সারমুক্ত হাইলাকান্দি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মধ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

দূষিত পানীয়জলের জেরে স্বাস্থ্য উদ্বেগ

আজ মালুগ্রামে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির জয় রাধে সেবা সমিতির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : মালুগ্রাম এলাকায় দূষিত ও নিম্নমানের পানীয়জল সরবরাহকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে রবিবার এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে জয় রাধে সেবা সমিতি এবং আর্যপট্টি দুর্গাবাড়ি ট্রাস্ট। শিবিরটি অনুষ্ঠিত হবে মালুগ্রাম ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাবাড়ি ট্রাস্ট, আর্যপট্টি প্রাঙ্গণে। সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হওয়া এই স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি ওষুধ বিতরণ করা হবে বিনামূল্যে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতির জন্য জেলা যুগ্ম সঞ্চালকের কাছে আবেদন করা হয়েছে। জয় রাধে সেবা সমিতির সভাপতি জয়দীপ চক্রবর্তী জানান, কোভিড পরবর্তী সময়ে এবং বন্যা পরিস্থিতিতে শিলচরের বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় একাধিক স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করেছে সংগঠনটি। পাশাপাশি দুটি অনাথ আশ্রমেও চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এবারের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, রোগীদের সুবিধার্থে টোকেন ব্যবস্থা, সিরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিবিরের সামগ্রিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব সংগঠনের সদস্যরাই পালন করবেন, যাতে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়। এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা। মালুগ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার সকল সাধারণ মানুষকে রবিবারের এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত হয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

নগাঁওর জুরিয়ায় শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের উদ্যোগে মাধবদেব আবির্ভাব মহোৎসবের প্রস্তুতি জোরদার

সুনীল রায়

নগাঁও, ৩০ মে : উত্তর পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক, অরাজনৈতিক এবং জাতীয় অনুষ্ঠান শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে সংঘের নগাঁও জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় এবং জুরীয়ার সত্য সন্ধ্যা আঞ্চলিক শাখার সহযোগিতায় জুরীয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সারাদিন ব্যাপী কার্যসূচির মাধ্যমে মহাপুরুষ শ্রীশ্রী মাধবদেবের ৫৩৮ তম আবির্ভাব মহোৎসব ৭জুন থেকে উদযাপন করার প্রস্তুতি চলছে। সে অনুযায়ী সেদিন সকালে অভ্যর্থনা সমিতির নামঘর উপ সমিতির উদ্যোগে প্রভাতফেরির মাধ্যমে আবির্ভাব মহোৎসবের শুভারম্ভ হবে। সংঘের নগাঁও জেলা সেবা বাহিনীর উদ্যোগে সাফাই অভিযানের পর পতাকা উত্তোলন করবেন শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের কর্মকর্তা ভবেন্দ্র নাথ ডেকা। এর পর ভাগবত এবং সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বের করা হবে। বেলা ১১টার সময় থেকে কর্মকর্তা ভবেন্দ্র নাথ ডেকার পরিচালনায় ধর্মালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভা উদ্বোধন করবেন সংঘের প্রধান সম্পাদক কুশল ঠাকুরীয়া। মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করবেন সংঘের মুখ্য উপদেষ্টা রজনীকান্ত দত্ত। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে বিধায়কদ্বয় রূপক শর্মা, নরুল হুদা, নগাঁও জেলা কমিশমার দেবাশিস শর্মা, সংঘের উপ সভাপতি চন্দ্র হাজরিকা, নগাঁও জেলা পরিষদের সভানেত্রী গীতাঞ্জলি হাজরিকা, নগাঁও জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী আধিকারিক মনোজ কুমার চিকারিয়া, জুরীয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আনোয়ার হুসেইন অংশগ্রহণ করবেন। নগাঁও জেলা শাখার সভাপতি চেনারাম ডেকা এবং সম্পাদক বিপুল শইকিয়া আবির্ভাব মহোৎসব সফল করে তুলতে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এপিডিসিএলের অনুদান, তীব্র প্রতিক্রিয়া গ্রাহক সংগঠনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : রাজ্যের বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি এপিডিসিএল মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দশ কোটি টাকার অনুদান দেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশনের অসম রাজ্য কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে শনিবার এক প্রেসবার্তায় বলা হয়, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মাশুল সংগ্রহের পরিবর্তে জনসাধারণকে কিছুটা ছাড় দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হলেই এপিডিসিএল লোকসানের ফিরিস্তি গাইতে শুরু করে। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার জন্য দশ কোটি টাকা তারা পেল কোথায়? এতে প্রমাণিত যে এপিডিসিএল অন্যায়ভাবে জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত মাশুল সংগ্রহ করছে। এপিডিসিএল কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা নয়। জনগণের টাকায় গড়ে উঠা একটি পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। মুনাফা লাভের লক্ষ্যে এপিডিসিএল বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করতে পারে না। রাজ্যের জনগণ দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যুতের মাশুল হ্রাসের দাবি জানিয়ে আসছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো অসমেও অন্তত ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদানের দাবি দীর্ঘদিনের। অথচ জনগণকে রেহাই দেওয়ার পরিবর্তে দশ কোটি টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যদিকে অসমে সরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন প্রকল্প গড়ে না তুলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির এই অনুদান প্রদান অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণের যখন নাভিশ্বাস উঠছে তখন মাসে ন্যূনতম একশো ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদান করতে ইলেক্ট্রিসিটি কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন জোরালো দাবি জানিয়েছে।

শ্রীভূমিতে প্রধানমন্ত্রী পোষণ যোজনার চাল বরাদ্দ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৩০ মে : শ্রীভূমি জেলার বিদ্যালয়গুলিতে এপ্রিল, মে ও জুন মাসের প্রধানমন্ত্রী পোষণ যোজনার চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। নিম্ন প্রাথমিক এবং 'ক' শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ১০০ গ্রাম করে চাল এবং উচ্চপ্রাথমিক স্কুলগুলির ছাত্রদের জন্য ১৫০ গ্রাম করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জেলা কমিশনারের আদেশে জানানো হয়েছে, এপ্রিল মাসে ১৯ দিন, মে মাসের ২৪ দিন এবং জুন মাসে ২৫ দিনের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

আলগাপুর বাজারের পশ্চিম প্রান্তের গ্রামীণ রাস্তা বেহাল, সীমাহীন দুর্ভোগ

সাহাব উদ্দিন লস্কর

আলগাপুর, ৩০ মে : অত্যন্ত বেহাল হয়ে পড়েছে আলগাপুর বাজারের পশ্চিম প্রান্তের গ্রামীণ রাস্তাটি। সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতে বর্তমানে শোচনীয় হাল এই সড়কের। মানুষের ঘর থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের জনগণ বারবার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দাবি জানিয়েছিলেন যে এই রাস্তাটি সিসি ব্লক দিয়ে নির্মাণ করার জন্য। শেষপর্যন্ত গ্রামের মানুষ বেরিয়ে আসার জন্য গ্রাম থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সড়কের কিছু অংশ সিসি ব্লক দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ রাস্তা বাকি রয়েছে। এতে এই বৃষ্টিপাতের মরসুমে মানুষের দুরবস্থা চরমে উঠেছে। বিশেষকরে আলগাপুর এলাকায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম একেবারেই না থাকায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু হানিগ্রাম এলাকার এই রাস্তাটি কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে যুক্ত। হাজার হাজার মানুষকে এই রাস্তা দিয়ে আলগাপুর বাজারে আসতে হয়। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাত হওয়ায় ফের গ্রামের জনগণ বেকায়দায় পড়েছেন। স্থানীয় জনগণের পক্ষে কমরুল ইসলাম, নিজাম উদ্দিন, জাকির হোসেন, আলা উদ্দিন, রহিম উদ্দিন প্রমুখ অভিযোগ করেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের মানুষ শুধুমাত্র রাস্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিনিধি নির্বাচনের পর কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এতে তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। গ্রামের মানুষ আশাপ্রকাশ করেছেন, বর্তমান পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা রাস্তাটি নির্মাণ করে দেবেন। এনিয়ে তারা দাবিপত্রও পেশ করেছেন। এরপরও রাস্তা নির্মাণের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন না হলে গ্রামবাসী আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বেহাল গ্রামীণ রাস্তার দৃশ্য। আলগাপুরে।

তিনের পাতার পর

পাঁচ শতাধিক মানুষের স্বাক্ষর

বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি ব্রিটিশ আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, শিলংয়ে উচ্চ আদালতের কার্যক্রম, পরবর্তীকালে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচারব্যবস্থার বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান, বিপুল জনসংখ্যা, মামলার সংখ্যা এবং বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ বিবেচনা করলে এখানে একটি স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলে হাইকোর্টের বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হলেও বরাক উপত্যকার দীর্ঘদিনের এই ন্যায়সঙ্গত দাবি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য বক্তারাও বরাক উপত্যকার মানুষের দীর্ঘদিনের এই দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, এটি কোনও রাজনৈতিক দাবি নয়; বরং বিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গণমুখী ও জনস্বার্থমূলক দাবি। অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন আইনজীবী দেবোমিতা চক্রবর্তী। সভার শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন শিক্ষাবিদ কৌনিশ চক্রবর্তী। তিনি উপস্থিত সকল অতিথি, বক্তা, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর বিকাল ৩ টায় শ্রীশ্রী কাঁচাকান্তি মন্দির প্রাঙ্গণে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়। কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবির সমর্থনে স্বাক্ষর করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, এদিন পাঁচ শতাধিক মানুষ গণস্বাক্ষর অভিযানে অংশগ্রহণ করে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। বিপুল জনসমাগম এবং গণস্বাক্ষর অভিযানে মানুষের উৎসাহ আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থনের একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, সমগ্র কর্মসূচির আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন অংশুমান দত্ত, সোমনাথ দেব, কৌনিশ চক্রবর্তী এবং হরিহর চক্রবর্তী। তাঁদের পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং নিরলস প্রচেষ্টায় সচেতনতা সভা ও গণস্বাক্ষর অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

হাইকোর্ট বেঞ্চ দাবি বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বরাক উপত্যকায় গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিতে আগামী দিনগুলিতেও ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ৬ জুন ২০২৬, শনিবার, দুপুর ২ ঘটিকায় বদরপুর এনসি কলেজ প্রাঙ্গণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় বিশিষ্ট আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, ছাত্র-যুব প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। আয়োজকরা বরাকবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে, ন্যায়সঙ্গত এই গণদাবিকে সফল করতে এবং বিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে আগামী কর্মসূচিগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। কমিটির নেতৃবৃন্দ দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, গণসমর্থন এবং ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে একদিন এই দীর্ঘদিনের দাবি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

শ্রীভূমির বেহাল জাতীয় সড়ক

দুর্ঘটনা ঘটছে। ই-রিকশা, বাইক, স্কুটি ও অটোরিকশা চালকদের সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গর্ত এড়াতে গিয়ে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন চালকরা। এতে বহু মানুষ আহত হওয়ার পাশাপাশি যানবাহনেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। শুকনো মরশুমে রাস্তার উপর জমে থাকা ধুলোর কারণে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। যানবাহন চলাচলের সময় ধুলোর ঝড় সৃষ্টি হওয়ায় পথচারী, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন। অন্যদিকে, বর্ষাকালে গর্তগুলো জলে ভরে যাওয়ায় কোথায় রাস্তা আর কোথায় গর্ত তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়। এছাড়াও এই জাতীয় সড়কের পাশে দু'টি কলেজ এবং বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় অবস্থিত। প্রতিদিন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত করে। রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে। বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে রাস্তা পারাপার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় যানজটের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতেও দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। সুব্রত ভট্টাচার্য এইসব বিষয় অবগত করলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তিনি দ্রুত রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি এনএইচআইডিসিএল এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃষ্ণ কুমারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ দূর করতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এদিকে, এই বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় তামতা, সাংসদ কৃপানাথ মালা, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিজেপি জেলা সভাপতি সঞ্জীব বণিক, অসম প্রদেশ বিজেপির সদস্য অমরেশ রায় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। শীঘ্রই মানুষের সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সুব্রত।

মাগুরাছড়া এলপি স্কুলে পাঁচ মাস

ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, ওই একই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্কুল উন্নয়ন তহবিলের পাশাপাশি মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্পের অর্থও জমা হতো। ফলে অ্যাকাউন্ট ব্লক হওয়ার পর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ মধ্যাহ্ন ভোজনের টাকা তুলতে পারছে না এবং সেই কারণেই পাঁচ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে প্রকল্পটি। এখানেই উঠছে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন। মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প পরিচালনার জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক হওয়ার কথা। সেখানে কীভাবে একই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্কুল উন্নয়ন তহবিল ও মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছিল? এই অনিয়মের জন্য দায়ী কে? কেন এতদিনেও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো না? আরও বড় প্রশ্ন, যদি উন্নয়ন তহবিলে কোনও ধরনের আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে তার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বা আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে কেন নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের? প্রশাসনিক ব্যর্থতা বা আর্থিক অনিয়মের বোঝা কেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের কাঁধে?

সচেতন মহলের মতে, মধ্যাহ্ন ভোজন শুধু একটি খাদ্য কর্মসূচি নয়; এটি বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি, অপুষ্টি রোধ এবং শিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে চা-বাগান এলাকার বহু দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য এই খাবার অনেক সময় দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আহার। তাই প্রশ্ন উঠছে, পাঁচ মাস ধরে ১১০ জন শিশুকে তাদের সাংবিধানিক ও সরকারি অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার দায়ভার কি শুধুমাত্র একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়? নাকি এর জন্য সমানভাবে দায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা? এখন দেখার বিষয়, শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ এই গুরুতর বিষয়টিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেন এবং কবে নাগাদ মাগুরাছড়া এল.পি. স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা তাদের প্রাপ্য মধ্যাহ্ন ভোজন ফিরে পায়। কারণ প্রশাসনিক উদাসীনতার মূল্য কোনওভাবেই শিশুদের ক্ষুধা দিয়ে মেটানো উচিত নয়।

রোটারির আন্তর্জাতিক সনদ পেল

নেন সভাপতি (মনোনীত) বিক্রমজিৎ কর, সম্পাদক সুমু রায় (কুটন), কোষাধ্যক্ষ রীমা মিত্র, সদস্য শতরূপা নাথ পুরকায়স্থ এবং সদস্য শাশ্বতী দেব।

শপথ গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ডাঃ কামেশ্বর সিং এলেংবাম নবগঠিত রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের সদস্যদের হাতে আনুষ্ঠানিক চার্টার সার্টিফিকেট তুলে দেন। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রোটারি পরিবারের অংশ হিসেবে 'রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব শিলচর হারমনি অ্যান্ড হেরিটেজ'-এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি সম্পূর্ণ হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাবের সভাপতি নিরুপম বড়ভুইয়া। তিনি বলেন, সমাজসেবা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং যুবশক্তিকে ইতিবাচক কাজে যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েই এই নতুন ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক এবং মানবিক কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনটি নিজেদের ভূমিকা তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকবে।

ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ডাঃ কামেশ্বর সিং এলেংবাম তাঁর বক্তব্যে নবগঠিত ক্লাবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তরুণ প্রজন্মের শক্তি ও সৃজনশীলতাই সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। রোটার‍্যাক্ট-এর মাধ্যমে সেই শক্তিকে সংগঠিত ও সঠিক পথে পরিচালিত করার সুযোগ তৈরি হয়।

প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ডাঃ মোহন শ্যাম কোঁওর, শিলচর রোটারি ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস সোম এবং সম্পাদক ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি নাথও তাঁদের বক্তব্যে নবগঠিত ক্লাবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রোটারির প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর শিবব্রত দত্ত। উল্লেখ্য, একই দিনে কাছাড় ক্লাবে আয়োজিত 'স্নেহবন্ধন' সেমিনারে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, বৈজ্ঞানিক অধিবেশন এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তারই সূচনাপর্বে নতুন রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের এই আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রোটারিয়ানদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের মধ্যেও উৎসাহের সঞ্চার করে। নতুন প্রজন্মের হাত ধরে সমাজসেবার এই নতুন অধ্যায় আগামীদিনে আরও বিস্তৃত হবে বলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।

নীলবাগানে সরকারি জমিতে অবৈধ

ফলে নীলবাগান তিন আলি বাজারে নিত্যদিন যানজট বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওভার ব্রিজের নিচে প্রতিদিন পুলিশ ও কনস্টেবলদের উপস্থিতি থাকলেও, অবৈধ পার্কিং বা বিদ্যালয়ের সামনে অটোরিকশা দাঁড় করিয়ে রাখার মতো বিষয়গুলোতে তারা কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। ফুটপাত দখল করে দোকানপাট এবং ঠেলাগাড়ি রাখার ফলে বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ এবং মহিলারা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। বাজারে এসে চার চাকার গাড়ি তো দূরের কথা, একটি মোটরসাইকেল রাখার মতো জায়গাও মিলছে না। রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ মানুষের এই দুর্দশা লাঘবে এবং ফুটপাত দখলমুক্ত করতে হোজাই জেলা কমিশনারের কাছে অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো

শশাঙ্কচন্দ্র পাল। বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করেছে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সঠিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেছেন এবং অভিভাবকরাও সঠিক দৃষ্টি রেখেছেন বলেই স্কুলে এই উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট এসেছে। স্বাগত বক্তব্যে স্কুলের অধ্যক্ষ পিনাক চক্রবর্তী বলেন, এতদঞ্চলের শিক্ষানুরাগী নাগরিক, এসএমডিসি' র কর্মকর্তাদের গঠনমূলক পরামর্শ ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অশিক্ষক কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় কাছাড় জেলার ২৭টি পিএমশ্রী এইচ এস স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে ধলাই বিএনএমপি এইচ এস স্কুল। দিল্লির পিএমও কার্যালয়ের উচ্চপদস্থ অফিসার কাছাড়ের পিএমশ্রী এইচ এস স্কুল পরিদর্শন করতে এসে স্কুলের উন্নতমানের পরিকাঠামো দেখে অভিভূত হয়ে প্রশংসা করেছেন। এইসব কিছু এলাকার শিক্ষা অনুরাগী নাগরিক ও সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যের জন্যই হয়েছে বলে জানান। কারণ স্কুলের উন্নতমানের পরিকাঠামো গঠনে সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যের সহায়তা ছাড়া সেটা কোনওভাবেই সম্ভব হতো না বলে জোর গলায় দাবি করেন অধ্যক্ষ পিনাক চক্রবর্তী। গত তিন বছর ধরে ছাত্র-ছাত্রীরা ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। এসবের সকল কৃতিত্ব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বলে মত প্রকাশ করে ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী শিক্ষাজীবন আলোকময় হোক বলে আশীর্বাদ দেন তিনি। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন জেলার দুই ডিপিও ড. বিদ্যুৎ দেব চৌধুরী (শিক্ষা বিভাগ) ও গৌতম দেব। স্কুলের সার্বিক পরিকাঠামো এতই উন্নতমানের যেটা প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না মত ব্যক্ত করেন তারা। এদিন স্কুলের মাধ্যমিকের কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী ও উচ্চ মাধ্যমিকের কলা শাখায় প্রথম বিভাগে ৩১ জন, বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে ৪৫ জন (১০০ শতাংশ উত্তীর্ণ) এবং ভোকেশনালে প্রথম বিভাগে ১ জন মিলে স্কুলের মোট ১১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পৃথক পৃথকভাবে মানপত্র ও মোমেন্টো দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। বিশেষ পুরস্কার হিসেবে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হয় কলা বিভাগে ৯৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ জয়শ্রী রায় ও ৯০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ মান্টি পালকে। এছাড়াও বিষয় ভিত্তিক মার্কের উপরও আলাদা উপহার তাদের হাতে তুলে ধরা হয়। মণিপুরি এমআইএল-য়ে ১০০ শতাংশ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ রাজ্যের প্রথম স্থান দখলকারী প্রিয়জিৎ সিংহকে একইভাবে বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। বিজ্ঞান শাখায় ৮৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৌশিক রায়কেও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় মঞ্চে। এইসব উপহার সামগ্রী দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানান সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস এবং স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভূষণচন্দ্র পাল, কৃষ্ণজীবন দেবনাথ,সীতাংশু দাস, বিধানচন্দ্র পাল, প্রাক্তন শিক্ষক বেণুলাল দত্ত, জিপি সভানেত্রী গৌরী পাল, এসএমডিসি'র সহ সভাপতি অলক চক্রবর্তী, ডাঃ দিলীপ পাল, ভাস্কর সিংহ, প্রাক্তন শিক্ষক সুশান্ত বর্মন ও প্রবীণ মহিলা বিন্দুরানী নাথ, শিক্ষক হরিদাস সিনহা, শিক্ষক সনৎ সিংহ ও শিক্ষক সাগর দত্ত প্রমুখ।

দিব্যাঙ্গদের সেবা ঈশ্বরের কাজ

ভারতের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ (দিব্যাঙ্গজন) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কেন্দ্রটি গুয়াহাটির ভাঙ্গাগড়ে অবস্থিত গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে অবস্থিত এবং ২০০১ সালে কার্যক্রম শুরু করে। তাছাড়া কেন্দ্রটি স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওড়িশা-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন। এর প্রধান লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য সমন্বিত ও সর্বাঙ্গীণ পুনর্বাসন পরিষেবা প্রদান করা। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সেবার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য বহির্বিভাগীয় সেবা প্রদান করা। দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সচেতনতামূলক ও সেবামূলক শিবিরের আয়োজন করা। কৃত্রিম অঙ্গ ও অর্থোসিস নির্মাণ ও সরবরাহ করা। এই কেন্দ্রটি মূলত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। আর এক্ষেত্রে হাইলাকান্দি জেলার সর্বত্র দিব্যাঙ্গদের সনাক্ত করে সরকারের এই পদক্ষেপকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তথা সমাজের সকল স্তরের জনগণের সাহায্য চান। এছাড়াও এদিন সক্ষম সংস্থার পক্ষে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত থাকা ড. মিঠুন রায় দিব্যাঙ্গদের বিভিন্ন অসুবিধা সহ তাদের খুঁজে বের করে কীভাবে শুধু সরকারি সাহায্য নয় তাদের দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায় এ ব্যাপারে আলোকপাত করেন। এক্ষেত্রে সমাজে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছেন বলে মিঠুনবাবু বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। এছাড়াও উদ্বোধনী সভায় ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রেখে সক্ষম-এর প্রাক্তন জেলা সভাপতি শংকর চৌধুরী একটি দিব্যাঙ্গ সেবা কেন্দ্র শুরু করার ব্যাপারে বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও দিনব্যাপী দিব্যাঙ্গজনিত খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরে সচেতনতা চালান গুয়াহাটি থেকে আগত রিসোর্স পার্সনদ্বয় রাজকমল পাণ্ডে ও দীপক আইচ। তাঁদের সহযোগিতা করেন সক্ষম-এর পক্ষে বিনোদন দাস, গোবিন্দচন্দ্র নাথ প্রমুখ। এদিকে, রবিবার এস এস কলেজে এক বিশাল দিব্যাঙ্গ সনাক্তকরণ শিবির পরিচালনা করবে সিআরসি। এতে জেলার প্রতিজন দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

বাঙালি জনগোষ্ঠীর সার্বিক বিকাশে

ধরে মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বরাকের ভাষিক পরিচিতি বদলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। উপত্যকার আঞ্চলিক ভাষা বাংলা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। উপত্যকার অর্থনীতি এখন ধুঁকছে এই অভিমত তুলে ধরে সাধারণ সম্পাদক লিখেছেন, এ অঞ্চলের শিল্পায়নে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। সরকারি ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবার পর বেসরকারি পর্যায়ে শিল্পগুলোর আর্থিক স্থিতিও ভালো নয়। উপত্যকার বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। সরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্তিতে বৈষম্যের অভিযোগ বাড়ছে। কৃষিপ্রধান এই উপত্যকার তিন জেলায় তিনটি কৃষি মহাবিদ্যালয় ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে রাজ্য সরকারের কাছে বিগত হাইলাকান্দি অধিবেশনে যে আর্জি রাখা হয়েছে সে ব্যাপারেও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হাইলাকান্দি অধিবেশনে রাজ্যে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো অবলুপ্তির প্রবণতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল, এ বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হয়েছে। পাশাপাশি বরাক উপত্যকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে ঐচ্ছিক মাধ্যম হিসেবে চালু করার জন্য অধিবেশন থেকে যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সাধারণ সম্পাদক দত্ত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পৃথক চিঠি লিখে দাবি রেখেছেন।

বরমবাবার মন্দিরের পুকুরে কচ্ছপ

একটি কচ্ছপ অবমুক্ত করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস, দেবদেবীর আশীর্বাদ এবং জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনেই আজ কিশোর নাথ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সেবা করে চলেছেন। এদিনই চাতলা মণ্ডলের বরমবাবা মন্দির সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দির কমিউনিটি হলে অসম সরকারের জনকল্যাণমূলক অরুণোদয় ৩.০ প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তাদের মধ্যে ৯,০০০ টাকার চেক বিতরণ করেন কিশোর নাথ।

সভায় বিধায়ক কিশোর নাথ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দূরদর্শী নেতৃত্বে অরুণোদয় প্রকল্প আজ হাজার হাজার পরিবারের আর্থিক সহায়তা ও আত্মবিশ্বাসের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও এই জনসেবার ধারা অব্যাহত থাকবে। চাতলা মণ্ডলের সভাপতি মানব সিং-এর উদ্যোগে নবনির্বাচিত বড়খলা বিধায়ক কিশোর নাথকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এবং সকলের পক্ষ থেকে বিধায়ককে সফল কর্মজীবন ও জনসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য শুভকামনা জানানো হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাতলা মণ্ডলের সভাপতি মানব সিং, জেডপিসি সদস্যা সরস্বতী রবিদাস, তাপাং ব্লকের সহ-সভাপতি লক্ষ্মী সিং, রাজ্য পরিষদ সদস্য প্রদীপ চন্দ্র দাস, চাতলা মণ্ডলের প্রভারি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য সহ সকল দলীয় কার্যকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীগণ।

মদনপুরে শিবমন্দিরে গরুর কাটা

বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের পরিচয় শনাক্ত করে। জানা গেছে, ঘটনার পর দুই অভিযুক্ত বহির্রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। তবে রামকৃষ্ণনগর পুলিশের একটি দল তাদের পিছু ধাওয়া করে বদরপুর রেল জংশন থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

পুলিশের দাবি, জেরার সময় ধৃতরা অপরাধে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অসম ক্যাটল প্রিজারভেশন আইন এর বিভিন্ন ধারার পাশাপাশি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা সহ একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বহুদিন ধরে মদনপুর এলাকায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে পরিবেশ বিরাজ করছে, তাকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। তবে ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ফলে এলাকায় স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আগামীকাল ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে এবং ঘটনার পেছনে অন্য কোনও ব্যক্তি বা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

ড. ভূপেন হাজরিকা সাংস্কৃতিক

সাহিত্যসভা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন মূল্যবান বই, বিশেষ করে বিশ্বকোষ এবং অন্যান্য গবেষণামূলক প্রকাশনা হস্তান্তর করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বইয়ের এই উপহারে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সাহিত্যসভাকে বিকল্প জমি প্রদান সহ আলোচিত বিষয়গুলো শীঘ্রই সমাধানের আশ্বাস দেন।

নিলামবাজারে কৃত্রিম বন্যা সমস্যা সুরাহার দাবিতে সরব স্থানীয়রা, জলে নেমে প্রতিবাদ

পরিদর্শনে বিধায়ক আমিনুর, শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস

কুবাদ উদ্দিন আহমদ

নিলামবাজার যাত্রাপুর রোডের কৃত্রিম বন্যা সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছেন ভুক্তভোগী জনগণ।

নিলামবাজার, ৩০ মে : দক্ষিণ করিমগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী নিলামবাজার যাত্রাপুর রোডের কৃত্রিম বন্যাকবলিত এলাকা ও নিলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন। শুক্রবার যাত্রাপুর রোডের কৃত্রিম বন্যা সমস্যা সুরাহার দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ভুক্তভোগী জনগণ এক মিছিল বের করেন এবং নিলামবাজার সার্কল অফিসারের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেন। দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে নিকাশি নালা বন্ধ থাকায় যাত্রাপুর রোডের কৃত্রিম বন্যা একবারে হাঁপিয়ে তুলেছে এলাকার জনগণকে। এ নিয়ে বারবার প্রতিবাদ করেও লাভ হয়নি। বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন ভাতঘুমে, জেলা প্রশাসনও নির্বিকার। প্রায় আট-দশটি গ্রামের জনসাধারণের লাইফলাইন যাত্রাপুর রোড বর্ষা মরসুমের কয়েক মাস ধরেই কৃত্রিম বন্যায় ধুঁকছে। এতে কয়েক সহস্রাধিক জনসাধারণের ভোগান্তি চরমে পৌঁছে গেছে। সার্কল অফিস, ফায়ার ব্রিগেড, ভেটেরিনারি হাসপাতাল ছাড়াও এই রোডে রয়েছে আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা এই সমস্যা নিরসনে বার বার জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। শুক্রবার নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপি-র এপি সদস্য জীবিতেশ দাশ সহ ব্যবসায়ী ও ভুক্তভোগী জনগণ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় জলের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছেন। প্রতিবাদকারী জনগণ নিলামবাজার সার্কল অফিস প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে কৃত্রিম বন্যাজনিত সমস্যা নিরসনে শীঘ্র বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো দাবি তোলেন। প্রতিবাদকারীরা যাত্রাপুর রোডের কৃত্রিম বন্যা সমস্যা নিরসনে কয়েকটি দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্র নিলামবাজার সার্কল অফিসারের হাতে তুলে দেন। এদিকে, দক্ষিণ করিমগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী যাত্রাপুর রোডের কৃত্রিম বন্যা পরিদর্শনে এসে স্থানীয় জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা খতিয়ে দেখেন। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা নিরসনে নিলামবাজারের সার্কল অফিসারের সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন তিনি। জনগণকে আশ্বস্ত করে বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী বলেন, নিলামবাজার সার্কল অফিসার এই কৃত্রিম বন্যা সমস্যা নিয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করেছেন। শীঘ্রই ড্রেনেজ-সহ জল নিষ্কাশনের বিহিত ব্যবস্থা করা হবে বলে বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী জানান। এছাড়া নিলামবাজার সার্কল অফিসে ভারতমালা ও অসমমালার কাজে জমি অধিগ্রহণে বেশ ক'জন আমিন-সহ অন্যান্য কর্মচারীরা কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন বলে জনগণের অভিযোগ রয়েছে। এটিরও পূর্ণ তদন্ত করা হবে বলে বিধায়ক সাংবাদিকদের জানান। এদিন বিধায়ক আমিনুর রশিদ নিলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থার জন্য উষ্মা প্রকাশ করেন।

বিধায়ক এ ব্যাপারে নিলামবাজারের এসডিএমও এবং পরিচালন সমিতিকে দায়ী করেছেন। নিলামবাজারের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত বেড নেই। তাই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিভাগীয় মন্ত্রীর শরণাপন্ন হবেন বলে উপস্থিত জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছেন বিধায়ক।

বৃষ্টির জন্য বড়যাত্রাপুর লস্করবাজার মসজিদে ঈদের নামাজ, সামিল সহস্রাধিক মানুষ

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ৩০ মে : বৃষ্টির জন্য বড়খলার বহু ঈদগাহে এবার ঈদ-উল আজহার নামাজ আদায় করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিম শিলচরের বড়যাত্রাপুর ঈদগাহ ময়দানে প্রতি বছর ঈদের নামাজের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ঈদ-উল আজহার দিনে সহস্রাধিক মানুষ বড়যাত্রাপুর ঈদগাহ ময়দানে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু নামাজের নির্দিষ্ট সময়ে অঝোরে বৃষ্টি নামলে ঈদগাহে নামাজ আদায় করা সম্ভব হয়নি। ঈদগাহ পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে সমবেত মানুষদের নিয়ে বড়যাত্রাপুর লস্করবাজার মসজিদে ছুটে যান। ত্রিতলবিশিষ্ট বড়যাত্রাপুর লস্করবাজার মসজিদে দু'টি জামাতে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন সকাল ৭-১০ মিনিটে ঈদ-উল আজহার নামাজের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত পরিচালনা করেন বড়যাত্রাপুর মর্কজ মসজিদের ইমাম মওলানা মুফতি মস্তাক আহমদ আল-কাসিমি। দ্বিতীয় নামাজের জামাত পরিচালনা করেন বড়যাত্রাপুর লস্করবাজার মসজিদের ইমাম মওলানা লিয়াকত হোসেন বড়লস্কর। সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে ঈদ-উল আজহার নামাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১১৪ নং লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বুথকেন্দ্রিক ফলাফল

ক্রমিক নং	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	এম শান্তি কুমার সিংহ	কৌশিক রায়	মোট বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	নোটা	সর্বমোট
		কংগ্রেস	বিজেপি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫১	১০৮৪ নং কাঙ্গাল এলপি স্কুল	৩৪২	৪০৫	৭৪৭	০	৯	৭৫৬
১৫২	তারাপুর বাগান এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	২৫	৯৯৪	১০১৯	০	২৯	১০৪৮
১৫৩	তারাপুর বাগান এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৪৬	৬৩৫	৭৮১	০	১৪	৭৯৫
১৫৪	জনমঙ্গল মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়	৯৪	৭৫১	৮৪৫	০	১৬	৮৬১
১৫৫	৭৭৮ নং আলিপুর মুরাপাড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	১৪৪	৩৭৬	৫২০	০	১০	৫৩০
১৫৬	৭৭৮ নং আলিপুর মুরাপাড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৩৩৮	৬০০	৯৩৮	০	১৮	৯৫৬
১৫৭	আলিপুর বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৮	৮৩২	৮৮০	০	২৩	৯০৩
১৫৮	৫৯৫ নং চিরিরপার এলপি স্কুল	৩২৪	৫০৮	৮৩২	০	৮	৮৪০
১৫৯	পালোরবন্দ গার্ডেন পাবলিক এইচএস স্কুল (১ নং কক্ষ)	১১৩	৭১১	৮২৪	০	২৮	৮৫২
১৬০	পালোরবন্দ গার্ডেন পাবলিক এইচএস স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৩০	৫০৯	৬৩৯	০	১২	৬৫১
১৬১	পালোরবন্দ গার্ডেন পাবলিক এইচএস স্কুল (৩ নং কক্ষ)	২৭	৮০৫	৮৩২	০	১৭	৮৪৯
১৬২	১০২৭ নং গান্ধী পাঠশালা	১৪৭	৫৩০	৬৭৭	০	৩	৬৮০
১৬৩	৯৬ নং খেদু জমিদার এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৩৯	৪৮৩	৫২২	০	২৩	৫৪৫
১৬৪	৯৬ নং খেদু জমিদার এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৩৯	৪৯১	৫৩০	০	৯	৫৩৯
১৬৫	৪৫২ নং টুপিডহর গভট মার এলপি স্কুল	৭২	৩৯৮	৪৭০	০	৯	৪৭৯
১৬৬	২২ নং দিলখুশ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৩৬	১০৯৯	১১৩৫	০	১০	১১৪৫
১৬৭	২২ নং দিলখুশ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	১৭	৯৭৪	৯৯১	০	২	৯৯৩
১৬৮	১৫৮৭ নং দিলখুশ টিলাবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	১৫	৫৭৬	৫৯১	০	১০	৬০১
১৬৯	১৫৮৭ নং দিলখুশ টিলাবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৪৬	৭৭৩	৮১৯	০	১১	৮৩০
১৭০	জগাই মথুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (নিউ বিল্ডিং) (১ নং কক্ষ)	৫৩	৬৮৬	৭৩৯	০	১৩	৭৫২
১৭১	জগাই মথুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (নিউ বিল্ডিং) (২ নং কক্ষ)	২০৭	৬৮২	৮৮৯	০	১৪	৯০৩
১৭২	জগাই মথুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৩৪	৫৭২	৬০৬	০	৭	৬১৩
১৭৩	জগাই মথুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৫৬	৯০২	৯৫৮	০	২২	৯৮০
১৭৪	জগাই মথুরা মিডিল স্কুল (১ নং কক্ষ)	৯৭	৫৮০	৬৭৭	০	৯	৬৮৬
১৭৫	জগাই মথুরা মিডিল স্কুল (২ নং কক্ষ)	৬৬	৫৩৬	৬০২	০	৬	৬০৮
১৭৬	৫৬২ নং পাবদা এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১৩৫	৬৭৯	৮১৪	০	১৬	৮৩০
১৭৭	৫৬২ নং পাবদা এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৯	৩৭৩	৩৯২	০	৭	৩৯৯
১৭৮	পাবদা তিলকা শ্রমিক এমই স্কুল (১ নং কক্ষ)	২০	৬৩৫	৬৫৫	০	১২	৬৬৭
১৭৯	পাবদা তিলকা শ্রমিক এমই স্কুল (২ নং কক্ষ)	৮	৮৭৮	৮৮৬	০	২	৮৮৮
১৮০	৪ নং তিলকা চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১	৬১১	৬৪২	০	৩	৬৪৫
১৮১	মুসারপাড়া এলপি স্কুল	১৯	৫৩২	৫৫১	০	১৬	৫৬৭
১৮২	ছোট মামদা শ্রমিক এলপি স্কুল	৭৪	৯৪৫	১০১৯	০	২৮	১০৪৭
১৮৩	ছোট মামদা হিন্দি হাইস্কুল	৬৩	৫২৩	৫৮৬	০	১৭	৬০৩
১৮৪	৫৪৪ নং নূতন বাগিচা এলপি স্কুল	৭৭	৮২৪	৯০১	০	২৪	৯২৫
১৮৫	৬৩২ নং পুঁটিখাল নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৯	৫৬৩	৬৬২	০	৯	৬৭১
১৮৬	১১৪ নং লাইকল এলপি স্কুল	১৪০	৭২৭	৮৬৭	০	১২	৮৭৯
১৮৭	সিঙ্গেরবন্দ হাইস্কুল (১ নং কক্ষ)	১১৭	৭৮৭	৯০৪	০	৭	৯১১
১৮৮	সিঙ্গেরবন্দ হাইস্কুল (২ নং কক্ষ)	১১৬	৬৬৯	৭৮৫	০	৫	৭৯০
১৮৯	১১১১ নং বড়মামদা এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১৬	৬৩১	৬৪৭	০	৭	৬৫৪
১৯০	১১১১ নং বড়মামদা এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	২৭	৫৭৬	৬০৩	০	১৩	৬১৬
১৯১	৮৬৮ নং টিকরবস্তি এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৫৯	৫৮৯	৬৪৮	০	১৭	৬৬৫
১৯২	৮৬৮ নং টিকরবস্তি এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৫৯	৩৭৪	৪৩৩	০	৫	৪৩৮
১৯৩	কাপ্তানপুর এডি এমই স্কুল	১২০	৭৯১	৯১১	০	৫	৯১৬
১৯৪	হাজি ঝিরালি মেমোরিয়াল এলপি স্কুল	৮৭	৩৫৫	৪৪২	০	৩	৪৪৫
১৯৫	১০২৫ নং জারিয়ালতলা এলপি স্কুল	১০৯	৩৬৬	৪৭৫	০	৬	৪৮১
১৯৬	বিন্নাকান্দি ব্লক কম্যুনিটি হল	১৭	৬৭৪	৬৯১	০	৯	৭০০
১৯৭	৭৭৫ নং গোঁসাইনগর এলপি স্কুল	২১	৮৯০	৯১১	০	৯	৯২০
১৯৮	১১৩৮ নং বিন্নাকান্দি টিই এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৪১	৮৯৪	৯৩৫	০	১৩	৯৪৮
১৯৯	১১৩৮ নং বিন্নাকান্দি টিই এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৪৮	৯৮৯	১০৩৭	০	১৬	১০৫৩
২০০	১১৩৮ নং বিন্নাকান্দি টিই এলপি স্কুল (৩ নং কক্ষ)	১৯	৭১২	৭৩১	০	৮	৭৩৯
২০১	১৩৭১ নং কালাপুল এলপি স্কুল	২২	৬৮৭	৭০৯	০	৭	৭১৬
২০২	১৪৯৯ নং আলিছড়া এলপি স্কুল	১১	৮৮৫	৮৯৬	০	২	৮৯৮
২০৩	১৩৪৩ নং তিলকা খাসিয়াপুঞ্জি এলপি স্কুল	১২৪	৩৪৭	৪৭১	০	৩	৪৭৪
২০৪	১৩৫ নং নূতন রামনগর এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১০৮	৮৭৬	৯৮৪	০	১২	৯৯৬
২০৫	১৩৫ নং নূতন রামনগর এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৪৬	৮৬৭	১০১৩	০	১২	১০২৫
২০৬	৮৯৭ নং হাতিকুড়ি এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	২২	৭২৮	৭৫০	০	১৭	৭৬৭
২০৭	১৪১৪ নং খালকুড়ি এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৩৬	৬০১	৬৩৭	০	৩	৬৪০
২০৮	১৪১৪ নং খালকুড়ি এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৮৮	৪০৩	৪৯১	০	৫	৪৯৬
২০৯	৮৯৭ নং হাতিকুড়ি এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৩	৫৫৯	৫৭২	০	৬	৫৭৮
২১০	১৫৬৫ নং চালতাবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৪	৭৭৯	৮৯৩	০	৮	৯০১
২১১	৭৪ নং চেংজুর চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	২৫	৭৬৯	৭৯৪	০	৭	৮০১
২১২	৭৪ নং চেংজুর চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	১৯	৫৩৯	৫৫৮	০	৯	৫৬৭
২১৩	৮১৭ নং বোয়ালি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৩৮	৭৭০	৮০৮	০	৩২	৮৪০
২১৪	৮১৭ নং বোয়ালি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	১৫২	৭৩৫	৮৮৭	০	২৮	৯১৫
২১৫	দিদারখুশ এসএস হাইস্কুল (১ নং কক্ষ)	৩৩	৯৫৭	৯৯০	০	১৫	১০০৫
২১৬	দিদারখুশ এসএস হাইস্কুল (২ নং কক্ষ)	৪৩	৫৪৪	৫৮৭	০	১০	৫৯৭
২১৭	দিদারখুশ এসএস হাইস্কুল (৩ নং কক্ষ)	১৩৪	৪১৭	৫৫১	০	১২	৫৬৩
২১৮	১৪৬৬ নং ভুবনভ্যালি চা বাগান এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৩০	৫৯৫	৬২৫	০	১৮	৬৪৩
২১৯	১৪৬৬ নং ভুবনভ্যালি চা বাগান এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৩৬	৫৫৯	৫৯৫	০	৯	৬০৪
২২০	২৮৯ নং ভুবননগর এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	১০৫	৮২৭	৯৩২	০	১	৯৩৩
২২১	২৮৯ নং ভুবননগর এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৪৯	৬০৭	৬৫৬	০	৯	৬৬৫
২২২	৩ নং রহমাননগর টিই এলপি স্কুল	১৩৩	৩৩০	৪৬৩	০	৯	৪৭২
	পোস্টাল ব্যালটে প্রাপ্ত ভোট	২৪৩	৭৩৬	৯৭৯	৪০৬	১৫	১৪০০
	মোট প্রাপ্ত ভোট	২৫৯০১	১২৫৩০২	১৫১২০৩	৪০৬	২৫৬১	১৫৪১৭০

কাটিগড়ায় অটোরিক্সা চুরির হিড়িক!

এক মাসে ছয়টি গাড়ি উধাও, প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা

রশিদ আহমদ তাপাদার

সিদ্ধেশ্বর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে চুরি যাওয়া পেট্রোলচালিত অটোরিক্সা।

তারিণীপুর, ৩০ মে : কাটিগড়া থানা এলাকায় যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে অটোরিক্সা চোরচক্র। এক মাসেরও কম সময়ে অন্তত ছয়টি অটোরিক্সা চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটলেও এখন পর্যন্ত একটি গাড়িও উদ্ধার না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সর্বশেষ শুক্রবার গভীর রাতে কাটিগড়া থানার অধীন সিদ্ধেশ্বর দ্বিতীয় খণ্ড এলাকার বাসিন্দা মুহিবুর রহমানের পেট্রোলচালিত অটোরিক্সা (এএস ১০ বিসি ৫৬৫৯) চুরি হয়ে যায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সন্ধ্যায় তার পুত্র অটোরিক্সাটি পার্শ্ববর্তী আব্দুর রশিদের বাড়িতে রেখে আসেন। কিন্তু শনিবার ভোরে গাড়িটি নিতে গিয়ে দেখা যায় সেটি আর সেখানে নেই। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও কোনও সন্ধান না পেয়ে কাটিগড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। চুরির ঘটনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মুহিবুর রহমান ও তার পরিবার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'এই অটোরিক্সাটাই ছিল আমাদের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। অনেক কষ্ট করে ঋণ নিয়ে গাড়িটি কিনেছিলাম। এখন গাড়ি হারিয়ে পরিবার নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছি। প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, দ্রুত গাড়িটি উদ্ধার করা হোক।' স্থানীয়দের অভিযোগ, গত এক মাসে কাটিগড়া থানার বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক অটোরিক্সা চুরি হলেও কার্যকর কোনও সাফল্য চোখে পড়ছে না। একটি গাড়িও উদ্ধার না হওয়া এবং চোরচক্রের কাউকে গ্রেফতার করতে না পারায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। অটোরিক্সা চালক ও মালিকদের অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, যদি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বারবার একই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় তবে অপরাধীদের সনাক্ত করতে এত বিলম্ব কেন? সচেতন মহলের মতে, এই ধারাবাহিক চুরির পেছনে সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয় থাকার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান অভিযান বা কঠোর পদক্ষেপের খবর না থাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়ছে। বিশেষ করে যে-সব পরিবারের জীবিকা সম্পূর্ণভাবে একটি অটোরিক্সার ওপর নির্ভরশীল তাদের কাছে এমন চুরি শুধু সম্পদ হারানো নয় বরং জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সামিল। এক মাসে অন্তত ছয়টি অটোরিক্সা চুরির ঘটনা কাটিগড়ার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। জনস্বার্থে দ্রুত চোরচক্রকে সনাক্ত, চুরি যাওয়া যানবাহন উদ্ধার এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এদিকে, মুহিবুর রহমানের পরিবারের চোখ এখন প্রশাসনের দিকেই। তাদের আশা, প্রশাসনের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া অটোরিক্সাটি উদ্ধার হবে এবং পরিবারের একমাত্র জীবিকার অবলম্বন আবার ফিরে আসবে।

শ্রীভূমি পুরোহিত সম্মিলনীর উদ্যোগে চারদিনের গণ-উপনয়ন ১৯ জুন থেকে

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৩০ মে : 'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ।।' এই শাস্ত্রবাণীকে সামনে রেখে শ্রীভূমি জেলা পুরোহিত সম্মিলনীর উদ্যোগে আগামী ১৯ জুন (৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ) থেকে শুরু হচ্ছে এক চতুর্দিবসীয় গণ-উপনয়ন অনুষ্ঠান। এই ধর্মীয় আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে শ্রীভূমি টাউন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। পুরোহিত সম্মিলনীর জেলা সম্পাদক রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, সমাজে বৈদিক সংস্কার ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করার লক্ষ্যে এই গণ-উপনয়ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। উপনয়ন হিন্দু সনাতন ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, যার মাধ্যমে একজন মানবক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করে বৈদিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জীবনের পথে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। সম্প্রতি শ্রীভূমি জেলা পুরোহিত সম্মিলনীর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রমের পর আর কোনও নতুন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয়, এবারের গণ-উপনয়নে সর্বাধিক ২০ জন মানবককে পৈতা প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সংখ্যার বেশি আবেদন গ্রহণ করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছে আয়োজক কমিটি। ফলে আগ্রহী অভিভাবকদের দ্রুত আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, চারদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পূজার্চনা, হোম-যজ্ঞ সহ ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হবে। পাশাপাশি উপস্থিত মানবক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য বিশেষ ধর্মীয় নির্দেশনা ও আচারবিধি সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। আবেদনপত্র ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী, রাজু চক্রবর্তী, অভিষেক চক্রবর্তী এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে আহ্বান জানান পুরোহিত সম্মিলনীর জেলা সম্পাদক। শ্রীভূমি জেলা পুরোহিত সম্মিলনীর এই উদ্যোগকে ইতোমধ্যেই শহরের ধর্মপ্রাণ মানুষরা সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের মতে, এমন আয়োজন নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সনাতনী সংস্কৃতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করবে।

কাছাড় জেলার ২৩টি মণ্ডলে পরিবেশ দিবসে কর্মসূচি বিজেপি কিষান মোর্চার

সাময়িক প্রসঙ্গ, কালাইন, ৩০ মে : ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চার কাছাড় জেলা কমিটির সাংগঠনিক সভা শিলচর বিজেপি জেলা কার্যালয়ে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় কিষান মোর্চার রাজ্য কমিটির নির্দেশে আগামী ৫ জুন কাছাড় জেলার ২৩টি মণ্ডলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কাছাড় জেলা সভাপতি রূপম সাহা, জেলা সহ-সভানেত্রী চামেলি পাল, কিষান মোর্চার রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি মনোজ দাস, সম্পাদক মনোজ তালুকদার-সহ কিষান মোর্চার জেলা পদাধিকারী এবং মণ্ডল সভাপতিরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, আগামী ৫ জুন কিষান মোর্চা কাছাড় জেলায় এক হাজার গাছের চারা রোপণ করবে। জেলার ২৩টি মণ্ডলে কিষান মোর্চা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করবে। সুব্রত বলেন, কিষান মোর্চার জেলাভিত্তিক বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হবে উধারবন্দ কেন্দ্রের কাশীপুর মণ্ডলের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাপতি-সহ দলীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। জেলা বিজেপি সভাপতি রূপম সাহা বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করায় জেলায় ভাল ফলাফল হয়েছে। এজন্য তিনি দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, কিষান মোর্চাকে কৃষকদের স্বার্থে কাজ করতে হবে। প্রতিটি মণ্ডলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। সবাই যাতে উপস্থিত থাকেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। চামেলি পাল বলেন, আমরা সবাই কৃষক। কিষান মোর্চা দলের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই মোর্চার মাধ্যমে দলকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। মনোজ দাস কিষান মোর্চার আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভা সঞ্চালনা করেন কিষান মোর্চার কাছাড় জেলা সাধারণ সম্পাদক মৃণাল দত্ত।

সভায় বক্তব্য রাখছেন বিজেপি কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী।

রোজগার.com

কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ সংস্থায় লোক চাই

কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ সংস্থা ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্পোরেশন-এ কর্মখালি। সম্প্রতি ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক অধীনস্থ এই সংস্থার ওয়েবসাইটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনলাইনেই জমা দেওয়া যাবে আবেদনপত্র। বিজনেস অ্যানালিস্ট প্রয়োজন। চুক্তির ভিত্তিতে কাজের মেয়াদ থাকবে এক বছর, পরে প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়াদ বৃদ্ধি করা হতে পারে। আবেদনের জন্য কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকা চাই। সংশ্লিষ্ট বিভাগে তিন থেকে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বাকি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জানতে মূল বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নিতে হবে।

আবেদন করবেন কী ভাবে?

ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্পোরেশন-এর ওয়েবসাইটে (https://dic.gov.in/) 'হোমপেজ' থেকে 'কেরিয়ার'-এ গেলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পাওয়া যাবে। তাতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৯ জুন ২০২৬। এ সংক্রান্ত সবিস্তার তথ্য এবং শর্তাবলি জানা যাবে বিজ্ঞপ্তিটি থেকেই।

জুনিয়র টেলিকম অফিসার নিয়োগ করছে বিএসএনএল

সরকারি টেলিকম সংস্থা বিএসএনএল-এ জুনিয়র টেলিকম অফিসার নিয়োগ করার জন্য অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। দেশজুড়ে BSNL এর ২১ টি সার্কলে যোগ্য প্রার্থীদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হবে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সার্কলেও শূন্যপদ রয়েছে। প্রথম দুবছর প্রবেশন এবং তারপর স্থায়ী চাকরিতে নিয়োগ হবে। স্থায়ীভাবে নিয়োগের পর মোটা মাসিক বেতন ও সেই সাথে অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা দেওয়া হবে। এই চাকরির জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা দেরি না করে সমস্ত তথ্য আজকের প্রতিবেদনে দেখে নিন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

• প্রার্থীকে উল্লিখিত যেকোনো একটি বিষয়ে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে টেলিকমিউনিকেশন/ইলেকট্রনিক্স / রেডিও/কম্পিউটার/ ইলেকট্রিক্যাল/ইনফরমেশন টেকনোলজি/ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিষয়ে ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (B.E./B.Tech) বা সমমানের ডিগ্রি পাস হতে হবে।

অথবা

এম.এসসি (ইলেকট্রনিক্স) অথবা এম.এসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারবেন।

• যেসকল প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে M.Tech ডিগ্রি রয়েছে, তারাও এই পরীক্ষায় বসার যোগ্য।

বয়সসীমা

আবেদনের শেষ তারিখ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ২০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সে ছাড় রয়েছে:

• OBC (NCL) : ৩ বছরের ছাড়।
• SC/ST: ৫ বছরের ছাড়।
• PwBD (Unreserved/EWS): ১০ বছরের ছাড়।
• BSNL কর্মচারী (UR/EWS) : ৫ বছরের ছাড়।

বেতন পরিকাঠামো

নির্বাচিত জুনিয়র টেলিকম অফিসারদের (JTO) IDA পে স্কেল [E-1] অনুযায়ী ১৬,৪০০, ৪০,৫০০/- টাকা বেতন দেওয়া হবে। এর সাথে অন্যান্য সরকারি ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা যুক্ত থাকবে।

কীভাবে আবেদন করবেন?

আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীদের সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিচে আবেদনের ধাপগুলো দেওয়া হলো :

• প্রথমে BSNL-এর অফিশিয়াল এক্সাম পোর্টাল www.externalexam.bsnl.co.in-এ যান।
• প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন।
• এরপর drop-down মেনু থেকে আপনার পছন্দের ২১টি সার্কলের মধ্যে আপনার চয়েস সিলেক্ট করুন।
• প্রয়োজনীয় নথিপত্র যেমন, পাসপোর্ট সাইজ ছবি, স্বাক্ষর, মাধ্যমিক অ্যাডমিট এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট, ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ, কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে আপলোড করুন।
• আবেদন ফি অনলাইনে জমা দিয়ে ফর্মটি সাবমিট করুন।

আবেদন ফি

• UR / OBC / EWS প্রার্থীদের জন্য : ২,০০০/- টাকা।
• SC / ST / PwBD প্রার্থীদের জন্য : ১,০০০/- টাকা।

পরীক্ষায় প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ৪ নম্বর দেওয়া হবে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে। এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করার জন্য UR এবং OBC (NCL) প্রার্থীদের প্রতিটি সেকশনে আলাদাভাবে ৪০% এবং তিনটি সেকশন মিলিয়ে মোট ৫০% নম্বর পেতে হবে। SC, ST, OBC (NCL), PwBD এবং EWS প্রার্থীদের প্রতিটি সেকশনে ৩৫% এবং মোট ৪৫% নম্বর পেতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

• অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু: ৪ জুন, ২০২৬ (সকাল ১০:০০ টা থেকে)।
• অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ: ৩ জুলাই, ২০২৬ (সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত)।
• আবেদনপত্র এডিটিং বা সংশোধনের সময়সীমা: ৪ জুলাই, ২০২৬ থেকে ১১ জুলাই, ২০২৬ (সকাল ১০:০০ টা)।
• পরীক্ষার তারিখ (CBT) : আগস্ট, ২০২৬ (সম্ভাব্য)।

রামকৃষ্ণনগর আইটিআই-এ ভর্তির অনলাইন আবেদন শুরু

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৩০ মে : রামকৃষ্ণনগরের শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আইটিআই-এ ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তির জন্য অনলাইন আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আসামের স্থায়ী বাসিন্দা আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। ভর্তির জন্য প্রার্থীদের ওয়েবসাইট https://itiassam.admission.nic.into ভিজিট করতে বলা হয়েছে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রার্থীদের আগামী ১১ জুন ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ই-কাউন্সেলিংয়ের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। আগামী ১২ জুন পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে নিকটবর্তী সরকারি আইটিআই-এ উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করাতে হবে। নথি যাচাইয়ের সময় আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি ও সমস্ত মূল নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ভর্তির জন্য আবেদনকারীর ন্যূনতম বয়স ১ জুলাই ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৪ বছর হতে হবে। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে এসব ট্রেডে ভর্তি নেওয়া হবে—ড্রেস মেকিং, ১ বছর মেয়াদি, অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ। ইলেকট্রিশিয়ান, ২ বছর মেয়াদি, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (বিজ্ঞান ও গণিতসহ)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ১ বছর মেয়াদি, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। স্টেনোগ্রাফার অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইংরেজি), ১ বছর মেয়াদি, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। ফিটার, ২ বছর মেয়াদি, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (বিজ্ঞান ও গণিত সহ)। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কার্যদিবসে অফিস সময়ের মধ্যে রামকৃষ্ণনগরস্থিত আইটিআই শ্রীভূমি কার্যালয়ে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মিজোরামে সরকারি নির্ধারিত ভাড়া নিশ্চিত করতে 'মিজোট্যাক্সি' অ্যাপ

আইজল, ৩০ মে : গণপরিবহন চালকদের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ এবং ভাড়া ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে মিজোরাম সরকার 'মিজোট্যাক্সি' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালুর ঘোষণা করেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা সরকারি অনুমোদিত ভাড়া যাচাই করে সে অনুযায়ী ভাড়া পরিশোধ করতে পারবেন। সরকারি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে আগামী ১ জুলাই থেকে অ্যাপটি রাজধানী আইজল শহরে চালু করা হবে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি ট্যাক্সি, দুই চাকার ট্যাক্সি (বাইক ট্যাক্সি) এবং অটোরিকশা ব্যবহারকারী যাত্রীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপ-এর মাধ্যমে যাত্রীরা সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা দেখে নিশ্চিত হতে পারবেন, তাঁদের কাছ থেকে সঠিক ভাড়াই নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো গণপরিবহন ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা এবং যাত্রীদের জন্য ভাড়া যাচাইয়ের একটি সহজ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর ফলে পরিবহন ভাড়া নিয়ে যাত্রী ও চালকদের মধ্যে বিরোধ কমবে। ভাড়া আদায় প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আসবে বলে আশা করছে সরকার। সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্য, 'মিজোট্যাক্সি' চালুর উদ্যোগটি জনসেবার মান উন্নয়ন এবং নগর পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি যাত্রীদের আস্থা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের বৃহত্তর সরকারি পরিকল্পনার অংশ। আধিকারিকদের কাছে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে এই পরিষেবা কেবল আইজল শহরে চালু হবে। পরবর্তীতে এর বাস্তবায়ন ও জনসাধারণের সাড়া বিবেচনা করে রাজ্যের অন্যান্য এলাকায়ও সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

জমিবিবাদ ঘিরে উত্তপ্ত উধারবন্দ, এবার থানা ঘেরাও হিন্দু রক্ষী দলের

থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে সামিল হিন্দু রক্ষী দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন ওসি এস তিমুং।

সাময়িক প্রসঙ্গ, উধারবন্দ, ৩০ মে : উধারবন্দ এলাকার পানগ্রাম তৃতীয় খণ্ডের জমি-বিবাদ সংক্রান্ত ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে শনিবার বিকেলে উধারবন্দ থানা ঘেরাও করে হিন্দু রক্ষী দল। সংগঠনের শতাধিক কর্মী ও সমর্থক থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন উধারবন্দ থানার ওসি এস. এস. সিম তিমুং । তবে আলোচনার পরও কোনও সমাধান সূত্র বের না হওয়ায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার (এসএসপি) সঞ্জীব কুমার শইকিয়া। তাঁর আশ্বাসের পর আন্দোলনকারীরা থানা ঘেরাও কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। কর্মসূচি শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের পক্ষে তাপস পুরকায়স্থ জানান, পানগ্রাম তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা দয়াবতী মুন্ডার জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল অভিযুক্ত এখনও গ্রেফতার হয়নি। আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা না হলে ভিআইপি সড়ক অবরোধ করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। উল্লেখ্য, পানগ্রাম এলাকায় জমি-বিবাদকে কেন্দ্র করে এক তরুণীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের চেষ্টা এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে মূল অভিযুক্ত সাহিল আলম বড়ভূইয়াকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করেছে উধারবন্দ পুলিশ। অভিযোগ অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে সাহিল আলম বড়ভূইয়া ও তার কয়েকজন সহযোগী দয়াবতী মুন্ডার জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে। সেখানে ধারালো অস্ত্র প্রদর্শন করে ভয়ভীতি দেখানোর পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতনের চেষ্টাও চালানো হয় বলে অভিযোগ। এদিকে একই ঘটনার জেরে পুলিশের ওপর বিভিন্ন সংগঠনের ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির বিষয়টি নিয়েও এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে। শুক্রবার বজরং দলের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই হিন্দু রক্ষী দলের তরফে থানাঘেরাও ও নতুন করে আল্টিমেটাম দেওয়ার ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সচেতন মহলে। উল্লেখ্য, শুক্রবার বজরং দলের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল উধারবন্দ থানার ওসির সঙ্গে দেখা করে বাকি অভিযুক্তদের ধরতে আগামী সোমবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেন।

আজ থেকে বরাকের তিন জেলায় দিব্যাঙ্গ ও প্রবীণদের জন্য মেগা শিবির

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩০ মে : বরাকের তিন জেলায় দিব্যাঙ্গদের জন্য মেগা শিবির, মিলবে বৈদ্যুতিক ট্রাইসাইকেল, হুইলচেয়ার ও শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র। গুয়াহাটির কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টারের উদ্যোগে এবং সক্ষম সংস্থার সহযোগিতায় বরাক উপত্যকার তিন জেলায় দিব্যাঙ্গ ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি বিশেষ মেগা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংক্রান্ত পরিষেবাও দেওয়া হবে। শিবিরে ইউডি কার্ড ও প্রতিবন্ধিতা (বিকলাঙ্গ) শংসাপত্রের জন্য নামাঙ্কনের সুযোগ থাকবে। যাদের এখনও প্রতিবন্ধিতা পরিচয়পত্র নেই, তারা মেডিক্যাল বোর্ডের উপস্থিতিতে শিবিরস্থলেই আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও, ৮০ শতাংশ বা তার বেশি অস্থি-প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক ট্রাইসাইকেলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর জন্য ইউডিআইডি কার্ড, আধার কার্ড এবং মাসিক আয় ২২,৫০০ টাকার নিচে হওয়ার প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে। ৪০ শতাংশ বা তার বেশি প্রতিবন্ধিতা শংসাপত্রধারী দিব্যাঙ্গদের জন্য হুইলচেয়ার ও কানের মেশিন প্রদানের ব্যবস্থাও থাকবে। এ ক্ষেত্রেও ইউডিআইডি কার্ড, আধার কার্ড এবং আয়ের প্রমাণপত্র আবশ্যক।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় বয়শ্রী যোজনা প্রকল্পের আওতায় ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে কানের মেশিন, হুইলচেয়ার সহ বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হবে। এ জন্য আধার কার্ড ও মাসিক আয় ২২,৫০০ টাকার নিচে হওয়ার প্রমাণপত্র সঙ্গে আনতে হবে। শিবিরের সূচি অনুযায়ী, ৩১ মে (রবিবার) হাইলাকান্দির এস. এস. কলেজ অডিটোরিয়াম হলে, ২ জুন শ্রীভূমি জেলার করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত জিএনএম নার্সিং ইনস্টিটিউটে এবং ৪ জুন শিলচরের মেহেরপুর সমাজকল্যাণ কার্যালয়ে এই মেগা শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে যোগ্য দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি ও প্রবীণ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত থেকে এই সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। দিব্যাঙ্গ জন সংস্থা সক্ষম এর পক্ষে ডঃ মিঠুন রায় এ খবর জানান।

নগাঁওয়ের কামপুরে বুনো হাতির হামলায় মহিলা-সহ মৃত্যু দু'জনের, আহত কয়েকজন

নগাঁও, ৩০ মে : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কামপুর রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসের অধীনস্থ কয়েকটি গ্রামে বুনো হাতির হামলায় এক মহিলা সহ দু'জনের মৃত্যু এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। নিহতদের শাহাজ উদ্দিন এবং হানুফা খাতুন বলে শনাক্ত করা হয়ে গেছে। নগাঁও জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার ভোররাতে বুনো হাতির এক পাল কামপুর রাজস্ব সার্কলের অন্তর্গত কামপুর রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসের অধীন কান্দাপাড়া এবং রাংলুবস্তি গ্রামে প্রবেশ করে ব্যাপক হামলা চালিয়েছিল। নিহত হানুফা খাতুনের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, পালের একটি হাতি তাঁকে (হানিফা) শুঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে ঘর থেকে টেনে বের করে আছড়ে মেরে ফেলেছে। রাতভর এলাকায় একাধিক হাতি ঢুকে এলোপাতাড়ি হামলা চালিয়েছে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বুনো হাতির পালটি রাতভর দুটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে তছনছ করেছে। হাতিগুলো গ্রামবাসীদের ওপর হামলা চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে সম্পত্তিরও ক্ষয়ক্ষতি করেছে। দুজনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত আহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। বন বিভাগের কর্মী এবং স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। হাতির তাণ্ডবে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন করছে প্রশাসন।

গোয়ালপাড়ায় পুলিশি অভিযানে মাদক-সহ গ্রেফতার দুই

গোয়ালপাড়া, ৩০ মে : মাদক পাচারের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে আসাম পুলিশ গোয়ালপাড়া জেলার রাখাসিনি এলাকায় এক অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারির হেফাজত থেকে সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্য হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে দুই মাদক কারবারি যথাক্রমে মোকাদ্দেস আলি এবং সাহার আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোয়ালপাড়া জেলা পুলিশ জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পাঁচটি কন্টেইনার থেকে ৬.৬১ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করেছেন অভিযানকারীরা। ধৃত মোকাদ্দেস আলি এবং সাহার আলির বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

ইম্ফল পৌঁছলেন মুকেশ সিং, মণিপুরের ডিজিপি পদে দায়িত্ব নেবেন কাল

ইম্ফল, ৩০ মে : শনিবার ইম্ফল পৌঁছলেন লাদাখ পুলিশের প্রধান মুকেশ সিং। আগামী ১ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে মণিপুরের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন ১৯৯৬ ব্যাচের আইপিএস মুকেশ। ১৯৯৩ ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক রাজীব সিঙের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। নয়াদিল্লি থেকে আজ দুপুরে ইম্ফল বিমানবন্দরে অবতরণ করলে মুকেশ সিংকে মণিপুর পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা স্বাগত জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সনাল দফতর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, জনস্বার্থে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে আন্তঃক্যাডার ডেপুটেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি আইপিএস মুকেশ সিংকে মণিপুরের ডিজিপি পদে নিয়োগ করতে অনুমোদন দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, অরুণাচল প্রদেশ, গোয়া, মিজোরাম ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের ১৯৯৬ ব্যাচের ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) অফিসার মুকেশ সিংকে তিন বছরের জন্য মণিপুরে আন্তঃক্যাডার ডেপুটেশনে পাঠানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৩ ব্যাচের বিদায়ী ডিজিপি রাজীব সিং (আইপিএস) ২০২৩ সালের ১ জুন মণিপুরের পুলিশ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রাজীব সিঙের কার্যকাল শেষ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে বদলি করে নয়াদিল্লিতে ক্যাবিনেট সচিবালয়ে সচিব (নিরাপত্তা) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। সচিব (নিরাপত্তা) পদে নিয়োজিত আধিকারিক স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)-এর প্রশাসনিক কাঠামোর নেতৃত্ব দেন। এই বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি বাসভবনে বসবাসকারী তাঁর নিকট পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, রাজ্যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে নতুন ডিজিপি মুকেশ সিং কড়া পদক্ষেপ নেবেন।

তুফানগঞ্জ থেকে রুদ্রপুর সিটি পর্যন্ত প্রথমবারের জন্য ভুট্টা প্রেরণের সাফল্য অর্জন উত্তর-পূর্ব রেলের

মালিগাঁও, ৩০ মে : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুর সিটি স্টেশন পর্যন্ত ভুট্টার প্রথম লোডিং সফলভাবে প্রেরণ করার মাধ্যমে, পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে। গত ২৭ মে তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে রুদ্রপুর সিটি স্টেশন পর্যন্ত পরিবহনের উদ্দেশ্যে মোট ১৩১০.৪ টন ভুট্টা লোড করা হয়। এই পরিবহন দ্বারা ৩০,২০,৯৪৪ টাকা পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় হয়েছে। চলতি মে মাসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত স্টেশনগুলি থেকে ভুট্টার লোডিং-এ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির রেকর্ড করেছে, যার ফলে পণ্য পরিবহন শক্তিশালী হয়েছে এবং রাজস্ব আয়েও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। গত ১৫ মে তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে নর্দার্ন রেলওয়ের ভাটিন্দার জন্য ভুট্টার একটি রেক লোড করা হয়। পরবর্তীকালে, ২১ মে ২০২৬ তারিখে তুফানগঞ্জ থেকে নর্দার্ন রেলওয়ের খেমকরণের জন্য ভুট্টার আরেকটি রেক পাঠানো হয়। এছাড়াও, ২৬ মে ফালাকাটা স্টেশন থেকে খড়গপুরের জন্য একটি ভুট্টার রেক রওনা হয়। তিনটি রেকের চলাচলের ফলে সম্মিলিতভাবে প্রায় ৯০.১৯ লক্ষ টাকার পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে। পণ্য পরিবহনের এই নতুন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন, কৃষি পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী এবং আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য সংযোগ বৃদ্ধি করতে রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। এটি কৃষি পণ্যের পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়েকে একটি নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকেও প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য পরিবহন সম্প্রসারণ এবং কৃষকদের, ব্যবসায়ীদের এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য ও লাভজনক লজিস্টিক সমাধানের সুবিধার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশা করা যায় যে, এই ধরনের পদক্ষেপগুলি রেলওয়ের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনকে আরও উৎসাহিত করার পাশাপাশি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বিকাশ ও দীর্ঘস্থায়ী পণ্য পরিবহনে অবদান রাখবে।

নজরুলের চেতনায় ‘মা’

সোমঋতা মল্লিক

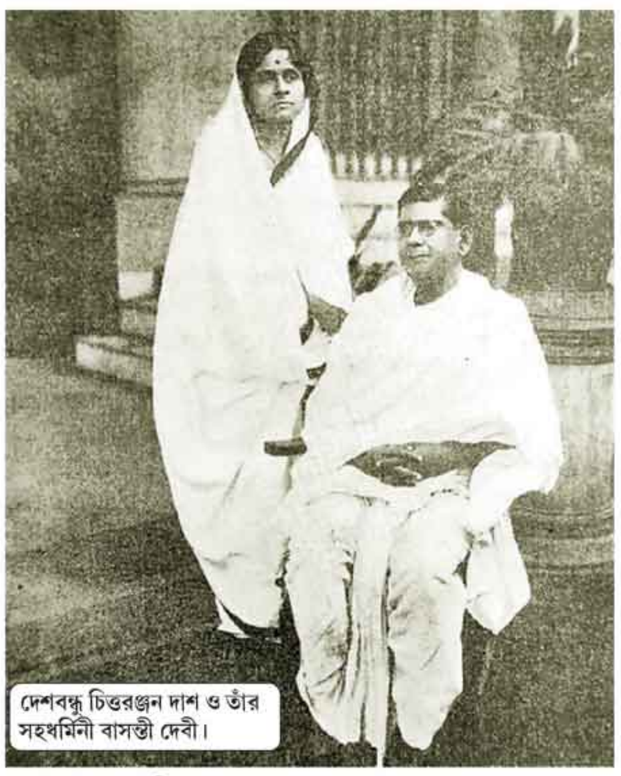

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর সহধর্মিনী বাসন্তী দেবী।

‘যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই।
হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।’

‘মা’ কবিতার শুরুতেই কাজী নজরুল ইসলামের লেখা এই আবেগঘন লাইনগুলি বাস্তবে আমাদের সকলের মনের কথা। ‘মা’ শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সবটুকু— স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, আশ্রয়, অধিকারবোধ আরও কত কী। ‘মা’ শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর অদ্ভুত এক নির্ভরতা তৈরি হয়। জন্মের পর পৃথিবীর সকল কিছুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে ঠিকই কিন্তু মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় আরও আগে। মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠার সময় মায়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা অমূল্য। তাই সকল মায়েদের প্রতি জানাই আমার আভূমি প্রণাম। সেই সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনবোধে, লেখায় খোঁজার চেষ্টা করি এক অন্য মা-কে, যিনি শুধুমাত্র জন্মদাত্রী নন, একাধিক নারী তাঁদের স্নেহবাৎসল্যের গুণে কবির কাছে হয়ে উঠেছিলেন মাতৃসমা। ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত ‘ঝিঙেফুল’ কাব্যগ্রন্থের ‘মা’ কবিতায় নজরুল অত্যন্ত সাবলীলভাবে মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। জন্মের পর মা কীভাবে তার শিশুকে বড় করে তোলে এই কবিতায় তার চমৎকার বর্ণনা আছে। নজরুল লিখেছেন—

‘যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোন কিছু,
ওঠা বসা দূরে যাক—
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা’র পিছু পিছু!
তখন সে মা আমার
চুমু খেয়ে বারবার
চাপিতেন বুকে, শুধু একটি চাওয়ায়
বুঝিয়া নিতেন যত
আমার কি ব্যথা হোতো
বল কে এমন স্নেহে বুকটি ছাওয়ায়!’

এই শিশু যখন মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠে, গর্বে বুক ভরে ওঠে মা’র। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বড় করা সন্তান তাঁর গর্বের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃত সন্তান ভুলে যায় না মায়ের আত্মত্যাগের কথা। সন্তান তাই অক্লেশে বলে—

‘আয় তবে ভাই বোন,
আয় সবে আয় শোন্
গাই গান, পদধূলি শিরে লয়ে মার;
মা’র বড় কেউ নাই—
কেউ নাই কেউ নাই!
নত করি বল্ সবে ‘মা আমার! মা আমার!’

জন্মের পর থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর মনে যে প্রশ্ন অবিরাম আসা-যাওয়া করে, তা হল— এই পৃথিবীতে আমি কীভাবে এলাম? এই প্রশ্ন সবার মনেই উঁকি দেয় কিন্তু ছোটবেলায় মায়েরা শিশুদের মতো করেই তার উত্তর দেন। ‘কোথায় ছিলাম আমি’ কবিতায় শিশুর সরল মনে জিজ্ঞাসা—

‘মা গো! আমায় বলতে পারিস কোথায় ছিলাম আমি—
কোন্ না-জানা দেশ থেকে তোর কোলে এলাম নামি?
আমি যখন আসিনি, মা তুই কি আঁখি মেলে
চাঁদকে বুঝি বলতিস—ঐ ঘর-ছাড়া মোর ছেলে?
শুকতারাকে বলতিস কি, আয় রে নেমে আয়—
তোর রূপ যে মায়ের কোলে বেশি শোভা পায়!’

নজরুলের বাল্যবন্ধু, পরম সুহৃদ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, কবি যখন রানীগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র তখন তিনি ‘চড়ুই পাখির ছানা’ শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক আবদুল আযীয আল-আমান এই কবিতার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়— ছাত্রজীবনে নজরুল যে সকল কবিতা লিখেছেন এই কবিতাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। ‘মুক্তি’ কবিতা রচনার মতো এই কবিতা রচনার পটভূমিতেও একটি করুণ কাহিনি জড়িয়ে রয়েছে। বিরাট এক দালান বাড়ির কড়িকাঠের ফাঁকে বাসা বেঁধেছিল নিতান্ত ছোট্ট একটি পাখি— চড়ুই। ডিম পেড়ে তা’ দিয়ে একটা বাচ্চাও ফুটিয়েছিল সে। একদিন উড়তে গিয়ে ছানাটা মাটিতে পড়ে গেল। ভালো উড়তে শেখেনি, উড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে আবার পড়ে গেল মাটিতে। কিশোর নজরুল সবান্ধবে বসেছিলেন সেখানে। দৃশ্যটা কারুর চোখ এড়াল না। ছুটে এলেন সবাই—নজরুল, শৈলজানন্দ এবং আরও অনেকে। তাড়া দিয়ে পাখিটাকে ধরা হল। দুষ্টু বুদ্ধির ছেলেরা পাখিটিকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠল। একপক্ষের প্রাণ বিপন্ন আর অপরপক্ষের আনন্দ। বেশ কিছুক্ষণ এই খেলা চলল। অসহায় পাখির ছানাটি যখন প্রায় আধমরা হয়ে এসেছে, তখন নজরুলের মন ভারাক্রান্ত। মই এনে পাখিটিকে সযত্নে বাসায় রেখে এলেন। সেদিন এক অনাবিল প্রসন্নতায় নজরুলের মন ভরে উঠেছিল। শিশুকে কাছে পেয়ে মায়ের যে আশীর্বাদ নজরুল সেদিন পেয়েছিলেন, তা তিনি এই কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন—

‘মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে,
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশিস পরান খুলে।
অবাক-নয়ন মা’টি তাহার রইলো চেয়ে পাঁচুর পানে,
হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখির মায়ের নীরব আশিস যে ধারাটি দিল ঢেলে,
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!’

এভাবেই বিভিন্ন কবিতায় নজরুল মা ও সন্তানের চিরকালীন বন্ধনকে উদযাপন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক নারীকে তিনি ‘মা’ বলে সম্বোধন করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর বাল্যকাল থেকেই চরম দরিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে, নানাবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি জীবন ধারণ করেছেন। ১৯১৭ সাল— কাজী নজরুল ইসলাম তখন রানীগঞ্জের শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। সামনেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কেবলমাত্র তাঁর স্কুলজীবনের পরম বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে, করাচি থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে তাঁর বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেসে এবং

বিরজাসুন্দরী দেবী।

পরে ৩২ নম্বর কলেজস্ট্রিটে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’-র অফিসে ওঠেন। সেখানে দু-দিন থেকে তিনি চুরুলিয়ায় যান এবং সপ্তাহখানেক ছুটি কাটিয়ে পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন। শুরু হল কলকাতায় নজরুলের সাহিত্যিক জীবন। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর ‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা’য় লিখেছেন— ‘কলকাতায় ৩২, কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে দু’দিন থাকার পরে নজরুল ইসলাম তার জিনিস-পত্র সেখানে রেখে দিয়ে চুরুলিয়া গ্রামে তার নিজের বাড়ীতে চলে যায়। আমার যতটা মনে পড়ে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে সে সাত-আট দিন ছিল। এই সময়ে তার মায়ের সঙ্গে কিসের একটা মান-অভিমানের ব্যাপার তার ঘটে। তার পরে যতদিন মা জীবিত ছিলেন ততদিন তো সে চুরুলিয়া গ্রামে যায়ইনি, মায়ের মৃত্যুর পরেও সম্বিৎ থাকা অবস্থায় সে আর কখনও চুরুলিয়া গ্রামে ফেরেনি। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নজরুল ইসলামের সম্বন্ধে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম যখন তোলা হচ্ছিল তখন তাকে একবার চুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আরও একবার তাকে চুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে তার স্ত্রী প্রমীলার মৃত্যু হওয়ার পরে। কিন্তু নজরুল কি বুঝেছিল কোথায় সে এসেছে? আমাদের দুর্ভাগ্য, আর দেশেরও দুর্ভাগ্য যে কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা তার আর নেই। কাজী নজরুল ইসলাম— বাঙালীর প্রিয় কবি, গীতিকার ও সুরকার— আজ সম্বিৎহারা ও রুদ্ধবাক্।’ জন্মদাত্রীর প্রতি নিদারুণ অভিমান থেকে সুস্থ অবস্থায় নজরুল জন্মস্থানে যাননি ঠিকই কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি।

জীবিত অবস্থায় দেশবন্ধুর সঙ্গে নজরুলের একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়। শুধুমাত্র দেশবন্ধু নন, তাঁর সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীর স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হননি মানবতার কবি। তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ সত্তাকে লালন করেছিলেন দু’জনই। বাসন্তী দেবীর অনুরোধেই নজরুল রচনা করেন সেই বিখ্যাত গান— ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’, যা প্রাথমিকভাবে ‘ভাঙার গান’ শীর্ষক কবিতা হিসেবেই প্রকাশিত হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নজরুল একাধিক কবিতা, গান রচনা করেন। পরবর্তীতে সেগুলি সংকলিত হয় ‘চিত্তনামা’ কাব্যগ্রন্থে। চিত্তনামা-র প্রচ্ছদে ছিল দেশমাতৃকার ক্রন্দনরতা মূর্তি, চিত্রশিল্পী দীনেশরঞ্জন দাশ। চিত্তনামা-য় কবিতা বা গান ছিল মোট পাঁচটি— অর্ঘ্য, অকালসন্ধ্যা, সান্ত্বনা, ইন্দ্র-পতন, রাজ-ভিখারী। কাব্যগ্রন্থটি ‘মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে’ উৎসর্গ করেছিলেন নজরুল। বাসন্তী দেবীর স্নেহ তাঁর জীবনের পরম সম্পদ।

কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর স্ত্রী বিরজাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত স্নেহময়ী নারী ছিলেন, নজরুল তাঁকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করতেন। হুগলি জেলে থাকার সময় বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস পান করে নজরুল তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন। ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রের শুরুতেই লিখলেন— ‘মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে।’ উৎসর্গ কবিতায় নজরুল লিখলেন—

‘দূর-দূরান্তর হতে আসে ছেলে-মেয়ে,
ভুলে যায় খেলা তারা তব মুখে চেয়ে!
বলে, ‘তুমি মা হবে আমার?’ ভেবে কী যে!
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুণায়! মনে হয় যেন
সকলের চেনা তুমি সকলেরে চেনো!

এভাবেই নজরুল একজন মা-কে বিশ্বজননীতে পরিণত করেন। সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালোবাসা তা শুধুমাত্র নিজের সন্তানের জন্যই নয়, মাতৃত্বকে এখানে উদযাপন করেছেন কবি। দেখিয়েছেন বিশ্বের সকল ছেলে-মেয়ে কীভাবে আশ্রয় পান একজন স্নেহশীলা নারীর কাছে।

নজরুল সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, ১৯২২-এর ১১ আগস্ট ‘মায়ের আশিস’ শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল বিরজাসুন্দরী দেবীর এই লেখাটি— ‘গগনে ধূমকেতুর উদয় হলে জগতের অমঙ্গল হয়, ঝড়, ঝঞ্ঝা, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অনিবার্য হয়ে ওঠে, এটা জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা বলে জ্ঞান হয়েছে অবধি শুনে আসছি। আমরা বাঙালী, আমরা বড়ো শান্তিপ্রিয় গো-বেচারা জাতি, তাই আমাদের ধূমকেতু নাম শুনেই প্রাণটা কেঁপে ওঠে। ভারতের অদৃষ্টে অলক্ষ্যে হয়তো সত্যসত্যই ধূমকেতুর উদয় হয়েছে, তা না হলে আজ এর বুকের উপর দিয়ে এত অমঙ্গল উপদ্রব আর অশান্তির রক্ত-সাইক্লোন বয়ে যেত না। অতএব তোমার এই ধূমকেতু দেখে আমাদের নতুন করে ভয় পাবার তো কিছু দেখি না। যাঁর আদেশে আজ প্রলয় ধূমকেতুর উদয় আর তারই জন্যে অমঙ্গল-শঙ্কায় তাবৎ ভারতবাসী বিত্রস্ত, পথভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট আর কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ঘুরে মরছে— আমার বিশ্বাস নিশ্চয় এই অমঙ্গল অন্ধকারের পিছনে মঙ্গলময় ভগবান তাঁর অভয় হস্তে মঙ্গলপ্রদীপ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। যখন সকল দেশবাসী আমার সেই মঙ্গল-আলোকের জন্য কেঁদে উঠবে, সকলে এক হয়ে সমস্বরে সেই আলোক-শিখাকে স্মরণ করবে, তখনই সত্য সুন্দর শিব সমস্ত অমঙ্গল আঁধার অপসারিত করে তাঁর মঙ্গল-প্রদীপ নিয়ে ধরায় ধরা দিতে আসবেন। চিরদিন দুঃখের পর সুখ, আঁধারের পর আলো, কান্নার পর হাসি, বিরহের পর মিলন অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে থাকে; এর একটা বাদ দিলে অন্যটার তীব্রতা ও উল্লাস উপলব্ধি করা যায় না। তাই, আমরা মায়ের জাত, তোমার ধূমকেতুর রুদ্র জ্বালা দেখে অমঙ্গল-আশঙ্কায় কেঁপে উঠব না। কেন না, মঙ্গল-দীপ সাজাবার ভার আমাদেরই হাতে। ধূমকেতু ভগবানের বিদ্রোহী ছেলে। মা বিদ্রোহী দুরন্ত ছেলেকে শান্ত করবার শক্তি রাখে। অতএব ভয় নেই; তাই বলে অহংকারও কোরো না। কর্ম করে যাও, তোমার যাত্রা শুরু কর, বল মাভৈঃ। তিমিররাত্রির অবসানে যখন অরুণ রাগে তরুণ সূর্যের উদয় হবে, তখন তোমার এই ধূমকেতু আলোর সেতু হয়ে আঁধারের পারে নিয়ে যাবে। প্রার্থনা করি যতদিন এই আগুনের শিখা এই ধূমকেতুর প্রয়োজন, ততদিন এ অমঙ্গল মঙ্গলমাতে নিরাপদে থাক্।

আশীর্ব্বাদিকা,
শ্রী বিরজাসুন্দরী দেবী

মায়ের আশীর্বাদকে পাথেয় করে নজরুল ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার যাত্রা শুরু করেন। ‘বিষের বাঁশী’ কাব্যগ্রন্থ নজরুল উৎসর্গ করেছিলেন মিসেস এম. রহমানকে। শুরুতেই লিখলেন—

‘বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব
আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা
মিসেস এম. রহমান সাহেবার
পবিত্র চরণারবিন্দে—’

মাতৃরূপে মিসেস এম. রহমান সকলকে যেভাবে ভালোবেসেছেন, উৎসর্গ কবিতায় তারই জয়গান গাইলেন নজরুল—

‘আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছ অভয়-ক্রোড়ে,
সপ্ত রাজার রাজৈশ্বর্য মানিক দিয়াছ মোরে,
নহে তার তরে,— সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মানিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো,
শুধু মাতা নহে, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি!’

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন— ‘কবির মাতৃস্বরূপা মিসেস রহমানের পারিবারিক নাম ছিল মুসাম্মদ মাসুদা খাতুন। সাহিত্যজগতে তিনি তখন পরিচিত একটি নাম। হুগলি জেলার আরামবাগের শেরপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। মাসুদা ছোটোবেলায় লেখাপড়ায় তেমন এগোতে পারেননি। কেননা পিতা ছিলেন মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বশিক্ষায় অগ্রণী। তাঁর লেখা মা ও মেয়ে উপন্যাসটি তখন সাহিত্যমহলে সর্বত্র প্রচারিত। চানাচুর নামে তাঁর লেখা তখন ছিল বহুল পঠিত একটি প্রবন্ধগ্রন্থ।... শোনা যায়, বহরমপুর জেলে বন্দি থাকার সময়ে কবিকে তিনি নিয়মিত চিঠি লিখতেন এবং কবির জন্য মাসুদা সুস্বাদু খাবার সেখানে পাঠাতেন।’ এরকমই এক স্নেহশীলা নারীকেই নজরুল তাঁর জীবনে মা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল কলকাতায় ৬ নম্বর হাজী লেনে মিসেস এম. রহমানের উপস্থিতিতে নজরুল ও প্রমীলাদেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এভাবেই নজরুলের একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তেও প্রকৃত অভিভাবকের মতোই তিনি পাশে ছিলেন।

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্তর লেখা ‘সমগ্র নজরুল জীবন’ থেকে জানা যায়— ১০ মার্চ, ১৯২৬ সালে অসুস্থ শরীর নিয়ে নজরুল দিনাজপুর থেকে মাদারিপুর নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য রওয়ানা হন। সঙ্গী তাঁর কৃষ্ণনগরের শুভার্থী-বন্ধু বিশিষ্ট নেতা হেমন্তকুমার সরকার। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ড. প্রতাপচন্দ্র গুহ ও কার্তিকচন্দ্র মল্লবর্মণ ছাড়াও স্টিমারঘাটে কবি ও তাঁর সঙ্গীকে হাজার পাঁচেক লোক স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। কবির সঙ্গে সেখানে সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন কুমিল্লার অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বসন্তকুমার মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভা মজুমদার। হেমপ্রভা ছিলেন সুপরিচিত নেত্রী ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সফল সংগঠক। এই নেত্রীর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। হেমপ্রভাকে নিয়েই কবি মাদারিপুরে এসে ১৩ মার্চ, ১৯২৬ তারিখে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘হেমপ্রভা’। কবিতার প্রথম দু-টি চরণ ছিল—

‘কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম্-প্রভা হ’ল ধরণী।।’

এভাবেই একাধিক মমতাময়ী নারী নজরুলকে মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। স্নেহের ডোরে বেঁধেছিলেন বাংলা মায়ের দামাল ছেলেকে।

(লেখিকা নজরুল সঙ্গীতশিল্পী এবং সভাপতি, ছায়ানট, কলকাতা)

বাঙালির পরম নির্ভর কাজী নজরুল ইসলাম

সঞ্জীব দেবলস্কর

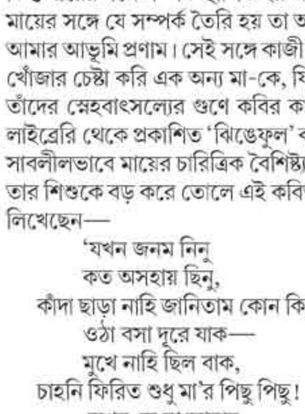

নজরুল কবিতার রেকর্ড।

কেউ যদি একসঙ্গে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তকে পেতে চান, তবে এর সুরেলা উদাহরণ হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলার এ বিস্ময়কবি— একাধারে বৈষ্ণব পদকর্তা, শাক্তসাধক, সুফি তাত্ত্বিক এবং সুরেলা বাউল। যে গভীর অনুভবে তিনি মাতৃআরাধনার গীত, শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন, সেই একই নিবিষ্টতায় রচিত ইসলামি সঙ্গীতের ধারায়ও তিনি প্লাবিত করেন ইসলামি সমাজকেও। তাঁর সুরে যেমন আছে মরু-মুসাফিরের তপ্ত নিঃশ্বাস, তেমনি আছে বাংলার ‘দিঘির বুকে শতদল চাঁপার কলি ঝরার কোমল কম্পন।’ উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতীয় অর্থাৎ কর্নাটকি শাস্ত্রীয়সঙ্গীত, বৈঠকি ঘরানার গান, নদীবক্ষে মাঝিমাল্লা কিংবা আউল বাউল ফকিরের কণ্ঠ থেকে আহরিত পল্লিগীতি, জনজাতি কিংবা প্রান্তিক সাপুড়েদের বাঁশির সুরের আদলে রচিত অজস্র সঙ্গীত তো আছেই।

নজরুলের গানের নিসর্গ বহুধাবিস্তৃত— মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্র-তারা থেকে শুরু করে বাংলার শ্যামল মাটি পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, সাগরপারের দ্বীপপুঞ্জ ছুঁয়ে ইউরোপীয় মহাদেশ পর্যন্ত। এমন স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিরল সম্মিলন সাহিত্যের ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না। নজরুলের অভিনবত্ব হল নিজ ধর্মবিশ্বাসে স্থিত থেকেও অপর ধর্মের মর্মমূলে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা। এ পরীক্ষায় কাজী নজরুল ইসলাম সফল। নিজ ধর্মমতের সীমানা অতিক্রম করে অন্যধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, ভাব এবং অনুষঙ্গ আহরণ এবং আত্মস্থ করে শিল্পরসোত্তীর্ণ, গভীর অধ্যাত্মচেতনায় সুরবদ্ধ পদ রচনা— এ কৃতিত্ব সারা বিশ্বে বিরল। এখানে নজরুল আক্ষরিক অর্থেই অদ্বিতীয়।

নজরুল অবশ্য এখানেই থেমে যাননি। আদ্যন্ত রোমান্টিক, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের উপাসক এই প্রেমিক কবি সাম্যবাদী চেতনাকে বুকে ধারণ করে জগতের লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত মানুষের মুক্তির নিশানা দেখাতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কবিতা ও গানের আবেদন চিরকালীন।

তাঁর সৃজনবিশ্বের অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু সঙ্গীতের কথাই যদি ধরা হয়, যে-ব্যাকুলতায় তিনি সৃষ্টি করেন বৈষ্ণবীয় কীর্তন পদাবলি সেই একই গভীর আবেগে তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় প্রাণস্পর্শী মাতৃবন্দনা, শাক্তভাবে সিঞ্চিত শ্যামাসঙ্গীত যার আবেদন সমগ্র বাঙালি জাতিকে প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে ভাবাবেগে আপ্লুত করে রেখেছে।

এই সেই কবি যিনি হজ যাত্রীদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে নিবেদন করেন, ‘আমার সেলাম পৌঁছে দিও নবিজির দরজায়’ আবার তিনিই বসন্তদিনে হোরির উৎসবে মেতে ওঠেন—‘খেলে ব্রজনারী হোরি, আজি নন্দদুলালের সাথে’— ভোরের সূর্যোদয়ে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শৈব বন্দনা ‘অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী’, একই সঙ্গে ভোরের আজানের মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, ‘ভোর হল ওঠ জাগ মুসাফির আল্লা রসুল বোল।’ বাংলার এ কবির কণ্ঠে শরতের ভোরে যেমন আগমনীর উৎসারণ ঘটে, তেমনি রমজানের রোজার শেষে খুশির ঈদের আনন্দেও তাঁর মন উদ্বেল হয়ে ওঠে— সাঁওতালি জনজাতির পরবে মাদলের তালে তালে সৃষ্টি হয় তাঁর অনুপম গীত।

নজরুলের সত্তার গভীরে মিশে আছে বাংলার প্রকৃতি। তিনি গেয়েছেন— ‘একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লিজননী।’ পল্লিপ্রান্তরে গ্রাম এবং শহরতলিতে দখিনা বাতাসে পরজের স্নিগ্ধ ছোঁওয়া লাগানো পাগল বসন্তের আত্মপ্রকাশ একেবারে স্পর্শানুভূতি নিয়েই চিত্রায়িত হয় তাঁর গানে।

আদ্যন্ত রোমান্টিক, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের উপাসক এই প্রেমিক কবি সাম্যবাদী চেতনাকে বুকে ধারণ করে জগতের লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত মানুষের মুক্তির নিশানা দেখাতে চেয়েছেন। দশকে দশকে কাজী নজরুল ইসলামকে নতুন করে পাঠ করা প্রয়োজন। তাঁর গানের এবং কবিতার আবেদন প্রকৃতপক্ষে চিরকালীন— নিত্য নতুন করে আবিষ্কারযোগ্য সৃষ্টি। এ পাঠ ডিগ্রি অর্জন বা চাকরিরক্ষার্থ কোনও অবশ্যকৃত্য নয়— মানুষের অন্তঃস্থিত মানবিক বৃত্তির গভীর উপলব্ধির দিকে এক মননশীল অভিযাত্রা।

ঈশ্বরবন্দনা থেকে নিসর্গবন্দনা, দেশপ্রেম থেকে শিশুচিত্তমনোহারি কবিতা ও গান— এই বহুমাত্রিক, বহুস্বরের স্রোতধারায়ই প্রসারিত

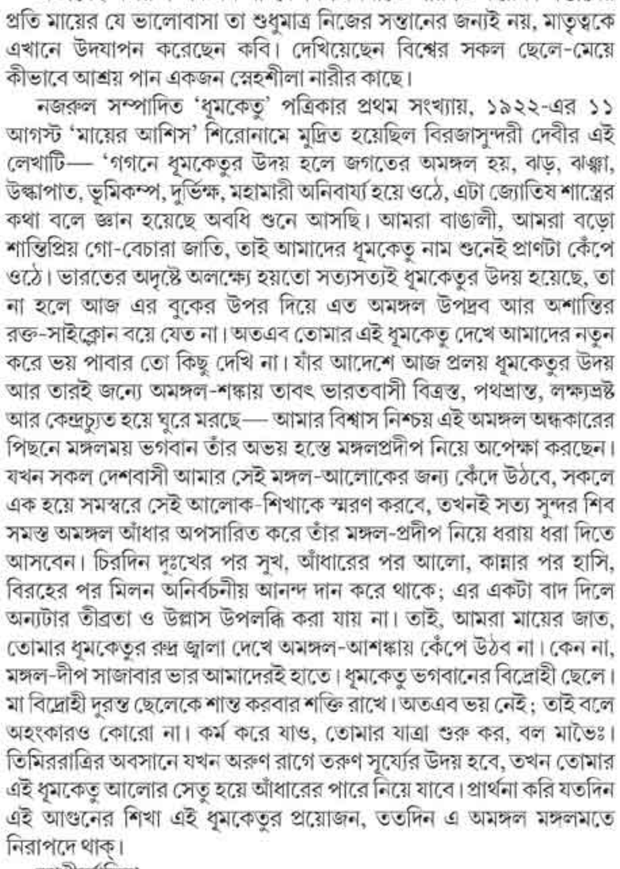

কাজী নজরুল ইসলামের সুরেলা যাত্রা, এ যাত্রায় সঙ্গী হবার সৌভাগ্য হয়েছে বাঙালির। ভিতরে বাইরে জাতপাতের বিবাদে ক্লিষ্ট আজকের বাঙালির কাছে এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আর কে হতে পারে!

পরিশেষে একটু স্মরণ করি কাজী নজরুল ইসলামের যুগান্তকারী সেই উক্তিটি—

‘হিন্দু না ওরা মুসলিম— ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?’ এই প্রশ্ন তোলার মানুষের সংখ্যা আজ গাণিতিক হারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের কাছাড়, করিমগঞ্জ (থুড়ি শ্রীভূমি), হাইলাকান্দি, হোজাই, লক্ষা, নগাঁও, বড়পেটা, কামরূপ— এমনকি বাংলার মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, মালদহ, হাওড়া, চব্বিশ পরগণার অন্দরে কন্দরে— সর্বত্রই দেখা যায় এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা— সাম্প্রদায়িকতার মল্লযুদ্ধে কার ভাষা কত হিংসাশ্রয়ী, কত বিদ্বেষ জাগানো হতে পারে। এক জনগোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অভিযোগ তুলছে— পক্ষান্তরে পারস্পরিক অবিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এরা প্রকাশ্যেই একে অপরের মরণকামনাই করছে, এ বোধটি হারিয়ে ফেলেছে। দুঃখের কথা হল— এই সাম্প্রদায়িক আস্ফালনের প্রতিযোগিতায় বাঙালিরা আজ সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের আসাম রাজ্যের ভ্রাতৃপ্রতিম গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষিক স্বাভিমানকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো সংযমের অভাব দেখা গেলেও তা এত ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু বাঙালিরা— কী হিন্দু, কী মুসলিম সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে হিংসার অনুশীলনে আর সব জাতিগোষ্ঠীকে হারিয়ে দিচ্ছে।

ঘরে বাইরে, প্রদেশে প্রদেশে আজ বাঙালিকে প্রায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই ‘ভূত তাড়ানো’ (witch hunting) করা হচ্ছে, এর কারণ কি আমরা বিশ্লেষণ করছি? অন্য কোনও সমাজে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বয়ানবাজির নজির বোধহয় নেই। (যে একজন মাত্র ক্ষমতাবান ব্যক্তির মুখনিসৃত তীব্র জাতিবিদ্বেষী বয়ান শোনা যাচ্ছে তা কতটুকু তাঁর ভিতর থেকে উৎসারণ আর কতটুকু নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে আরেক অবশ্যকৃত্য, এ নিয়েও বিস্তর সন্দেহের অবকাশ রয়েছে)। তবে অন্য ভাষিকগোষ্ঠীর সমালোচনায় না গিয়ে যদি নিবিড় ভাবে কান পাতি তবে দেখব নজরুলের জন্মভূমি এবং কর্মভূমিতেই তাঁর সাম্য-মৈত্রীর আবেদন আজ অমানবিক বয়ানবাজির কোলাহলে চাপা পড়ে গেছে। আর বাঙালির আদি উৎস সোনার বাংলা— যেখানে পরম আদরে একদিন নজরুলের শেষ শয্যা পাতা হয়েছিল— সেই গোরস্থানের নরম মাটিও আজ ভ্রাতৃঘাতী হেফাজতির পদধ্বনিতে কাঁপছে। বাঙালির আশার শেষ প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব কি আজ ‘মমতাবিহীন কালস্রোতে বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা’ আমাদের একাদশ ভাষাশহিদের ভূমি নিতে পারবে?

ধারাবাহিক 'স্মৃতিসফর' : ৭

শিলচরের লুপ্ত সময়

রণবীর পুরকায়স্থ

অসমাপ্ত বরাক সেতু

দেশভাগের নাম হয়েছিল স্বাধীনতা, ১৯৪৭-এ। ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলি বাধ্য হয় এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশ ছেড়ে যেতে। স্বাধীন দেশে বাঁটোয়ারার পর কিছু হয়তো অর্থাগম হয়, ফলত তা দিয়ে এবং নিজস্ব অর্থনীতি ও ধারকর্জ করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়, শিলচর শহরের তিনভাগই বরাক নদী বেষ্টিত থাকায় শহর সম্প্রসারণের রুদ্ধপথ বিস্তৃত করার স্বার্থে বরাক নদীর উপর সেতু তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেই মতো অনুমোদিত নকশার ছাড়পত্র সহ গ্যামন কোম্পানিকে বরাত দেওয়া হয়। জোরকদমে এপারে জাহাজঘাটার দিকে আর ওপারে রংপুরে কাজ এগিয়ে যায়। আচমকা কাজ থেমে যায়, বছরের পর বছর যায় নদীর উপর আর সেতু জোড়া লাগে না। কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পেরিয়ে যায়, আমরা শিশু থেকে যুবক হয়ে চলে যাই শিলচরের বাইরে সদরঘাটের জুড়িন্দায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের গাড়ি চেপে। অনেক বছর পর ফিরে এসে দেখি জোড়া লেগেছে ব্রিজের দু'মাথা, তাও প্যাঁচ ঠিকমতো না হওয়ায় যেটি হতে পারত সুন্দর, সেই সেতুটি হা হয়ে থেকে যায়। জোড়াতালি দিয়ে এখনও চলছে, তবে পাশের নতুন সেতুটি কিন্তু নয়ন মনোহর।

ঠুইনমানকুনি রুজন্ট আইগগাজাল হেলাইঞ্চা

ঠুইনমানকুনি হেলাইঞ্চা এখনও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ঠুইনমানকুনি বাটা একটু তেল লবণ দিয়ে খাওয়া মানে পেটের অসুখ থেকে মুক্তি আর পাতা একছিঁড়া করে আলু বেগুন কিংবা আলু পেঁপে কিংবা আলু কাঁচকলার সিলেটি সুক্তোর একই ফল। হেলাইঞ্চা পাতা সিদ্ধ কাঁচা শয্যর তেল লবণ কিংবা কচি কচি কেটে চালের গুঁড়ি দিয়ে বড়া খেলে মুখে রুচি আসে, স্টার্টার হিসেবে সুনাম আছে। তবে সুক্তোর জন্য মাঝখানের দু'টি পাতার কোনও জুড়ি নেই। রুজন্ট আর আইগগাজালের নামই হয়তো জানে না এখন অনেক শহুরে রাঁধুনি। তবে আইগগাজাল আর রুজন্ট একেবারে যে নেই, কোথাও পাওয়া যায় না তাও নয়, আমার বন্ধু মিথিলেশের শিবালিক পার্কের বাড়িতে আছে দেখেছি, আমাকে দেবে বলেও ভুলে গেছে বারবার।

নেমন্তন্ন বাড়িতে পাত পেড়ে খাওয়া

আমাদের ছোটবেলা শেষ হওয়ার আগেই নেমন্তন্ন বাড়িতে পাত পেড়ে খাওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। সে শুধু বাড়িতে জামাই এলে, জ্যাঠামশাই এলে বড় পিঁড়িটা বেরোত, বড় কাঁসার থালা, ঢেউ খেলানো কাঁসার বাটি আর একই ধাতুর খুরাদিল গেলাস। শ্রাদ্ধ বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশনে কাঠের তৈরি ইংরেজি এ অক্ষরের উপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে তার উপর ধোয়া কলপাতা দেওয়া হত, অতিথিরা আবার ধুয়ে নিতেন, তারপর পাতার উপর ডানদিকে লেবু-লবণ-লঙ্কা পড়ত প্রথম, তারপর মাটির গ্লাসে জল। ডাল হত ভিন্ন রকম, ভাজা মুগের ডালে উচ্ছে একপদ আর মাছের মুড়োর ডাল আর এক পদ সঙ্গে বেসন গোলার আবরণে বেগুন কিংবা মিষ্টিকুমড়ো ভাজা। শ্রাদ্ধবাড়ি ছাড়া সবেতেই মাছ-মাংস থাকত। চাটনি পাঁপড় দই রসগোল্লা শেষপাতে। মিষ্টিদই তখনও আসেনি শিলচরে। সবশেষে রসগোল্লা খাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হত, মাছ-মাংসেও চলত 'আর একটা দিই' বলতেন পরিবেশনকারী, যারা গামলা-বালতি নিয়ে পঙ্গতে দৌড়তেন তারা বেশিরভাগই পাড়ার ছেলেরা, ওদের কোনও ড্রেসকোড না থাকলেও কোমরে গামছা বাঁধা আর খালি পায়ে পরিবেশন। 'এখানে মাছ আর একটা দাও' বলতেন বিয়েবাড়ি হলে বরকর্তা কিংবা কন্যাকর্তা। হাত জোড় করে অতিথি আপ্যায়ন করতেন। বউভাতে নববধূ ঘি দিয়ে শুরু করতেন শেষপাতে মধু। খাওয়ার টেবিলের কথা তো বললাম যেমন, বসার ব্যবস্থাও ছিল বেশ, কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার ছিল শক্তপোক্ত। কোথাও খিলিপান থাকত, কোথাও বাটায় সাজিয়ে রাখা হত পান-সুপারি-জর্দা। বয়স্কদের জন্য সিগারেটের ব্যবস্থাও থাকত। আর রান্না যে করতেন তাঁর নামেও অতিথির রসনা রসসিক্ত থাকত, যেমন এখন থাকে 'ভোজ ক্যাটারার' কিংবা 'বিজলি গ্রিল'-এর নাম শুনলে। পাড়ার স্বনামধন্য রাঁধুনির দর বাড়ত লগনশার দিনে। পাড়ায় পাড়ায় ক্যাটারিং হয়ে কোথায় গেল সুরেশদার মতো পাচক কিংবা বিন্দুমাসির মতো রন্ধনকারিণী।

ঢেঁকি গাইল ছিয়া

ঢেঁকির একটি অপবাদ আছে বাংলা বাগধারায়, অকর্মা লোক বোঝাতে বলা হয় 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি'। খুব নরম কাঠ হয় আমড়ার, জ্বালানি ছাড়া কোনও আসবাব তৈরি হয় না। ঢেঁকি তো নয়ই, কারণ তার জন্য চাই শক্তপোক্ত কাঠ। শহরে ঢেঁকি খুব কম বাড়িতেই থাকত, কারণ ঢেঁকির জন্য জায়গা দরকার অনেক আর ধানখেত সংলগ্ন হলে প্রধান কাজটি করা যায়, ঢেঁকির কাজই তো ধান ভানা। এছাড়া চালের গুঁড়ি ডালের গুঁড়ি এসব অতিরিক্ত কাজও হয়। আর ঢেঁকির জন্য কম করেও দু'তিনজন মহিলার দরকার, একজন বা দু'জন দেবে ঢেঁকিতে পাড় আর উল্টোদিকে কাঠের বা পাথরের গর্তের মুখেও থাকবে একজন, বেরিয়ে যাওয়া ছাঁট শয্য ঢুকিয়ে দেবে গর্তের ভিতর। তবে গ্রামের বাড়িতে তখনকার দিনে ঢেঁকি ছিল অপরিহার্য। ঢেঁকির একটি ক্ষুদ্রকায় প্রতিরূপ তখনকার দিনের শহরে বাড়িতে দেখা যেত যার নাম উদুখল বা গাইল ছিয়া। একটি গাছের গুঁড়ি দিয়ে বড় ডমরুর মাপে বানানো হত গাইল একদিক নিরেট আর একদিকে গর্ত। আর ছিয়া হল প্রায় ছয় ফুট লম্বা একটি কাষ্ঠদণ্ডের একদিকে লোহার বেড়ি লাগানো থাকত। দু'জন মহিলা তালে তালে গাইলে পাড় দিতেন ছিয়া দিয়ে চাল ডাল মশলাপাতি সব গুঁড়ো হয়ে যেত। পিঠে পার্বণের সময় গাইল ছিয়ার ব্যবহার হত গুঁড়ি কুটতে। প্রেস্টিজ আর প্যানাসোনিক গ্রাইন্ডারের দৌলতে ওরা হারিয়ে গেছে।

(ক্রমশ)

অপরজন্ম

(কলকাতা পর্ব)

সমরজিৎ সিংহ

৭২

বৃষ্টি থেমেছে কি না খেয়াল নেই কারও। তুমুল মদ্যপান চলছে তখন। এক ফাঁকে, দীপঙ্কর, তার কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে নিয়েছে গাঁজার কলকে, গাঁজা এবং আনুষঙ্গিক সবকিছু। গাঁজার কলকে সাজানো এক শিল্প। দীপঙ্কর এই শিল্পে মাস্টার। সে কলকেতে আগুনের এক চিলতে গুঁজে দিয়ে, লোকেন চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিল কলকে।

ইতস্তত করছিলেন তিনি। পার্থপ্রতিম উসকে দিল তাঁকে। 'মিস্টার চক্রবর্তী, ইটস আ ফান। টেক ইট ইজিলি।'

কলকে, যাকে কেউ কেউ বলে ছিলিম, ঘুরতে লাগল এক হাত থেকে আর এক হাতে। প্রত্যেকেই টান দিচ্ছে। গাঁজার ধোঁয়া, মদ আর বৃষ্টি মিলে একাকার। একবার মদের গ্লাসে চুমুক, একবার গাঁজার ছিলিমে টান। কতক্ষণ চলেছিল, জানি না। শুধু এটুকু খেয়াল আছে, রাস্তায় এসে, লোকেন চক্রবর্তী ট্যাক্সি ডেকে ডেকে, আমাদের তুলে দিচ্ছেন। শেষ ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিলেন আমাকে।

পরদিন, নেশার ঘোর যখন কাটল, দেখি, আমি পড়ে রয়েছি শিয়ালদা স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের একদিকে। কীভাবে এখানে এলাম? ভাবতে ভাবতে, চেয়ে দেখি, আমার শরীরে এক টুকরো কাপড়ও নেই। ভোরবেলা। লোকজনের ভিড় তখনই মারাত্মক। কেউ কেউ আমাকে দেখে, মুচকি হেসে, চলে যাচ্ছে।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে আমার মেস মানে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন খুব একটা দূরে নয়। হেঁটে কুড়ি মিনিট। কিন্তু এই উলঙ্গ অবস্থায় কীভাবে যাব সেই পাড়ায়? তখনই মনে পড়ল, একরাম আলি থাকে আরও কাছে। এই হ্যারিসন রোডেই এক মেসে।

ভিড় আরও বাড়ছে। আর চিন্তা করার সুযোগ নেই। আমি, চোখ প্রায় বন্ধ করে, মাথা নিচু করে, সেখান থেকে হাঁটতে শুরু করলাম। ফুটপাতের দোকানপাট তখনও সেভাবে বসেনি এই তল্লাটে। বাঁদিকের ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছি দ্রুত। একরাম কি কলকাতায় আছে? না কি তার দেশের বাড়ি বীরভূমে চলে গেছে? অনেকদিন দেখা নেই তার সঙ্গে। যদি চলে গিয়ে থাকে, তখন কী হবে?

এত ভোরে মেসের কোনও লোক ঘুম থেকে ওঠেনি। তিনতলায়, একরামের ঘরের দরজায় ধাক্কা মারলাম। বেশ জোরে। কিছুক্ষণ পর, আধোঘুমে এসে দরজা খুলে দিয়ে, আমাকে দেখে, চমকে গেল সে। 'এ কি!' তার গলা দিয়ে এই কথায় বেরুল। তারপর 'এস, এস' বলে, তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে দিল এগিয়ে।

বিকেলে দেখা হল পার্থপ্রতিমদের সঙ্গে। কফিহাউসেই। নিশীথ ও পার্থপ্রতিম ঠনঠনে কালিবাড়ির সামনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে। শৌনক আর দীপঙ্কর হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের সিঁড়ির নীচে কাটিয়েছে সারা রাত। আমার বস্ত্রহীনতার কথা শোনালাম তাদের। সঙ্গে স্যান্ডেল খোয়ানোর কথাও।

সব দোষ পড়ল দীপঙ্করের ঘাড়ে। বেচারা গাঁজা না খাওয়ালে এমন ঘটনা ঘটত না!

পরদিন বিকেলের পর, কাস্টমস টেন্টে গেলাম লোকেন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে। এই সঙ্গে স্যান্ডেলের খোঁজ নিতে। মাধবী কিনে দিয়েছিল এই স্যান্ডেল। কীভাবে যে খোয়ালাম!

লোকেন চক্রবর্তী নেই। আসেননি তিনি। দারোয়ানরা কেউ বলতে পারল না আমার স্যান্ডেলের কথা। তার মানে খালি পায়ে কাটাতে হবে। কবে যে কিছু টাকা একসঙ্গে হাতে আসবে! এলে, কিনে নেব স্যান্ডেল। নিদেনপক্ষে একটা হাওয়াই চটি কিনতে পারলেও চলবে আপাতত। কলকাতার রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটা বিপজ্জনক।

এর মধ্যে আর এক ঘটনা। ঘঞ্চু এসে নিয়ে গেছে আমার টি-শার্ট, যা দিয়েছিল মাধবী। তার এক আত্মীয় হাঙ্গেরি থেকে এনে দিয়েছিল এই নীল টি-শার্ট। একটা জামা, দু'টি টি-শার্ট সম্বল আমার। একটা খোয়ানো গেল সেই রাতে। ঘঞ্চুকে যত বলি, ও হাসে আর বলে, কিছুদিন পরি এটা। তোমার প্রাক্তনের দান, তার গন্ধই আলাদা।

এখন কলকাতার রাস্তায় হাঁটি খালি পায়ে। অভ্যাস হয়ে গেছে। ঝড়জলেও। আগুনের মতো গরম রাস্তাতেও। মানুষ অভ্যাসের দাস। ছেলেবেলায় তো খালি পায়েই চলাচল করতাম। একদিন ঘঞ্চু ও আমি হেঁটে বেড়ালাম খালাসিটোলা থেকে কফিহাউস। আমার নীল টি-শার্ট তার গায়ে। আর এক জীর্ণ টি-শার্ট আমার গায়ে। কফিহাউস থেকে বেরিয়ে আসব, ঘঞ্চু বলল, 'কাল তোমার টি-শার্ট ফিরিয়ে দেব। আমি সত্যি অন্যায় করেছি এতদিন।'

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, দেয়ালগুলিতে নতুন নতুন লেখা দেখা যাচ্ছে। দেওয়াল লিখন পশ্চিমবঙ্গে এক শিল্প। নতুন নতুন উদ্ভাবনা লক্ষ করার মতো। আগে দেওয়ালে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে লেখা হত 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। কোথাও কোথাও লেখা থাকত, 'উপরে ভাড়া নীচে ভাড়া মাঝে জ্যোতি সর্বহারা'! 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' লেখাটি প্রায় সর্বত্র। এখন লেখা হচ্ছে 'দিল্লি থেকে এল গাই, সঙ্গে বাছুর সিপিআই'!

রাজনৈতিক চেতনা বঙ্গের মানুষের বেশি। পড়াশোনাও করে বেশিরভাগ লোক। গ্রামের কথা তেমন জানি না, তবে কলকাতায় বেশিরভাগ মানুষ পড়াশোনা করে। কেউ কেউ টিপ্পনিও কাটে তাদের নিয়ে। বলে, আঁতেল। কৌতুকবোধ এই কলকাতার প্রাণ। বাসে, ট্রামে, রেলে, ঠেলাঠেলি করে উঠতে যাওয়ার সময়ও কৌতুকময় এবং

ধারাবাহিক আত্মজীবনী—৭০

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে

দেবোপম বিশ্বাস

পূর্ব প্রকাশিতের পর

৪

রাতের আকাশে এক ঝারে যাওয়া তারার মতো মৃণালিনী যদিও অকস্মাৎ বিদায় নিলেন পার্থিব জগৎ থেকে, কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার প্রতিফলনটি ঠিক কেমনভাবে ধরা পড়ল? 'শিশু'-তে বাৎসল্য রসের যে অবিরল ধারা ঝরে পড়েছিল তার অভিমুখটি ছিল সন্তানদের দিকে, কিন্তু মৃণালিনী তো কেবল জননী নন, তিনি তো একাধারে কবিপ্রিয়াও। তাঁর সেই ভূমিকাটিকে মানবিক প্রেম-ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে তোলার কোনও প্রয়াস কি ঘটেনি কবির কাব্যকৃতিতে? এবার যাব সেই সন্ধানে।

এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে স্ত্রীর প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই কবির লেখনী থেকে উৎসারিত হল বেশ কিছু কবিতা, যেগুলি প্রথমে তাঁর নিজেরই সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও পরে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। এর বহু পরে, ১৯১৪-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে শিরোনামহীনরূপে সেই কবিতাগুচ্ছের ২৭টি কবিতা একত্রিত করে প্রকাশিত হয় 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ এবং বাকি ১৩টি কবিতা স্থান পায় 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে। অবশ্য 'উৎসর্গ'-এর আরও কিছু কবিতা, যেমন 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি', 'আমি চঞ্চল হে', 'আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে', ইত্যাদিতেও কবিপত্নীর বিরহের ছায়া পড়েছে বলে অনুমান করা যায়। আবার ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থেরও অন্তত তিনটি কবিতা— 'শেষ খেয়া', 'গোধূলিলগ্ন' ও 'প্রভাতে'-কে এই পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। কেউ কেউ যদিও মনে করেছেন যে সহধর্মিণীকে উদ্দেশ করে এই সীমিত সৃষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুলায়তনের প্রেক্ষিতে একেবারেই মানানসই নয়, কেউ বা এর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন কবির বিরহদীর্ণ মনোজগতের কাতর অভিব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন,'যখন পত্নীবিয়োগ হয় তখন তাঁর পিতৃদেব বেঁচে আছেন। অগ্রজগণ রয়েছেন চোখের সামনে। কিন্তু কাব্যে এই শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে কবি বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হননি।'

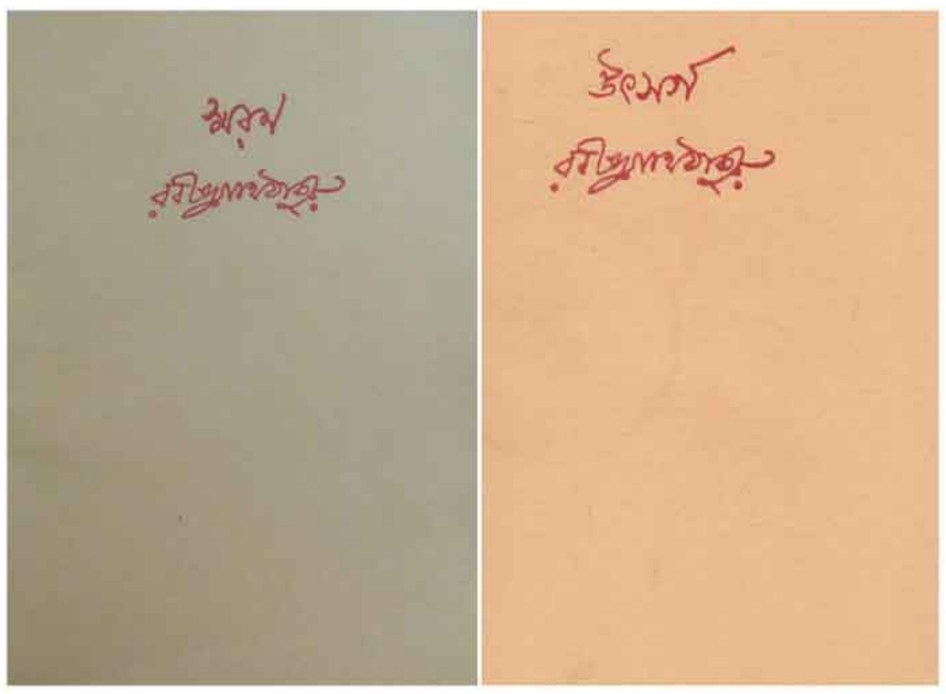

সত্যিই তাই। মৃণালিনীর প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথকে যে তীব্র শোকের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে মিতায়তন এই কবিতাগুচ্ছের ছত্রে ছত্রে। 'জাগো রে জাগো রে চিত্ত জাগো রে,/জোয়ার এসেছে অশ্রু-সাগরে।/কূল তার নাহি জানে,/বাঁধ আর নাহি মানে', 'আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে/রয়েছে কাতর ঘোর।/দুখশয্যায় করি জাগরণ/রজনী হয়েছে ভোর।' কিংবা 'সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-মাঝে বাহিরিলে একা—/অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।/মঙ্গলমুরতি সেই চিরপরিচিত/অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!'— এই ধরনের পংক্তির যখন সম্মুখীন হই, কবির বিরহকাতর মূর্তিটিই সামনে এসে দাঁড়ায়। আবার ভাষার দিক থেকে কাব্যিক আড়ালটুকু বর্জন করে একেবারে সহজ অকপট বিরহসঞ্জাত অনুভবও মেলে কিছু কবিতায়, যেমন 'সে যখন বেঁচে ছিল গো, তখন/যা দিয়েছ বারবার/তার প্রতিদান দিব যে এখন/সে সময় নাহি আর।' কিংবা 'আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই—/যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।'

মৃত্যুর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি ক্রমে উপলব্ধি করেছেন দাম্পত্যজীবনের গূঢ় মর্মকথাটি, যার প্রকাশ দেখি এমন বাণীতে— 'বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি/শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে/যদি সেই স্তূপাকার উদযোগের পিছে/না থাকে একটি হাসি'। আবার একই সঙ্গে বিরহী কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাজনিত নিঃসংশয় আত্মসমর্পণ— 'আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,/তোমার লাগি আমি/এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে/রাখিব দিনযামী। এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে/সঁপিয়া মনপ্রাণ,/এখন হতে আমার পূজা লহো গো আঁখিসলিলে— / আমার স্তবগান।'

কবির এই বিচ্ছেদপর্বের কবিতাগুলিতে আরও দু'টি বিশেষ ভাবের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। প্রথমটি হল মৃত্যুর আবরণ ঠেলে স্ত্রীকে কাছে পাবার দুর্মর বাসনা, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে 'দেহমুক্ত তব বাহুলতা/জড়াইয়া দাও মোর মর্মের মাঝারে একবার— / আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম অধিকার।'— এই জাতীয় পংক্তিতে। আর দ্বিতীয়টি হল স্ত্রী-বিয়োগের তীব্র ব্যথায় জেগে ওঠা নিজের মৃত্যুভাবনা, যার পরিচয় মেলে এমন অমোঘ উচ্চারণে— 'প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার— /আর কভু আসিবে না।/বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,/তারি সাথে শেষ চেনা।'

কিন্তু ভালোবাসার আন্তরিক রঙে রাঙানো এই সংসার ছেড়ে যাওয়া মানে একেবারেই কি হারিয়ে যাওয়া? হৃদয়ের মাঝখানে কি থেকে যাওয়াও নয়? নিশ্চয়ই তাই, আর সে জন্যই তো রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেন এমন প্রত্যয়ের বাণী—'মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে/নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহমন্দিরে' কিংবা, 'তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।/আমারি জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।' তিনিই আবার অন্যত্র লিখছেন, 'ক্রমে সবা হতে যত দূরে গেলে ভাসি / তত মোর কাছে এলে। জানি না কী করে/সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে।' অবশ্য এমনটা হবে নাই বা কেন? কারণ কবি তো মনে করেন যে তাঁদের দাম্পত্য শুধু এক আকস্মিক ঘটনামাত্র ছিল না, বরং 'অনাদিকালের এ আছিল মন্ত্রণা।/দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে,/বহু যুগ আসিয়াছি এই আশা বহে।' এই বিশ্বাস কবির মর্মমূলে প্রোথিত ছিল বলেই জীবনের এই শোকাবহ পরিস্থিতিতেও অনুভব করছেন যেন অন্তরালে থেকেও মৃণালিনী হয়ে উঠেছেন তাঁর সৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী— 'দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদলদলে।/মানসসরসী আজি তব পদতলে/নিখিলের প্রতিবিম্বে রঞ্জিছে তোমায়।'

অন্যদিকে কবির সমস্ত জীবন জুড়েই তো ছিল নানাবিধ কর্মের বিপুল আয়োজন ছড়ানো, আর তিনি জানতেনও যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বলোকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই কর্তব্যের মধ্য দিয়েই যেতে হবে তাঁকে, তাই অবশেষে তিনিই লিখতে পারেন এমন আশ্বাসবাণী, 'আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে/গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে', কিংবা 'ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস/ বিশ্ব-মাঝে পাই সেই হারানো পরশ।'

প্রসঙ্গক্রমে কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে কেবল মৃত্যুর আড়াল থেকে নয়, মৃণালিনী বেঁচে থাকতেও রবীন্দ্র-কাব্যে ধরা দিয়েছেন বারবার, কবিপ্রিয়া হিসাবে সেসব কবিতায় তাঁর উপস্থিতি যেমন উজ্জ্বল, তেমনি প্রেমবিধুর। তবু এই সমস্ত কবিতার মধ্যেও বেশ কিছুর পটভূমিতে রয়েছে মৃত্যুর কালো ছায়া, কারণ দাম্পত্যজীবনের শুরুতেই মৃত্যু নিদারুণ আঘাত হেনেছিল কবির বুকে, তাঁকে বেদনাদীর্ণ করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী, তাঁর অতি কাছের নতুন বৌঠান— কাদম্বরী দেবী। যাই হোক, মৃণালিনীর উপস্থিতিযুক্ত কবিতাগুলি বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে যে সব কাব্যগ্রন্থে, তার মধ্যে উল্লেখ্য 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪) ও 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থের কথা। তাই শেষ পর্যন্ত বলাই যায় যে স্ত্রীর জীবদ্দশায় বা মরণান্তে কবিকৃত এই যে সৃষ্টি, মানবিক প্রেমের কোনও ঘাটতি যেমন দেখা যায় না তাতে, তেমনই চোখে পড়ে না ব্যক্তিগত প্রেমোচ্ছ্বাসকে চেপে রাখার কোনওরূপ কৃত্রিম প্রয়াস।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ত্রিপুরায় অন্য রবীন্দ্রনাথ

পান্নালাল রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আগরতলায় বিশেষ রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের পর শান্তিনিকেতনে কবির হাতে 'ভারত-ভাস্কর' অভিজ্ঞানপত্র তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। রাজখরিতা, রেশমবস্ত্রের উত্তরীয়, স্বর্ণমুদ্রা, রাজখানদানি, পোশাক ইত্যাদি সহ শিক্ষাবিদ ভূপেন্দ্র চক্রবর্তীকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়। নন্দলাল বসুর পরামর্শমতো উত্তরায়ণে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল এ উপলক্ষ্যে। কবি সে সময় বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। তবু তিনি ৩০ বৈশাখ বিকেলে ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে উত্তরায়ণের সভাস্থলে হাজির হয়েছিলেন এবং মহারাজ বীরবিক্রম প্রদত্ত রাজকীয় মানপত্র গ্রহণ করেছিলেন। দেশ-বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নানা সম্মান ও পুরস্কারের তুলনায় সেদিন ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে দেয়া 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি কবির কাছে কোনও অংশেই কম ছিল না। রাজকীয় রোবকারীর প্রত্যুত্তরে প্রদত্ত কবির ভাষণ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেদিন রথীন্দ্রনাথ কবির যে লিখিত ভাষণটি পাঠ করেছিলেন এখানে তার ক'টি লাইন উল্লেখ করা হচ্ছে— 'ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলেম, আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এ রকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ।... আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে— যখন বুঝলেম বর্তমান মহারাজা অত্যাচার-পীড়িত বহু সংখ্যক

ত্রিপুরার দেওয়ালচিত্রে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

দুর্গতিগ্রস্ত লোককে অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল।... এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ যখন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে।...'

বীরবিক্রমের প্রপিতামহ মহারাজা বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছিলেন। যখন পরিবারের গণ্ডির বাইরে রবীন্দ্রনাথকে কবি বলে তেমন কেউ চিনতেন না— তখনই ত্রিপুরার রাজা দূত পাঠিয়েছিলেন কবির কাছে। তাঁর কাব্যের প্রশংসা ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেদিনের কিশোর কবি একদিন হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বকবি। জীবনের শুরুতে যে রাজপরিবার থেকে কবি প্রথম তাঁর কাব্যসৃষ্টির জন্য বিপুল উৎসাহ আর অভিনন্দন পেয়েছিলেন— জীবনের শেষ লগ্নেও সেই রাজপরিবার থেকেই কবি 'ভারত-ভাস্কর' উপাধির রাজকীয় সনদ পেলেন। এই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রক্তিম আভা উজ্জ্বল করেছে ত্রিপুরাকে। *(ক্রমশ)*

আইপিএল ট্রফির লড়াইয়ে আজ মুখোমুখি আরসিবি-গুজরাট টাইটান্স

আহমেদাবাদ, ৩০ মে : রবিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আইপিএল ২০২৬-এর বহু প্রতীক্ষিত মেগা ফাইনাল। ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং গুজরাট টাইটান্স। গ্রুপ পর্বে পারফরম্যান্সের নিরিখে খাতায়-কলমে আরসিবিকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা খানিকটা এগিয়ে রাখলেও গুজরাটের হাতিয়ারে এমন একটি কারণ রয়েছে যার উপর ভিত্তিতে অপর অংশের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা গুজরাটকেই এগিয়ে রাখছে। গুজরাটের এই ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাদের 'হোম অ্যাডভান্টেজ' বা ঘরের মাঠের সুবিধা।

প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে গুজরাটকে হারিয়ে সবার আগে ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছিল আরসিবি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রাজস্থান রয়্যালসকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে আসে গুজরাট টাইটান্স রাজস্থানের দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে

গুজরাট টাইটান্সের ২ ওপেনার সাই সুদর্শন ও শুভমন গিল প্রথম উইকেটে ১৬৭ রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন। তাদের অনবদ্য ব্যাটিংয়ের সুবাদেই গুজরাট আট বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে ম্যাচটা জেতে এবং ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও গুজরাট টাইটান্সের মধ্যে আয়োজিত ২০২৬ আইপিএল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। অহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। আহমেদাবাদের এই স্টেডিয়ামটি গুজরাট টাইটান্সের নিজস্ব হোম গ্রাউন্ড। প্রতিটি মরসুমে নিজেদের অর্ধেকেরও বেশি ম্যাচ তারা এই চেনা মাঠে খেলে থাকে। ফলে স্টেডিয়ামের পরিবেশ, গ্যালারির সমর্থন এবং মাঠের ভৌগোলিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা শতভাগ ওয়াকিবহাল। বিশেষ করে আহমেদাবাদের পিচ ও মাটির চরিত্র গুজরাট শিবিরের নখদর্পণে। দলের তারকা খেলোয়াড় শুভমন গিল, সাই সুদর্শন এবং বোলিং বিভাগের কাগিসো রাবাডা, মহম্মদ সিরাজ ও রাশিদ খানরা দীর্ঘ সময় ধরে এই মাঠে খেলে আসছেন। পিচের আচরণ কখন কেমন হবে, সেই অভিজ্ঞতা ফাইনালের মতো হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে গুজরাটকে প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে। এই ঐতিহাসিক মাঠের পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখা যায়, আইপিএলের ইতিহাসে এখানে এ যাবৎ মোট ৫১টি ম্যাচ খেলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমে ব্যাটিং করা দল ২৬টি ম্যাচে এবং পরে ব্যাটিং করা দল ২৫টি ম্যাচে জয় পেয়েছে। অবাক করার মতো তথ্য হল, এই মাঠে টস জয়ী দলের চেয়ে টস হারা দল বেশি ম্যাচ (২৮টি) জিতেছে।

চলতি ২০২৬ মরসুমেই এই মাঠে পঞ্জাব কিংস সর্বোচ্চ ২৪৩ রান তোলার রেকর্ড গড়েছে, আর সর্বনিম্ন ৮৬ রানে অলআউট হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে আরসিবি শিবিরের জন্য সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হতে পারেন গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিল। এই মাঠের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরটি (১২৯ রান) তাঁরই ব্যাট থেকে এসেছে, যা আরসিবি বোলারদের চাপে রাখবে। গুজরাটের এই ঘরের মাঠের সুবিধা গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি-র খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং ও বোলিং লাইন-আপও যথেষ্ট শক্তিশালী। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নরা তাদের ট্রফি ধরে রাখতে আহমেদাবাদের চেনা দুর্গে গুজরাটকে কতটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে, এখন সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

ফাইনাল

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

বনাম

গুজরাট টাইটান্স

স্থান : আহমেদাবাদ

সময় : ৭-৩০টা

ক্ষতির সম্ভাবনা জেনেও ভারতে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের চুক্তি ফিফার

জুরিখ, ৩০ মে : ভারতে বিশ্বকাপ সম্প্রচার নিয়ে জট ক্রমশ কাটছে। এদেশে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখানোর দৌড়ে এগিয়ে গেছে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ। চারটে চ্যানেল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে জির। খুব শীঘ্রই সম্প্রচার নিয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করতে পারে ফিফা। কিন্তু তার জন্য ফিফাকে 'ত্যাগস্বীকার' করতে হচ্ছে। প্রথমে বিরাট মূল্য হাঁকিয়েও অনেকটা কম দামে ভারতে সম্প্রচার নিয়ে রফা করতে হয়েছে ফিফাকে।

১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার বিশ্বকাপ হবে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয়। মূলত গভীর রাতে ম্যাচগুলি হবে। যে কারণে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখানো নিয়ে সংশয় রয়েছে। ২০২৬ ও ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখানোর জন্য ভারতে সম্প্রচারের স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ফিফা। প্রথমে এই স্বত্বের দাম রাখা হয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। কিন্তু জিও হটস্টার বা সোনি স্পোর্টস তাতে আগ্রহ

দেখায়নি। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে জি। 'ইউনাইট৮ স্পোর্টস' নামে নতুন ক্রীড়া সংস্থা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে জি জানায়, ফিফার সঙ্গে কথা চলছে। এই সংস্থার অধীনে চারটি নতুন খেলার চ্যানেল থাকবে। এর মধ্যে দু'টি চ্যানেল হিন্দিতে এবং দু'টি ইংরেজিতে সম্প্রচার হবে। সব ঠিক থাকলে আগামী দুয়েক দিনের মধ্যেই চুক্তি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু শেষমেশ ভারতে বিশ্বকাপ দেখানোর জন্য ফিফাকেও কিছুটা নত হতে হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ৩০-৩৫ মিলিয়নের মধ্যে জির সঙ্গে চুক্তি হতে পারে ফিফার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা। যা ফিফার প্রাথমিক দামের থেকে অনেকটাই কম। তবে জিও হটস্টার শেষ প্রস্তাব দিয়েছিল ২০ মিলিয়ন ডলারের। তার থেকে অনেকটাই বেশি পাচ্ছে ফিফা।

আইপিএলে পার্পল ক্যাপ, অরেঞ্জ ক্যাপ দুটোই পাবে গুজরাট!

আহমেদাবাদ, ৩০ মে : রাজস্থান রয়্যালসের কিশোর ওপেনার বৈভব সূর্যবংশীকে টপকে কি চলতি আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপ জিততে পারবেন গুজরাট টাইটানসের অধিনায়ক শুভমন গিল? সেই সম্ভাবনা আছে। বৈভব ১৬ ম্যাচ খেলে ৭৭৬ রান করেছেন। ১৫ ম্যাচ খেলে ৭২২ রান করে দ্বিতীয় স্থানে শুবমন। তাঁর ওপেনিং পার্টনার সাই সুদর্শন অরেঞ্জ ক্যাপের তালিকায় তৃতীয় স্থানে। তিনি চলতি আইপিএলে ৭১০ রান করেছেন। এই তিন ব্যাটারই চলতি আইপিএলে ৭০০ রান করতে পেরেছেন। বাকিরা অনেক পিছনে। ৬২৪ রান করে চতুর্থ স্থানে হেনরিক ক্লাসেন । ৬০২ রান করে পঞ্চম স্থানে ঈশান কিষান। ৬০০ রান করে ষষ্ঠ স্থানে বিরাট কোহলি। রবিবার যদি শুভমন অর্ধশতরান বা শতরান করতে পারেন, তা হলে তিনি অরেঞ্জ ক্যাপ পেতে পারেন। শুক্রবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৩৪ রান দিয়ে জোড়া উইকেট নিয়ে চলতি আইপিএলে পার্পল ক্যাপের দৌড়ে সবার আগে গুজরাটের পেসার কাগিসো রাবাডা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসার ফাইনালের আগে পর্যন্ত ২৮ উইকেট নিয়েছেন। আরসিবি-র অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমার এখনও পর্যন্ত ২৬ উইকেট নিয়েছেন। রাজস্থানের পেসার জোফ্রা আর্চার ২৫ উইকেট নিয়েছেন। তাঁর দল ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি। ফলে পার্পল ক্যাপের লড়াই এখন রাবাডা ও ভুবনেশ্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ৫৩ বলে ১০৪ রান করেন শুবমন। তিনি ১৫টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার-বাউন্ডারি মারেন। অপর ওপেনার সুদর্শন ৩২ বলে ৫৮ রান করেন। তিনি আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার-বাউন্ডারি মারেন। রবিবার ফাইনালেও এভাবেই ব্যাটিং করে গুজরাটকে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন করাই শুভমনদের লক্ষ্য। অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে না থাকলেও ফাইনালে ভালো ব্যাটিং করে আরসিবি-কে টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করাই বিরাটের লক্ষ্য থাকবে।

এশিয়াড দলে নেই সূর্য-গিল স্কোয়াডে বৈভব-শাহবাজরা

মুম্বই, ৩০ মে : এশিয়ান গেমসের জন্য সম্ভাব্য ৩০ জনের নাম পাঠিয়ে দিল বিসিসিআই। আগামী বছর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমস টি-২০ ফর্ম্যাটের জন্য ৩০ জন সম্ভাব্য ক্রিকেটারের নামের একটি তালিকা ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে পাঠিয়েছে বোর্ড। আর সেই তালিকাতেই নজর কেড়েছে একাধিক চমক। সবচেয়ে বড় চমক, ভারতের বর্তমান টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটের অধিনায়ক শুভমন গিল, দু'জনেরই নাম নেই এই ৩০ সদস্যের তালিকায়। এশিয়াডের সম্ভাব্য টিম ইন্ডিয়ায় বড় চমক ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। আগামী বছর সেপ্টেম্বরে মালয়েশিয়ার চারটি শহরে বসতে চলেছে এশিয়ান গেমসের আসর। সেখানে এবার ৩৮টি খেলার সঙ্গে রয়েছে পুরুষদের ক্রিকেটও।

ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কথা মাথায় রেখে সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিলের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের এশিয়ান গেমসে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এশিয়ান গেমসের সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যান্য সূচির সঙ্গেও সংঘাত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, সম্ভাব্যদের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ১৫ বছরের সেনসেশন বৈভব সূর্যবংশী। চলতি আইপিএলে সবাইকে ছাপিয়ে বৈভব সুনামির গতিতে খেলে করেন ৭৭৬ রান। এরপর থেকেই বৈভবকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠছে। খোদ সুনীল গাভাসকরও বলেছেন, দেশের টি-২০ দলে খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি বৈভব। আর কয়েক মাস পরেই রাজস্থান রয়্যালস তথা বিহারের এই বিস্ময় প্রতিভাকে জাতীয় দলে খেলতে দেখা যাবে। অল্প বয়সেই ঘরোয়া ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদে তিনি নির্বাচকদের নজর কেড়েছেন। এশিয়ান গেমসের সম্ভাব্য তালিকায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রুত উত্থানেরই প্রমাণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বৈভবের পাশাপাশি সম্ভাব্য ৩০ জনের দলে রয়েছেন বাংলার স্পিনার-অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। হর্ষ দুবে থেকে আয়ুষ বাদোনি-দের মতো তরুণ ক্রিকেটারদেরও রাখা হয়েছে। বোর্ডের এই সম্ভাব্য তালিকা থেকে পরবর্তীকালে এশিয়াডের জন্য চূড়ান্ত দল নির্বাচন করা হবে। ফলে বৈভবের সামনে এখনও বড় পরীক্ষা বাকি থাকলেও সম্ভাব্যদের তালিকায় নাম থাকা তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। ক্রিকেটকে এশিয়ান গেমসের অন্যতম আকর্ষণীয় ইভেন্ট হিসেবে ধরা হয়। তাই এই প্রতিযোগিতায় ভারতের দল কেমন হবে, তা নিয়ে আগ্রহও তুঙ্গে। তরুণ ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সমন্বয়ে দল গঠনের ভাবনা থেকেই বিসিসিআই এই দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছে বলে জানা যাচ্ছে।

এশিয়ান গেমসের জন্য ৩০ জনের সম্ভাব্য দল : যশস্বী জয়সওয়াল, অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষান, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), শ্রেয়স আয়ার, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, রিঙ্কু সিং, তিলক ভর্মা, যশপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, নীতীশ রেড্ডি, প্রসিধ কৃষ্ণা, বরুণ চক্রবর্তী, অঙ্কুল রায়, আয়ুষ বাদোনি, হর্ষ দুবে, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), খলিল আহমদ, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, রবি বিষ্ণোই, শাহবাজ আহমদ, শিবম দুবে, ভিপরাজ নিগম, হর্ষিত রানা, যশ ঠাকুর, ওয়াশিংটন সুন্দর।

খোঁজের পরেশ-জ্যোৎস্না ফুটবলে
টাইব্রেকারে জিতে সেমিফাইনালে ভুবনখাল

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : খোঁজ আয়োজিত পরেশচন্দ্র দত্ত এবং জ্যোতস্না দত্ত স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠল ভুবনখাল খাসিয়া যুব ক্লাব। শনিবার সোনাই এনজিএইচএস স্কুলের মাঠে কোয়ার্টার ফাইনালে তারা হারায় রবিন খাইদেম অ্যাকাডেমি (কামরাঙ্গা)-কে ৮-৭ গোলের ব্যবধানে।

নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকার পর ম্যাচের নিস্পত্তি হয় পেনাল্টি শুটআউটে। ভুবনখাল খাসিয়া যুব ক্লাবের পক্ষে ৭ মিনিটে শৈইটকা জিত গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ৩৬তম মিনিটে গেইথাই রংমাই ব্যবধান ২-০ করেন। তবে পাল্টা আক্রমণে গিয়ে ২৭ মিনিটে হেইবমাই এবং ৩৮ মিনিটে তালসনের গোলে সমতায় ফেরে রবিন খাইদেম অ্যাকাডেমি কামরাঙ্গা।

শেষ বাঁশি পর্যন্ত খেলা ২-২ গোলে সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে উভয় দল সমান সংখ্যক গোল করায় খেলা গড়ায় সাডেন ডেথে। সেখানে ভুবনখাল খাসিয়া যুব ক্লাব ৬-৫ গোলে এগিয়ে যায়। সার্বিক ফল দাঁড়ায় ৮-৭। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ভুবনখাল খাসিয়া যুব ক্লাবের শেমন সুলতংকে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত করা হয়। শঙ্কর দাস ও পরিতোষ চক্রবর্তী তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ম্যাচ পরিচালনা করেন শঙ্কর ভট্টাচার্য। সহকারী রেফারি হীরামণি চৌধুরী, বদরুল জামান ও আব্দুল জলিল আহমদ। ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালে সোনাই টাউন ১-র মুখোমুখি হবে দিদারখুশ এফসি।

মেয়েদের বিশ্বকাপে চার ভারতীয় আম্পায়ার

দুবাই, ৩০ মে : আগামী ১২ জুন থেকে ইংল্যান্ডে শুরু হতে চলেছে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই প্রতিযোগিতার সব ক'টি ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন কেবল মহিলা আম্পায়ারেরাই। এমনকী ম্যাচ রেফারিও হবেন মহিলারা। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে আইসিসি।

এই নিয়ে আইসিসি-র কোনও প্রতিযোগিতায় টানা চতুর্থ বার ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব থাকছে শুধুই মহিলাদের হাতে। চারজন ভারতীয়ের নাম রয়েছে তালিকায়। তাঁদের মধ্যে তিনজন আম্পায়ার এবং একজন ম্যাচ রেফারি। প্রথমবার বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করবেন আম্পায়ার গায়ত্রী বেণুগোপালন। সঙ্গে থাকছেন বৃন্দা রাঠি এবং জনানী এন। ম্যাচ রেফারি হলেন জিএস লক্ষ্মী। বিশ্বকাপের ৩৩টি ম্যাচ পরিচালনার জন্য থাকছেন ১৪ জন আম্পায়ার এবং চারজন ম্যাচ রেফারি। অস্ট্রেলিয়ার ক্লেয়ার পোলোসেক এদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। তিনি ষষ্ঠবার বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করবেন।

ডিএসএ-র টিটি, ক্যারমে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩০ মে : শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় কৃপাময় রায় স্মৃতি বার্ষিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৭ সিঙ্গেলসের ফাইনালে আয়ুষ বড়ভূইয়ার বিপক্ষে খেলবে যশরাজ পাল। এদিকে, অনূর্ধ্ব ১৩ বয়েজের ফাইনালে উঠেছে এম জেনিথ সিংহ। এ পর্যন্ত পুরুষ সিঙ্গেলসের শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন প্রিয়াংশু পাল, সুরঞ্জন শর্মা, শঙ্কর দে, রাজীব দেব, শুভাশিস চক্রবর্তী, সত্রজিৎ ধর ও পার্থপ্রতিম দেব। ক্যারম বোর্ড চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ সিঙ্গেলসে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করেছেন প্রসেনজিৎ পাল (বিবিসি), সজল চক্রবর্তী (মেঘদুত ক্লাব) ও নিজাম আনসারি (ইউনাইটেড ক্লাব)।

সংশোধনী

গত ৩০ মে ১২ নং পাতায় প্রকাশিত 'কৃপাময় টিটি দিয়ে সাংস্কৃতিক ভবনের উদ্বোধন' শীর্ষক সংবাদে টেবিল টেনিস ও সাংস্কৃতিক অ্যাকাডেমি ভবনের দ্বারোদঘাটন হয়েছে বলে লেখা হয়েছে। ২৯ মে শুধুই টিটি অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষণ ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। সাংস্কৃতিক অ্যাকাডেমি ভবনের উদ্বোধন হয়েছিল গত ৫ অক্টোবর। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

রবিবার আহমেদাবাদে আইসিসি বোর্ড মিটিং, আসছেন না নকভি!

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : ভারতে আসছেন না 'ট্রফি চোর' মহসিন নকভি। তিনি এদেশে এলেই এশিয়া কাপ ট্রফি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠবে। সে কথা বুঝেই আহমেদাবাদে আইসিসি-র বৈঠকে যোগ দিতে আসছেন না নকভি। তিনি ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন। সশরীরে এই বৈঠকে যোগ দেওয়া এড়িয়ে যাচ্ছেন পিসিবি প্রধান। রবিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আইপিএল ফাইনাল। একই দিনে আইসিসি-র বৈঠক হতে চলেছে। ফলে আহমেদাবাদে এখন তারকার মেলা। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আসছেন। কিন্তু আহমেদাবাদে আসছেন না নকভি। তিনি অস্বস্তি ও বিতর্ক এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আইসিসি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সদস্যরা বার্ষিক বৈঠকে সশরীরে যোগ দিতে না পারলে ভার্চুয়ালি যোগ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। নকভি সেই নিয়মেরই সুযোগ নিচ্ছেন। তাঁর পাশাপাশি আরও দুই প্রতিনিধি সশরীরে এই বৈঠকে যোগ দিতে পারছেন না। তাঁরাও ভার্চুয়ালি রবিবারের বৈঠকে যোগ দেবেন। পিসিবি প্রধান আহমেদাবাদে এই বৈঠকে যোগ দিতে আসবেন কি না, সে বিষয়ে শুরু থেকেই সংশয় ছিল। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, ভারতে আসছেন না নকভি। গত মাসে দোহায় আইসিসি-র বার্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দোহায় এই বৈঠক হয়নি। তার বদলে আহমেদাবাদে বৈঠক হতে চলেছে। দোহায় বৈঠক হলে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা মুখোমুখি হতেন। কিন্তু পিসিবি প্রধান ভারতে আসছেন না। ফলে এই বৈঠক অন্য মাত্রা নিল। ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই ভালো না। সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গেও বিসিসিআই-র সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবারের বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধির আচরণ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

সিঙ্গাপুর ওপেনে একনম্বর জুটিকে হারিয়ে ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

সিঙ্গাপুর, ৩০ মে : ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে নতুন ইতিহাস গড়লেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। সিঙ্গাপুর ওপেন সুপার ৭৫০ প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে বিশ্বের একনম্বর দক্ষিণ কোরিয়ান জুটি কিম ওন হো ও সিও সেউং জে-কে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো পুরুষদের ডবলস ফাইনালে পৌঁছলেন এই ভারতীয় জুটি। চতুর্থ বাছাই সাত্ত্বিক-চিরাগ ৫২ মিনিটের কঠিন লড়াইয়ে ২১-১৯, ২১-১৮ ফলে জয় ছিনিয়ে নেন। প্রথম গেমে কোরিয়ান জুটি ১৩-১১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও শেষ মুহূর্তে দারুণ প্রত্যাবর্তন করে গেমটি নিজেদের করে নেন ভারতীয়রা। দ্বিতীয় গেমেও ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। বিরতির সময় সাত্ত্বিক-চিরাগ ১১-১৪ ফলে পিছিয়ে পড়েছিলেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ সামলে একের পর এক পয়েন্ট জিতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত ২১-১৮ ফলে গেম জিতে ইতিহাস লেখেন ভারতীয় জুটি।

এই জয়ের ফলে প্রথমবারের মতো সিঙ্গাপুর ওপেনের পুরুষদের ডবলস ফাইনালে উঠল কোনও ভারতীয় জুটি। রবিবার ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগের সামনে ইন্দোনেশিয়ার ফাজার আলফিয়ান ও মুহাম্মদ শোহিবুল ফিকরি অথবা চিনের লিয়াং ওয়েই কেং এবং ওয়াং চাং জুটি।

লেভেল ১ কিউরেটর প্যানেলে কলিতা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, গুয়াহাটি, ৩০ মে : অসমের মুকুট কলিতা ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের লেভেল ১ কিউরেটর প্যানেলে স্থান করে নিলেন। বিসিসিআই-র পক্ষ থেকে দেশজুড়ে মোট ১৭ জন নিরপেক্ষ কিউরেটরকে বিশেষ পরীক্ষায় বসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কলিতা সহ মাত্র ৬ জন প্রার্থী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। কলিতা ২০১৬ সাল থেকে বিসিসিআই-র নিউট্রাল প্যানেল কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং বিভিন্ন ঘরোয়া ও জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে ক্রিকেট পিচ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সাথে তিনি যুক্ত রয়েছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

১	২		■	৩	৪		৫
৬		■	■	৭		■	
	■	■	৮		■	৯	
■	■	১০		■	১১		■
■	১২		■	১৩		■	■
১৪		■	১৫		■	■	১৬
	■	১৭		■	■	১৮	
১৯				■	২০		

সূত্র : **পাশাপাশি** ১) ফুটবল খেলা পরিচালনাকারী বিচারক ৩) বলের খেলা বা খেলার বল ৬) আজকের আগের দিন বা পরের দিন ৭) খড়িমাটি ৮) প্রতিবেশী দেশের শহরটার নামেই বুঝা যায় আচ্ছাদিত ৯) মাছ, পাখি বা পতঙ্গ যদি দলবদ্ধ ভাবে থাকে তবে তাকে বলে (বানানে ˚নেই) ১০) চলমান, যা চলছে ১১) সোয়েটার বুনার উপকরণ ১২) ''তুমি কী কেবলই–'' (রবীন্দ্রসঙ্গীত) ১৩) একপ্রকার চর্মরোগ ১৪) বিচারকের সিদ্ধান্ত, আদালতে মামলা শেষ হলে বিচারক এটা দেন ১৫) শরাব ১৭) পূর্বদিক ১৮) সরে যাওয়াতে কড়াই-র ঢাকনা ১৯) উর্দুভাষীর 'ব্যবহার' ২০) তিন কালের একটি। **উপরনীচ :** ১) ছোট থালা, চায়ের প্লেট থেকে একটু বড় থালা বিশেষ ২) লাঙলের আগায় বসানো লোহার পাত ৩) গোলগাপ্পা ছোট ছোট লুচির মতো যা তেঁতুল জল দিয়ে খেতে হয় ৪) তেঁতুল খেতে যে স্বাদ পাওয়া যায় ৫) তর্কশাস্ত্র ৮) উপর থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামা, উৎরাই ৯) লঙ্কা খেলে এটা মুখে লাগবে ১০) এটা হারালে তালা তো বেকার ১১) ভোদড় ১২) তিন জোড়ার যোগফল ১৩) স্ত্রী, পত্নী ১৪) 'লেপ' লেজ কাটলে নৃপতি ১৫) শকুনির পিতা, মাথা কাটলে শক্তি ১৬) কাঠচেরাইর হাতিয়ার ১৭) লাল ও বাদামি রংয়ের বিড়াল জাতীয় প্রাণী ১৮) দক্ষ রাজার কন্যা, শিবের পত্নী।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) উদর ৩) অস্থিরতা ৫) পল ৬) পাথর ৮) মহীপাল ১০) আনমনা ১৩) কামাই ১৫) ঝাল ১৬) বিষধর ১৭) সড়ক। **উপরনীচ :** ১) উপশম ২) দল ৩) অনাথ ৪) তালই ৬) পাল ৭) রন্ধন ৯) পাদুকা ১০) আই ১১) নাবালক ১২) তসবি ১৪) মাগুর ১৫) ঝাড়।

মাহতাবুর রহমান

আইপিএল ফাইনালের পর সেলিব্রেশনে লাগাম বেঙ্গালুরু পুলিশের

বেঙ্গালুরু, ৩০ মে : ১১ জন সমর্থকের মৃত্যুর স্মৃতি এখনও দগদগে! তাই অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে কড়া বেঙ্গালুরু পুলিশ। টানা দু'বার আইপিএল জেতার সুযোগ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সামনে। বিরাট কোহলিদের হাতে ট্রফি দেখার অপেক্ষায় দক্ষিণী শহরজুড়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। তবে সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মাঝেই সতর্ক বেঙ্গালুরু সিটি পুলিশ। গত বছর ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে রবিবারের আইপিএল ফাইনাল ঘিরে কড়া বিধিনিষেধ জারি করল শহর পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ফাইনাল শেষ হওয়ার পর কোনওভাবেই জনবহুল এলাকায় সেলিব্রেশন করা যাবে না। রাস্তার ধারে এলইডি স্ক্রিন বসানো বা অনুমতি ছাড়া বড় পর্দায় ম্যাচ দেখানোর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, ফাইনালের পর সমর্থকরা কোনওভাবেই জনবহুল জায়গায় সেলিব্রেশনে অংশ নিতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া রাস্তায় এলইডি ওয়াল বসানো যাবে না। আগে থেকে যেসব স্ক্রিন রয়েছে, সেখানে ম্যাচ সম্প্রচারও করা যাবে না।

এছাড়াও বাজি ফাটানোর উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ভিড় এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ আরও জানিয়েছে, মল, পাব বা অন্যান্য স্থানের বাইরে এমনভাবে স্ক্রিন বসানো যাবে না, যাতে সাধারণ মানুষ তা দেখতে পারেন। ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রেও কড়া নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ

প্রশাসন। বাইক র‍্যালি, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো, স্ট্যান্ট করা, অযথা হর্ন বাজানো বা রাস্তা অবরোধের মতো কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে পুলিশের বক্তব্য, বাইক র‍্যালি, ওভারস্পিডিং, স্ট্যান্ট, হর্নের অপব্যবহার এবং রাস্তা অবরোধ, সবই নিষিদ্ধ। নাগরিকদের ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। একইসঙ্গে প্রকাশ্য স্থানে মদ্যপান করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, মারামারি বা অশোভন আচরণ থেকেও বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে পুলিশ বলেছে, উসকানিমূলক পোস্ট, বিদ্বেষমূলক বার্তা বা গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। ম্যাচের ফলকে কেন্দ্র করে অন্য দলের সমর্থকদের উসকানি দেওয়া বা অপমান করা চলবে না। আইন-শৃঙ্খলা, জনশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

প্রকাশ্য স্থানে মদ্যপান করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, মারামারি বা অশোভন আচরণ থেকেও বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্য স্থানে মদ্যপান করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, মারামারি বা অশোভন আচরণ থেকেও বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই বিপাকে ছিল চিন্নাস্বামী। দলের সেলিব্রেশনের সময় স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে আহতের সংখ্যা ৪৭। ওই ঘটনার দায় কার? তা নিয়ে দীর্ঘদিন দড়ি টানাটানি চলেছে। অবশেষে কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা সরকারের কাছে চিন্নাস্বামীতে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি পায় আরসিবি। সেখানে এবার একাধিক ম্যাচও হয়েছে। এবার ফাইনাল আয়োজিত হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। তবে ফাইনালের পর বেঙ্গালুরুতে যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা না হয়, তা নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক বেঙ্গালুরু প্রশাসন। সেই কারণে সমর্থকদের কঠোর নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80